মাঘোৎসব

উপলক্ষে

শ্রীমদাচার্য্য (কেশবচন্দ্র) সেনের

উপদেশ ও প্রার্থনা।

[প্রথম ভাগ।]

দ্বিতীয় সংস্করণ।
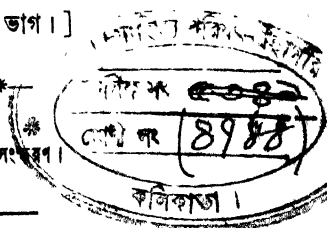
কলিকাতা।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮৩২ শক।

মূল্য ।৵০ আনা।

কলিকাতা ;
৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্।
মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস।
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

—*—

আচার্য্যদেব মাঘোৎসবের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একমাস কাল কিরূপ জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত উন্মত্ততা সহকারে কার্য্য করিতেন এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকগণ তাহারও আভাস পাইবেন। ১লা জানুয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক একটি নূতন নূতন ব্যাপার লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। যে দিন যে বিশেষ ভাবের উদয় হইত সেই দিন সেই সম্বন্ধে প্রার্থনা করিতেন এবং উপদেশ দিতেন। মহোৎসবের পূর্ব্বে সকলের মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি প্রারম্ভিক ছোট ছোট উৎসব করিতেন। এই গ্রন্থের ১ম হইতে পাঠ করিলেই সেই সকল বিষয়ের মর্ম্ম সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি সকল ব্রাহ্মই যেন আচার্য্যদেবের ন্যায় বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই উৎসবের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহার প্রদত্ত এই সকল উপদেশ ও প্রার্থনা, সকলের প্রস্তুতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা প্রদান করিবে।

——

সূচীপত্র।

মহাত্মা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মমন্দির, শনিবার, ১৮ই পৌষ, ১৮০২ শক।

ভগবান্ বলিলেন, "ভক্তকে বিচার করিব আমি, ভক্তি করিবে তুমি। তুমি যদি সাধুর বিচার কর, অনধিকারচর্চ্চা দোষে দণ্ডনীয় হইবে। বিচারের ভার বিচারপতির হস্তে। বিশেষতঃ সাধুদিগের নিকটে প্রণত থাকিবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় স্মরণ রাখিবে, ভক্তের কীর্ত্তি পোষণ করিবে, সাধুর নাম করিবে।" ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগের সম্পর্কে এই কঠিন নিয়ম। বিধানাশ্রিত জীব শাসনশৃঙ্খলে আপনার বুদ্ধিকে বাঁধিলেন। বিধানদ্বীপে আমরা বাস করি, আমাদিগের সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র। সকলেই প্রায় সাধুদিগকে বিচার করে। এক ধর্ম্মের লোক অপর ধর্ম্মের সাধুকে বিচার করে, নিন্দা করে, কটু কথা বলে, বিষ খাওয়াইয়া কি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া প্রাণদণ্ড করে। ভক্ত পরীক্ষা করিবার ভার কেবল নববিধানের লোকের উপরে নাই। ঈশ্বরের প্রাচীন আজ্ঞা, সাধুনিন্দা হইতে বিরত থাকা। দেখিতেছি মতভেদ। সকল সাধুর সঙ্গে ঐক্য হয় না। কেহ এক ঈশ্বর মানেন, কেহ বহু ঈশ্বর মানেন। দেখিলাম শত সহস্র বিষয়ের অনৈক্য। তাঁহারা পৃথিবীতে নানা মত প্রবর্ত্তিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মতের অনৈক্য থাকিলেও শ্রদ্ধা করিতে হইবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। ধর্ম্মে সুপণ্ডিত

বিচারপতির আসনে বসিয়া ঈশা, মুসা, গৌরাঙ্গ, নানক প্রভৃতিকে যৎপরোনাস্তি কঠোর পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডনীয় করে। করে করুক, মারে মারুক, আমাদিগের সম্বন্ধে সাধুবিচারের অধিকার নাই। আর যে কেহ থাকে থাকুক, বিচার করিতে আমি নাই। আমি সামান্য লোককেও কখন বিচার করি নাই। দুষ্ট রসনা, তুমি এত দম্ভে স্ফীত? তুমি সাধুদিগকে বিচার কর? সাবধান রসনা, গুরুনিন্দা, মহাজন বিচার হইতে আপনাকে রক্ষা কর। পৃথিবী যাঁহাদিগের দ্বারা উপকৃত তাঁহাদিগের উপকার স্মরণ করিবে। আমাদিগের হস্ত পদ জিহ্বা বন্ধ। আমাদিগের দৃষ্টি ভক্তচরণে, উপকারী বন্ধুর হস্তের প্রতি। যদি কেহ বলে অমুক সাধু কি এই দোষে দোষী ছিলেন না? আমরা বলিব, ভগবানের নিকট বিচারনিষ্পত্তির ভার, মলিন জীব আমরা কেন সাধুনিন্দা করিব? যদিও সাধুর ত্রুটি থাকে—কোন্ সাধুর ত্রুটি নাই?—আমরা সরলা ভক্তিকে কেন মলিন করিব? তাঁহাদিগের গুণ লইতে ঈশ্বর আমাদিগকে বলিয়াছেন। ঈশ্বর বলিয়াছেন, "প্রেরিতে প্রেরিতে অনৈক্য থাকিবে, দণ্ড দিতে হয় আমি দিব, পৃথিবী, তুমি কৃতজ্ঞ হইয়া উপকার লইবে, তাহাদিগের হস্ত হইতে ঈশ্বরের ধন গ্রহণ করিবে।" বুদ্ধিমানেরা বিচার করিতে চায় বিচার করুক, যেখানে যেখানে দোষ আছে প্রদর্শন করুক। আমরা কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞায় বেদকে, বাইবেলকে, কোরাণকে, ঈশা, মুসা, নানক, বুদ্ধ এবং রামমোহনকেও নমস্কার করিব। শত সহস্র টাকার ঋণে আমরা তাঁহার নিকটে ঋণী। তিনি আমাদিগের ভক্তিভাজন কৃতজ্ঞতাভাজন। রামমোহনকে কি আজ আমরা ফিরাইয়া দিব? সাধুভক্তি যদি আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের

আদেশ হয়, তবে আমরা কি রামমোহনকে বিদায় করিয়া দিতে পারি? কোথায় আরব, কোথায় পালেষ্টাইন? ঈশা মহম্মদকে ভক্তি করিব, সাধুসেবা করিব, ঘরের লোককে কি আদর কৃতজ্ঞতা দিব না? কোথায় থাকিত এই ব্রাহ্মসমাজ যদি ব্রহ্ম-সন্তান রামমোহন না আসিতেন? তিনি বড় লোক কি রাজা ছিলেন তাহার আমরা বিচার করিব না। তিনি কিরূপ কার্য্য-কুশল ছিলেন, কি প্রকারে তিনি আপনাকে সুবিখ্যাত করিয়াছেন, কিরূপে তিনি এদেশের ও পাশ্চাত্য দেশের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা আমরা বিচার করিব না। রাজ্যতত্ত্বজ্ঞেরা তাহা ভাবুক। আমরা তাঁহার নিকট একটী বিস্তীর্ণ জমিদারী পাইয়াছি, সেই তালুকের প্রজা আমরা। ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি একখণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। সেখানে কতকগুলি প্রজার বসতি করিয়া দিলেন। জ্বরবিকারে কণ্টক বনে লোকে মরিতেছিল, এই যে সামান্য ভূমিখণ্ড ইহা হইতে ব্রহ্ম আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল, আবার কয়েকটি লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে লাগিল। ভগবান্ তাঁহার পুত্র রামমোহনকে পাঠাইলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্ম্মপিতামহ, তিনি পরলোকে আছেন, তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিব। পরাৎপর পরব্রহ্ম তাঁহার ঈশ্বর। তাঁহার ও আমাদিগের ঈশ্বরের নিকট তাঁহার জন্য শুভ-ইচ্ছা উত্থিত হউক। তাঁহার জন্য ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। তাঁহার স্তবস্তুতিতে, বিদ্যাবুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এইজন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি। সেই ধর্ম্মপিতামহ এত উপকার করিয়া গেলেন, তিনি হাতে হাতে

ধর্ম্মধন দিয়া গেলেন। যখন ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া প্রজা হইয়া শস্য সংগ্রহ করিতেছি, তখন যাঁহার নিকট এই তালুক লাভ করিলাম, যিনি ৫০ বৎসর আগে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া সহস্র লোকের তীব্রনির্য্যাতনে ব্যথিত হইয়া "জয় জগদীশ, জয় জগদীশ!" বলিয়া কেবল ঈশ্বরের মুখের পানে তাকাইলেন, ব্রহ্মের ঘর প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তিনি জয়ী হইলেন, ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; বলিলেন, "প্রিয় সন্তান, ঘরে এস।" তিনি ভবে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

আমাদিগের ধর্ম্মপিতা পরে আসিলেন। তিনি জীবিত আছেন। পিতামহকে বিস্মরণ হওয়া যেমন অসম্ভব, পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তেমনি অসম্ভব। তাঁহার ঋষিভাব, যোগভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবের নূতন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলাম। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসকমণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। রামমোহন রায়ের সময়ে মণ্ডলী গঠিত হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ যিনি পরে আসিলেন তিনি করিলেন। হিন্দুশাস্ত্র হইতে আলোচনা দ্বারা অমৃতময় সত্য উদ্ভাবন করিলেন। হিন্দুআচার ব্যবহার হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সংস্কৃত হিন্দুসমাজ গঠিত হইল। সেই দলের ভিতর দিয়া যাহা কিছু হিন্দুসমাজে ভাল তাহা আসিল। ইনি বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ঋষি আত্মা। এই পবিত্র ঋষি আত্মা—দেবেন্দ্রনাথের আত্মা, বঙ্গবাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল। যখন ইনি স্বর্গ হইতে আইসেন তখন ঈশ্বর ইঁহাকে দীক্ষিত করিয়া দেন। ইনি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়া দুই এক বৎসর নয়, কিন্তু যৌবন

হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইঁহার সমস্ত শরীর মন উদ্যম তোমার আমার ন্যায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মপিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ। যদিও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মপিতামহের সকল মতের ঐক্য না হয়, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ কর। যদি হৃদয়বন্ধুদিগকে কৃতজ্ঞতা না দিবে তবে তোমরা নববিধানের উপযুক্ত নহ। তোমাদিগের শত্রু নাই, ব্রহ্ম তোমাদিগকে কঠোর শাসনে বদ্ধ করিয়াছেন। অন্যের মত তোমরা সাধুবিচারে প্রবৃত্ত হইতে পার না। যাঁহাদিগের সঙ্গে বিরোধ, যদি তাঁহাদিগের নিকট বিন্দুমাত্র উপকার পাইয়া থাক, করযোড়ে কৃতজ্ঞ হও। আমাদিগের উপকারী বন্ধুর কাল দিক্ যে দেখিতে নাই, ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য। আমরা ধর্ম্মপিতা ধর্ম্মপিতামহকে কৃতজ্ঞতা দিব। পিতা পিতামহ সম্পর্কে আমরা সকলে ভ্রাতা। আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রণয় স্থাপন করিব, পরস্পরের প্রতি প্রণয়ে আবদ্ধ হইব। আমরা এই সম্বন্ধে ঐক্য বন্ধন স্থাপন করিব। রাজা রামমোহন রায় প্রদত্ত ধন কি কম? কম ধনী কি দেবেন্দ্রনাথ? কত খাইবে খাও, মনের সাধ পূর্ণ কর, ভাবনা নাই, ভয় নাই। বড় সংসার, এমন ধনিদ্বয়, এত বড় সংসার, সে সংসারে আবার দুঃখ দারিদ্র্য! একজন মৃত একজন জীবিত অবস্থায় বলিতেছেন, "লও প্রাচীন-শাস্ত্র। আর্য্যোচিত কার্য্য তোমরা সর্ব্বদা কর, আমরা তোমাদিগের সহায়তা করিবার জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়োজিত।" আমাদিগের নিকট হইতে যদি ইঁহারা কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করেন, আমরা কৃতার্থ হইব। ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া ইঁহাদিগের দুই জনের চরণে মস্তক নত করিব। নববিধান আমাদিগকে সমুদায় উপকারী

বন্ধুদিগের নিকটে প্রণত করিতেছেন। নববিধানের আজ্ঞাতে সাধুনিন্দা হইতে বিরত থাকিব। আর্য্যপুত্র এই দুই ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম উপাসককে কৃতজ্ঞতা ফুলের মালাতে হৃদয়ে জড়াইয়া দিব। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে ইহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দিন।

নববিধান।

ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১৯ পৌষ, ১৮০২।

দুই জন ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু যথাসময়ে বঙ্গদেশের অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমের পথ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের বেদবেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাতে জীবনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই দুই জনের সাহায্যে হিন্দুসমাজ হিন্দু থাকিয়া যতদূর উন্নত হইতে পারে উন্নত হইয়াছে। এই দুই জন আপন আপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানুরাগ বলে হিন্দুসমাজকে অনেক দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া অবশেষে এত দূর উচ্চ স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন যে, সে স্থানে হিন্দুসমাজ আর কেবল হিন্দুসমাজ থাকিতে পারিল না। তাঁহাদিগের দ্বারা সংস্কৃত সেই হিন্দুসমাজ তখন বিস্তীর্ণ পৃথিবীর দৃষ্টিপথে পড়িল। চীনদেশ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত দেশ ও যত জাতি আছে, সমুদায় হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল। সমুদয় জাতি আসিয়া হিন্দুস্থানের ধর্ম্মকে আপন আপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্ত্তে

এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রহ্ম এতদিন কেবল হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম ছিলেন, এখন তিনি সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন। যেখানে কেবল বেদ বেদান্তের আদর ছিল, সেখানে বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিত-বিস্তার প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র আসিল। নববিধানানুসারে যেমন বেদ বেদান্ত পবিত্র, তেমনি বাইবেল, কোরাণ, ও বৌদ্ধশাস্ত্রও পবিত্র। নববিধান পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্মকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, ইনি সমুদায় ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের সম্পত্তি আপনার অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আদিম অবস্থা হইতে পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, নব-বিধান সমুদায় হইতে সার ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হিন্দুর সঙ্কীর্ণ ঠাকুরঘর বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইল। নববিধান ইহকাল পরকাল, এবং সমস্ত স্বর্গ মর্ত্ত আলিঙ্গন করিয়াছেন। পূর্ব্বকার বেদ বেদান্তের সীমা ছিল, এখনকার বেদের সীমা নাই, এখনকার বেদ সত্য। নববিধান মতে সত্যই বেদ, সুতরাং সত্যের অন্ত নাই। পূর্ব্বে দশ অবতার ছিল, এখন অপরাপর ধর্ম্মের সমুদায় অবতারও ঐ দলে সন্নিবিষ্ট হইল। নববিধানের সকলই অসীম। ইহাতে কিছুই সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক নাই। কোন বিশেষ দেশ কিম্বা কোন বিশেষ কালে বদ্ধ নহে। যখন বেদ বাইবেল ছিল না, তখনও নববিধান ছিল এবং যখন বেদ বেদান্ত কিছুই থাকিবে না, যখন সমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে তখনও ইহা থাকিবে। পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই নববিধান। ইহা একটি বিধান, সুতরাং ইহার সঙ্গে অন্যান্য বিধানের সাদৃশ্য আছে। ইহা নূতন বিধান সুতরাং অপরাপর সমুদায় বিধান

হইতে ইহা বিভিন্ন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সমুদায় ইহার রাজ্যান্তর্গত। কোথায় ইহুদীবিধান, কোথায় বৌদ্ধবিধান, কোথায় গৌরাঙ্গবিধান, কোথায় মুসলমানবিধান, কোথায় শিখ-বিধান, সমুদায়ের সঙ্গে ইনি সম্বন্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন নাই। ইনি সমুদায় ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার নিকটে কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ বা উপেক্ষিত হইবে না। যাঁহার যে অভাব তাহা ইনি পূর্ণ করিবেন। ইহাতে সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধানকে টানিতে গেলে, জড়রাজ্য মনোরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্য-বিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইনি যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, ফকীরী, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদয় অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান, সজন, নির্জ্জন, পারিবারিক, সামাজিক, সকলপ্রকার সাধন ভজনের প্রতি অনুরাগী। ইনি ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ. সাধু অসাধু, অসভ্য, সুসভ্য সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক, প্রভৃতি ধর্ম্মবিজ্ঞানের যত গূঢ় সত্য আছে সমুদায় স্বীকার করেন। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। হে নববিধান, তুমি, অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মবিধানের চাবি, তোমার প্রসাদে অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিলাম। নববিধান সমুদায় ধর্ম্মের সার লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসা শাস্ত্রে পরি-

ণত করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদায় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগী-দিগকে এক আসনে আদর করিয়া বসাইবেন। সকলেই নববিধানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ইঁহাকে একদিন প্রণাম করিবে। নববিধান, আগে যদি আসিতে সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন ইচ্ছায় আসিতে পারিতে না। ভগবান্ তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন। যাহা হউক তোমার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইল। তোমার প্রভাবে পৃথিবীর চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। জয় নববিধানের জয়, জয় নববিধানের জয়!

মাতৃভূমি।

কমলকুটীর, সোমবার, ২০ পৌষ, ১৮০২ শক।

হে প্রেমসিন্ধু, হে গতিনাথ, তোমার নববিধানকে নমস্কার করিলাম। এখন আমরা মাতৃভূমির চরণে নমস্কার করিব এই অভিপ্রায়ে তব পাদপদ্ম সমীপে আসিয়াছি। স্বধাম, প্রিয়ধাম, মাতৃভূমি, গৃহভূমি সহজে, মাতঃ, হৃদয়ের অতি প্রিয়ধন। ভার-তের কত গৌরব, ভারতের গলায় কেমন চমৎকার সুন্দর স্বর্গীয় মালা। ভারতের মুখচন্দ্র প্রাণকে সহজে আকর্ষণ করে। ইহার সঙ্গে যখন বিধানকে সংযোগ করা হয়, তখন মধু হইতে আরও মধুর, সুধা হইতে আরও সুমিষ্ট হয়। একে ভারত, তাহাতে আবার ভারতের বিধান, দুয়ের সংযোগে অপূর্ব্ব পদার্থ প্রস্তুত! ইহাতে লোকের মন মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। হে

পরমেশ্বর, আমাদিগের ভারতকে অতিশয় ভাল দেখায়। আমাদের হিমালয়, আমাদের সিন্ধু, আমাদিগের মা গঙ্গা, জননী গোদাবরী কাবেরী নর্ম্মদা এমন নদী পর্ব্বত পাহাড় আর কোথায় আছে ? যে দেশের পর্ব্বত পাহাড় নদ নদীর নিকটে সকল দেশের পাহাড় পর্ব্বত নদ নদী হারিল সে দেশকে কোন প্রকারে ভুলিতে পার না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অত্যুচ্চ হিমালয়ের সমান কোথাও কিছু হইতে পারিল না। তিন দিকে সমুদ্র একদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী হিন্দুস্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তিন দিকে সমুদ্র আমাদিগের মাতৃভূমির সঙ্গে নিয়ত খেলা করিতেছে। আমাদিগের দেশ বড়, আমাদিগের দেশে অনেক লোক, আমাদিগের দেশ ক্ষুদ্র ভূখণ্ড নয়। এদেশকে কে ছোট বলিবে ? উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম অনেক দূর। এখানে যত বিচিত্র আচার ব্যবহার, এত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। চীনের দেশে চীনের ব্যবহার, ইংরাজের দেশে ইংরাজের ব্যবহার। মা, তোমার হিন্দুস্থানে কত জাতি, কত লোক, কত ভাষা, কত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার, কত প্রভেদ, কত অগণ্য বিচিত্রতা। জগদীশ, অন্য দেশে হয় শীত না হয় গ্রীষ্ম, এখানে পাহাড়ে উঠিলে ঠাণ্ডা, নীচে গরম ; একদিকে সমুদ্রের বাতাস, আর একদিকে মরুভূমির প্রচণ্ড বায়ু। হে জগদীশ, করিলে কি ? কত রকম মুখ, কত রকম ভাষা, কত রকম দেশাচার, তার যে সংখ্যা করা যায় না ? মা, এদেশের প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন শাস্ত্র অনেক। আমরা প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রণাম করি। হে পূর্ব্বপুরুষগণ, তোমরা ধন্য ! তোমরা ভারতের চূড়ামণি, ভারতের শিরোভূষণ, তোমরা আর্য্যকুলের শ্রেষ্ঠধন,

তোমরা প্রাচীনকালের গৌরব। প্রেমময়, সেকালে উচ্চ সাধন ছিল, সভ্যতা ছিল, গভীর ধর্ম্ম ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, গৃহধর্ম্ম, পরিবারের নিয়ম ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনকালে এদেশে সকলই ছিল, বর্ত্তমানে কেবল রোদন; পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলনে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এমন সমুদায় বিষয় আসিয়াছে যাহাতে আমাদিগের দেশে দুঃখের বৃদ্ধি হইল। হে করুণাসিন্ধু, যত সাহিত্য, যত বিদ্যা, যত মহাজন, সমুদায় আমাদিগের দেশের গৌরব। বর্ত্তমান সভ্যতার যাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহারা এ সকলের কত আদর করেন, কত ধনে ধনী আমাদিগের মাতৃভূমি। এই দেশ হইতে কত জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য অপর শত শত দেশে বিস্তারিত হইয়াছে, এদেশে কত বড় বড় যোগী মহাপুরুষ ধর্ম্মের বিক্রম দেখাইয়াছেন। যদি আমরা পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে পারি, তবে আমরা কেমন গৌরবান্বিত হই। এই হিন্দু স্থানে কত বড় বড় সাধু উদিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের কোথাও তুলনা নাই। আর্য্যমহাপুরুষগণের শরীরের শোণিত কত মহিমান্বিত। পরমেশ্বর, আমরা ছোট জাতি নই, আমাদিগের দেশ কিছু ছোট নয়। আমাদিগের জাতি ভাবিলে, দেশ ভাবিলে শরীর মন মহৎ হয়, জীবন সমৃদ্ধ হয়। এমন দেশে, এমন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেমন করিয়া দুঃখ করিব, কি করিয়া কান্দিব জানি না। দেশের কথা মনে করিলে, জাতির কথা স্মরণ করিলে ক্রন্দনের অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া যায়। ভারতের ইতিহাস বড় বড় বীরশ্রেণীকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। "ওরে ক্ষুদ্র নীচাশয়, উঠ, উঠিয়া পূর্ব্বপুরুষের গৌরব দেখিয়া গৌরব বৃদ্ধি কর। আর কতকাল কাল-নিদ্রায় থাকিবি। রে

ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হিন্দুস্থানবাসি দাঁড়া” এই শব্দ চারি হাজার বৎসরের ওদিক্ হইতে আসিতেছে। এই শব্দে আমাদিগের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। আমরা কার সন্তান? আমরা সেই প্রাচীন আর্য্যমহর্ষিগণের সন্তান। আমরা আর নিদ্রায় থাকিব না, দাঁড়াইয়া উঠিব, উঠিয়া যোগ পর্ব্বতে আরোহণ করিব। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষিগণকে নমস্কার করি। পিতাপিতামহদত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র মস্তকে গ্রহণ করি। আমাদিগের মুনি ঋষিগণ অমূল্য ধন। হে ঈশ্বর, ভারতের দুঃখ অবসান হইয়া ইহার কি পুনরায় ভাগ্যোদয় হইবে না? ভারত অসার মৃতদেহ নহে, ভারতের কত কীর্ত্তি এখনও রহিয়া গিয়াছে। কত কত সভ্য অধ্যাপকগণ ইহার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। যে ভারতের গৌরব বুঝিতে আরও আঠার শত বৎসর যাইবে, সেই ভারতের সন্তান আমরা। যে ভারতে শ্রীচৈতন্য, যে ভারতে শাক্যমুনি, যে ভারতে আর্য্য মহর্ষিগণ, সেই ভারতে আমাদের জন্ম, কত মহাপুরুষ আমাদিগের চারিদিকে বসিয়া আছেন। দেখ বন্ধু শ্রীচৈতন্য জীবের গতি করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, মহর্ষিগণ কত স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন, আজ হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে আর্য্য মহর্ষিগণের বাণী আমাদিগের নিকটে আসিতেছে, শুনিতে দাও। বেদবেদান্তের গম্ভীর ধ্বনি আমাদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হউক। শুনাও, হে আর্য্য মহর্ষিগণ, গম্ভীর বাণী শুনাও। এবার বড় হইব, দেশের খুব আদর করিব। দেশের মাটী বক্ষে স্কন্ধে মাখিব। এই সোণার মাটী ভূষণ করিয়া গলায় হাতে পরিব, এই দেশের মাটী সোণা। আমাদের ভারতের রাস্তার ধূলী সামান্য ধন নহে। ইহার ধূলা সমুদায় স্বর্ণরেণু। আমরা আমাদিগের

মাতৃভূমিকে, পিতা পিতামহের ভূমিকে, স্পর্শ করিয়া গৌরবের সহিত নাচিব। ঋষি, যোগী, বুদ্ধ সমুদায় মহাত্মাদিগকে আমাদিগের বক্ষে ধারণ করিয়া সংসারকে গভীর, নির্ম্মল ও শান্তির আলয় করিব। আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের মহত্ত্ব বুঝিয়া প্রাচীন মহত্ত্বের মুকুট পরিধান করিব। হে করুণাময়, তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি আমাদিগের সমুদায় মাতৃভূমিকে তোমার বিশেষ করুণার ভিতরে আকর্ষণ কর, যেন আমরা ইঁহাকে যথোচিত সেবা করিতে পারি, ইঁহার প্রতি আমাদিগের যে বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিতে পারি, আমরা ইঁহার নিকটে যে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি। যে ধর্ম্মধনে ইনি আমাদিগকে ঋণী করিয়াছেন, ইঁহাকে আমরা সেই ধনে ধনী করিব, সেই ধনে সুখী করিব। তুমি মা, আমাদিগের মাতৃভূমিকে তোমার বিশেষ করুণায় ভূষিত করিয়াছ, ইহাতে ভারতের কত গৌরব কত মহিমা, পৃথিবী বুঝিতে পারিল না, পৃথিবী ইঁহাকে চিনিতে পারিল না। হে ভারত, হে জননি, হে মাতৃভূমি, তোমার প্রতি কর্ত্তব্য কি বলিয়া দাও। তুমি যে ঋণে ঋণী করিয়াছ, বল কি প্রকারে তাহার পরিশোধ করিব। তোমার গ্রন্থ, তোমার জীবন, তোমার ধর্ম্মভাব, তোমার হিন্দুজাতি, কাহারও প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না। আমরা তোমার উপযুক্ত হইতে পারি, তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি এই আমাদিগের কামনা। হে মার মা, আমাদিগকে তোমার ভারতের উপযুক্ত কর। হে কল্যাণময়, তোমার শরণাগত সন্তানগণ উপযুক্ত হইয়া তাহাদিগের এই মাতৃভূমির কল্যাণবর্দ্ধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

গৃহ।

কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২১ পৌষ ১৮০২।

হে করুণাসিন্ধু, কেন তুমি আমাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে? কেন তুমি বিবাহ দিলে? কেন সন্তানাদি আসিল? মা, তোমার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি। মা, কেন ঘর বাড়ী পাইলাম? মা, ঘরখানি নাও দেখি; রাত্রিতে মাথা রাখিবাব স্থান নাই। স্ত্রী পুত্রকে উড়াইয়া দেও; কেহ কোথাও নাই। পরিবারবিহীন, গৃহবিহীন। রোগ শোক বার্দ্ধক্যে কাহার মুখের পানে তাকাই? মা লক্ষ্মী, তোমার সংসার দেখাইবে বলিয়া তুমি সংসার গঠন করিয়াছ। আকাশে সূর্য্য চন্দ্রকে যেমন নিয়মে বাঁধিলে, তেমনি পৃথিবীতে মনুষ্যকে বাঁধিলে। এ কি কম ব্যাপার? এখানে পিতা মাতার মনে স্নেহ; ভাই ভগ্নীদের মনে বিশুদ্ধ প্রেম। মা লক্ষ্মী, তোমার হাতের সংসারের ছবিখানি অত্যন্ত সুখের। এ সংসার পৃথিবীর বক্ষে কোন মতেই চিত্রিত হইতে পারে না। স্ত্রী পুত্রের বিশুদ্ধ প্রণয়, মা বাপের অকৃত্রিম স্নেহ, ক্ষুদ্র শিশুদের সরল অনুরাগ, অচলা ভক্তি! দড়ী নাই অথচ সকলে বাঁধা আছে। ঘরের মধুরতা কে সৃজন করিল? এক অদ্ভুত কারীকর এই সংসার গঠন করিল, এই পৃথিবীর শূন্য বাতাস লইয়া একটা আশ্চর্য্য বৈকুণ্ঠ সৃজন করিল। কতকগুলো ভাঙ্গা সুর একত্র করিয়া তাহার ভিতর হইতে অতি উৎকৃষ্ট পাখীর গলা বাহির করিল। কোন এক আশ্চর্য্য দৈববল এই নরকের ভিতরে দেবঘর রচনা করিল। সংসারের ছবি মানুষ আঁকিতে পারে না। কে আঁকিল ইহা-

দিগকে, কে আঁকিল সমুদায় বস্তুকে? ক্ষুদ্র শিশু নাচ্‌ছে কাঁদছে— ভালবাসার প্রতিমা। যেন পুতুল সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, যেন দেবকন্যা দেবপুত্র, যেন আকাশের শশধর। হায় রে বিধাতা, এত তোমার মনে ছিল। কোথায় সংসার জঙ্গলে কৌপীন এঁটে সন্ন্যাসী হইব, সুধামাখা বাড়ী কেন? অমৃতমাখা সংসার কেন? নাস্তিককে আস্তিক করিবার জন্য, আক্কেল দিবার জন্য। বিবাহ দিলে, বাড়ী দিলে, খেলার ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলে, বুড়কে বুড়ীকে যুবককে যুবতীকে একত্র করিলে, ইহারা নড়ে না কেন, বাড়ী ছাড়ে না কেন? লক্ষ টাকা দিলে ও সোণার অট্টালিকা দিলেও, আমরা বাড়ী ছাড়ি না। বাড়ীর প্রতি আকর্ষণ কি চমৎকার। ছোট ছোট এক এক খানি বৈকুণ্ঠ। স্ত্রী পুত্র পরিবার তাহাতে প্রেরিত। যেমন ঈশা মুসা প্রেরিত তেমনি পিতা মাতা স্ত্রী সন্তানাদি প্রেরিত। কৈ হে চিঠি? তুমি কার লোক? কার বাড়ী থেকে উপঢৌকন নিয়ে আসিলে? আমরা নববিধানের লোক, কেবল প্রেরিত চিনি। ওরে স্ত্রী পুত্র সকলে প্রেরিত। যখন জানিলাম সকলে প্রেরিত তখন সাহসী হইলাম। এই সংসারের বাড়ী কাহার নির্ম্মিত? রাজমিস্ত্রির? না, আসল রাজাধিরাজ রাজমিস্ত্রীর নির্ম্মিত। বাড়ী বড় মিষ্ট সামগ্রী। হাজার হাজার ক্রোশ দূরে থাকিয়াও, মা লক্ষ্মী, তুমি যেখানে তোমার সন্তানদের জন্য সংসার পাতিয়া দিয়াছ, সেইদিকে মন টানে। তুমি পাহাড়ে যোগেশ্বর, ভবসমুদ্রে কাণ্ডারী, ইতিহাসে বিধাতা, সংসারে মা লক্ষ্মী। মা লক্ষ্মী খাটের উপরে, রান্না ঘরে, ভাণ্ডারে। মা লক্ষ্মীর জগৎ এই সংসার। তোমাকে এখানে পূজা করি, তোমার পূজার খুব আয়োজন করি। মা লক্ষ্মী এখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

আপাততঃ লক্ষ্মীর স্বর্গ দেখিলাম। পাহাড়ে মহেশ্বরের স্বর্গ, সংসারে লক্ষ্মীর স্বর্গ, গৃহে গৃহলক্ষ্মীর স্বর্গ। মা বাপ বলিয়া ডাকিতে গিয়া ভাবুকের নিকট লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা হয়। বাড়ীর চৌকাঠের ভিতরে দেখিতে পাইব, যখন বলিব আমার মা কোথায় রহিলে। দীননাথ, উৎসবের সময় গৃহানুরাগ বৃদ্ধি কর। এই গৃহের সকল ইট ধুয়ে ধুয়ে নিতে হইবে। হে জননি, গৃহে যে সকল সুখ পাওয়া যায় সে সকল তোমার দত্ত। গৃহের প্রতি অকৃতজ্ঞ যে, সে তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ। যে দেশে এত সুখ পাইলাম, সেই দেশকে নমস্কার করি, আর যে গৃহে এত সুখ পাইলাম, সেই গৃহকে নমস্কার করি। মাতৃভূমি ভারতকে যেমন আদর করিব, তেমনি এই গৃহকে খুব আদর করিব। স্বর্গ এস, পরলোক এস। তুমি এই বাড়ীতে ঘনীভূত হইয়া থাক। এই গৃহস্থ পরিবারের সকলকে কৃতার্থ কর। এই গরিব কাঙ্গালের ঘরকে তুমি তোমার ও তোমার প্রেরিত ভক্তদিগের আরামস্থান কর। মা, তোমার চরণে এই বাড়ীকে উৎসর্গ করিয়া দি। মা লক্ষ্মী, এই বাড়ী যেন পুণ্যের কারণ হয়। এই বাড়ী যেন সংসারাসক্তি দৈত্যকে বিদায় করিয়া দেয়। এই বাড়ীর প্রত্যেক ছেলে, প্রত্যেক মেয়ে, এই বাড়ীর ভূমি ছোঁবামাত্র যেন মনে হয় স্বর্গ স্পর্শ করিলাম। করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু, আজকার দিনে যেন আপন আপন বাড়ী স্পর্শ করিয়া পবিত্র হই, মা জননি, করুণা প্রকাশ করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শিশু।

কমলকুটীর, বুধবার, ২২ পৌষ ১৮০২।

হে প্রেমময়, হে বিধাতা, যেখানে যত শিশু আছে আমাদের মস্তক সেখানে অবনত হউক। তোমার সন্নিধানে শিশুচরণে নমস্কার করি। বালকের কোমল চরণ বৃদ্ধের কঠোর হৃদয়ের পরিত্রাণপ্রদ। বৃদ্ধের বক্ষে যে কুটিল বুদ্ধির জ্বালা তাহা শিশু নির্ব্বাণ করে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি যত প্রকার রিপু আছে, মা, মনে হয় সে সমুদায় দূর করিবার জন্য শিশু পবিত্র উপায়। রিপু-সংহারের যথার্থ বিধান শিশুচরণে আছে। হে শিশু, অজ্ঞাতসারে তুমি জীবকে ত্রাণ কর। হে প্রণতবৎসল, তখন আমরা খাটি হইব, ঠিক হইব, যখন শিশুকে চিনিব। সয়তান বৃদ্ধ, মানুষ দুর্ব্বিনীত, ঐ স্ত্রীলোক খারাপ। উহার কাল গর্ভ হইতে যে শিশু জন্মিল, সে যোগতনয়, ভক্তিতনয়, বিবেকতনয়, বৈরাগ্যতনয়। তোমার বিচারে বৃদ্ধ রয়েছে শিশুর পায়ের তলায়। মা, আমাদের অহঙ্কার তাড়াইয়া দেও। আমরা যেন বালকের কাছে বালকত্ব শিখি। যাহারা অনেক বক্তৃতা করে তাহাদের কাছে শিখিতে ইচ্ছা নাই। যাহারা মুখের হাসি দ্বারা জগজ্জননীর হাসি প্রকাশ করে, তাহাদের কাছে শিখিব। শিশুর মত জগতে কি আছে? জগতে শিশুর মত এমন ভক্ত, এমন যোগী, এমন বৈরাগী কে আছে? মা, তোমার শিশুর মত সাধু যোগী ভক্ত দেখি না। ওর কাপড় পরিতে হইবে কেন? ও যে জন্মিয়াছে সন্ন্যাসী হইয়া, ও আজন্ম শুকদেব। তোমার ছোট ছেলে না পরে কাপড়, না পরে

কিছু। ওই যথার্থ পরমহংস, যথার্থ যোগী। মা, ওর বৈরাগ্য কঠোর নহে ও খেলিতেছে, অথচ কেমন প্রশান্ত, কেমন প্রফুল্ল, কেমন সদানন্দ। ও মার মুখের পানে তাকায়, এ দৃশ্যেও পরিত্রাণ। শিশু হাসে, মা হাসে। মা, এমন মনোহর দৃশ্য আর কোথায় পাইব? রিপু কি উহার দমন করিতে হইয়াছে? ক্ষুদ্র শিশু কখন রিপু জানে না, যে বৃদ্ধ যোগী সেই রিপু কি জানে। সহস্র প্রলোভনের মধ্যে শিশু ছেলে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন। কোন কামনা নাই। তার পুতুল ভাল লাগিয়াছে; স্বয়ং সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মের ভিতরে রিপুগুলিকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে একটু সিদ্ধ, আর শিশু স্বর্গ হইতে সিদ্ধ। কোথায় ইন্দ্রিয়াসক্তি, কোথায় ধনাসক্তি, গ্রাহ্য নাই। শিশু বলে কি আমরা কাম ক্রোধাদি দমন করিব? আমাদের কি কোন কামনা আছে? আয় রে শিশু, তোর মুখে জগজ্জননী চুম্বন করেন, আমার কাল মুখে তোর মুখ চুম্বন করিতে ভয় হয়। মাতাল বাপকে তুমি ফিরাইতে পার, নাস্তিক ভাইয়ের মনে তুমি আস্তিকতা এনে দাও। আর আমরা যে পাষণ্ড অবৈরাগী আমাদের উপায় তোমার চরণে। আমাদের ও আবরণ পড়িয়া যাউক, একেবারে বালক হই, সকলে পরম বৈরাগী পরমহংস হই। হে করুণাসিন্ধু, হে দীননাথ, ঐ লোভ বাড়িয়া উঠিল কেন? ঈশা বলিয়াছিলেন ইঁহাদেরই মত স্বর্গ। তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের সাদা চুল কাল হইবে। হে অধমের পিতা মাতা, কাঙ্গাল বলে আশীর্ব্বাদ কর যেন বালকের মত হই। কে কি রকমে ঠকাইতেছে ছেলে বুঝিতে পারে না মা, কপট পুরোহিতের মত যেন মতি না হয়। মা অভয়া, তুমি এই যমভয় দূর করিয়া দাও। হে মঙ্গলদায়িনী, বৃদ্ধের কুটিল ভাব ছাড়িয়া

দিয়া বালক বালিকার সরলভাব পাইয়া যেন শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি, করুণাময়ি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

ভৃত্য।

কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৩ পৌষ, ১৮০২।

হে প্রেমসিন্ধু, হে অধমতারণ, ধন্য পৃথিবীর ভৃত্যসকল, ধন্য দাস দাসীগণ। কেন না, পরম প্রভুর শুভাশীর্ব্বাদ তাহাদের মস্তকে পড়িবে। তোমার ঘরে দাস দাসী হওয়া সৌভাগ্য! মূঢ়মতি অহঙ্কারী জীব দাসত্বের গৌরব জানে না। গুরু হওয়া যায়, কিন্তু যে গরিব চাকর হইয়া সকলের পদতলে বসিয়া আছে তাহার সুখের সঙ্গে কি উহার তুলনা হয়? দাসত্ব কেনা কঠিন, সহজে প্রভু হওয়া যায়। গরিব হইতে সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়, সমুদায় অভিমান ছাড়িয়া দিয়া মাটীর মত হইতে হয়। চাকর হইতে গেলে অনেক ত্যাগ করিতে হয়, চাকর হইতে গেলে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। বাড়ীতে যারা থাকে তাদের ভালবাসি, আর যাহারা চাকরী করে তাহাদের নীচ হীন মনে করি। আমরা যেন রাজা, চাকর যেন নীচ শ্রেণীর জীব। হে সাক্ষী ঈশ্বর, আমি তবে চাকর নই? যদি সমস্ত মনুষ্য সন্তানের চাকরী না করি তবে চাকর নই। যে সেবা করে সেই চাকর। মেথরদের সঙ্গে কেন আপনাকে সমান করি না। কে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিল? এসকল তো সামাজিক ক্রিয়া। কি ধোপা, কি নাপিত, আমরা সকলে ভাই বন্ধু। ঈশ্বর, অহঙ্কারে প্রাণ জ্বলে গেল, সকল বিষয়ে আমি বড় হইলাম, বিদ্যাতে

ধর্ম্মেতে জ্ঞানেতে বড়। একবার অভিমান চূর্ণ কর, দগ্ধ কর। একবার, শ্রীহরি, যত চাকর চাকরাণী আমাদের কাছে বেতন পায় সকলের চরণতলে আমাদিগের অহঙ্কারী মস্তককে স্থাপন কর। যাহারা আমাদিগকে সেবা করে, যাহারা পয়সা পায় বলিয়া আপনাদিগকে নীচ মনে করে, তাহাদিগের নিকট প্রণত হই। প্রেমময়, দাসের দাস হই, ঘৃণা করিয়া করিয়া প্রাণটা গেল। সকলেই আমাদের চেয়ে নীচ হন। হরি, এই পৃথিবীতে থাকিয়া আপনাকে বড় মনে করিব কেন? আমিও তো চাকরী করি। দুঃখীর সেবা করিব, আমিও জগদ্বাসীদের দ্বারে দ্বারে গিয়া খাটিব। তোমার ভক্তেরাইতো দাস দাসী। হে পরম পিতা, বাড়ীর চাকর চাকরাণীর নিকটে মনে মনে বিনীত হইয়া তাহাদের সেবা করিব। যে মেথর বাড়ীতে খাটে, যে সহিষ ঘোড়াকে যত্ন করে, এদের বিপদের সহায় কাহাকেও দেখি না। গরিবের বন্ধু অল্প। আমাদের রোগ হইলে কত লোক আইসে, কিন্তু আমাদের ভৃত্যের রোগ হইলে কে আইসে? তারা যাতে শীতের বস্ত্র পায় তাদের যাতে কল্যাণ হয় সে বিষয়ে কেহ চেষ্টা করে না, দাস দাসীর গৌরব কেহ জানে না। একদিন যদি বামুন না আসে কত কষ্ট। উপকারী বন্ধুরা ছদ্মবেশে চাকর চাকরাণী নাম লইয়া উপস্থিত। কেহ যদি কাপড় না কাচে, কেহ যদি কামাইতে না আইসে, কেহ যদি রন্ধন না করে, উপাসনা করিতে আসাই মস্কিল হয়। পৃথিবীতে যদি মেথর না থাকে কত কষ্ট হয়। যদি গালে হাত দিয়া ভাবি, উজ্জ্বল চক্ষে মেথরের ভিতরে ঠাকুরকে দেখিব। যাহারা বাড়ীর ময়লা পরিষ্কার করে তাহারা সামান্য নয়। যেমন বাপ মা উপকার করে, তেমনি চাকর চাকরাণী উপকার করে। যদি এরা দুঃখ মোচন না করে তবে কত ক্লেশ।

একটি ভাই কার্য্য না করিলে ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু একটী দাসী, একটী বামনী না হইলে কত কষ্ট! বরং মা বাপ বসিয়া থাকিলে দিন চলে, চাকর চাকরাণী বসিয়া থাকিলে কখন দিন চলে না! এ সকল শুভ-বুদ্ধি নববিধানে কেন পাই না? যত ভৃত্য পৃথিবীতে আছে, স্মরণ করিয়া বার বার সমুদায় দাস দাসীর চরণে নমস্কার করি। কত তাহারা পরিশ্রম করিয়াছে, তার উপযুক্ত পুরস্কার দিই নাই। হে দীননাথ, মনিব হইয়া উচ্চ আসনে বসিয়া গরিবের বুকের ভিতরে ছুরী দিলাম। "চাকর, তোর ছেলে বাঁচিল কি মরিল আমি তা জানি না, তোর স্ত্রীকে খেতে দিলি বা না দিলি তা জানি না, তুই ষোলআনা কাজ কর। আয়, তোর বুক নিয়ে আয়, আমি এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের ছুরী মারি। তোকে যে ঘরে শুইতে দিই তাতে হিম আসে আমার ক্ষতি কি?" প্রভু! তোমার ভক্তেরা চাকরের বিষয় কি ভাবেন? গুণনিধি, কৈ তাদের বিষয়তো ভাবি না। নিজের চাকর, পরের চাকর, চাকর জাতির জন্য কি আমরা ভাবি?—"উঃ নিষ্ঠুরতার আগুন জ্বালিয়া দিলি, তুই শক্ত কথা বলে চাকরের মনে কষ্ট দিলি? তারা কি বলি-তেছে;—হায়রে, আমরা মা বাপ ছেড়ে বিদেশে পড়ে থেকে মনিবের সেবা করিলাম, আমাদের বুকে আগুন জ্বল্‌ছে। আমরা বলি দাদা দিদি, আমায় কাপড় দেও, কেহ শুনে না, হায় আমাদের কি দুঃখ? পরের সংসারে এসে তারা পায়ের তলায় পড়িয়া আছে, তাদের মনিবেরা যত্ন করে না তারা বলে। কি তাদের উপরে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিস্? তোদের ধর্ম্ম ভজন সাধন সকলই বিফল। তোরা ভৃত্যকে এমন করে অগ্রাহ্য করেছিস। তোর ভাই বোন, হায়রে ঐ মেথর মেথরাণী।" ভগবানের কাছে

চালাকী! আর যেন নীলকরের ব্যবসায় সংসারের ভিতরে না চালাই। যে চাকরকে কষ্ট দেয় সেই তো নীলকর। চাকর মাক ধার করুক, চাকর চাকরাণীর রক্ত খাই, এতে পাপ হয় না। আব আমরা একদিন না খেতে পেলে কি হয়? তারা ব্যাধিতে বিছানায় পড়ে থাকুক তাদের পায়ে হাত বুলাইব না। ব্রাহ্মেরা নিষ্ঠুর, ব্রাহ্মিকারা নিষ্ঠুর। চাকরাণীর মাথার চুলে তেল দিলে কি ক্ষতি হয়? এই উৎসবের সময়ে সমুদায় ভৃত্যদিগকে নমস্কার করি। আমরাও ভৃত্য, আমরাও সেবা করিতে আসিয়াছি। প্রভু, চাকর চাকরাণীদের প্রতি সদয় হইয়া যেন আমরা শুদ্ধ ও সুখী হই এই আশীর্ব্বাদ কর।

দীন সেবা।

কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৪ পৌষ ১৮০২।

হে প্রেমসিন্ধু, হে অনাথবন্ধু, দুঃখীদিগের সহায় তুমি, তুমি দুঃখীদিগকে রক্ষা কর। পৃথিবীতে কত রোগ, শোক, কত মনের বেদনা, জীবনে কত কষ্ট। এসকল দুঃখ দূর করিবার জন্য নানা উপায় করা হয়, তন্মধ্যে একটি উপায় উপাসনা। দৈনিক উপাসনা দ্বারা তুমি মনে দয়া কোমলতা উদ্দীপন কর। সে সকলের পবিত্র উত্তেজনাতে লোকে তোমার দুঃখী সন্তানের দুঃখ মোচন করে। আমরা কেন পরের অবস্থা ভাবিয়া বৃথা অনধিকার চর্চ্চা করিব? পরম পিতা, এইরূপ ভাবিয়া আমরা নিবৃত্ত থাকি, আমরা স্বার্থপর হইয়া থাকি। পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দয়া করিব এইজন্য প্রতিদিন

উপাসনা করি। পূজা করিতে করিতে দেখি হৃদয় দয়ার্দ্র হইল, দীন দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া হইল, তাহাদের সেবা করিবার জন্য মন প্রস্তুত হইল। তোমার শ্রীপাদপদ্ম ভাবিতে ভাবিতে আপনা আপনি মন দয়ার্দ্র হয়। প্রেমসিন্ধু, দয়া করিয়া আমাদিগের হৃদয়কে সর্ব্বদা দুঃখীর প্রতি দয়ালু কর। তোমার অনুগত সন্তানেরা দুঃখীর দুঃখ দূর করিবে। আর যদি ইহারা স্বার্থপর হইল তবে বল কি হইল? আমরা তোমাকে মা বলিয়া ডাকিলাম, অথচ তোমার ছেলে মেয়েদের দুঃখ দূর করিব না? আমরা কেবল আপনার সুখ দুঃখ লইয়া থাকিব? দীনসেবা করিব কিরূপে, তুমি শিখাইয়া দাও। চারিদিকে তোমার যত দীন সন্তান আছেন, তাহাদিগকে বার বার নমস্কার করি। যত দুঃখী দীনের চরণে পড়িয়া নমস্কার করি। মা বলিয়া যাদের রসনা তোমাকে ডাকে; রোগে শোকে কত লোক মরিতেছে, অজ্ঞান অধর্ম্মে কতলোক মরিতেছে, এসকলের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ কর। "অমুক দুঃখীকে পয়সা দিয়াছিলে আমায় দেওয়া হইয়াছে, অমুক দুঃখীকে দুপয়সা দিয়াছিলে আমি হাতে করিয়া লইয়াছি," মা, তুমি তোমার সন্তানদিগকে এই কথা বলিয়া থাক। সকলে দয়াতে আর্দ্র হইয়া সর্ব্বদা ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর করুন। হে মঙ্গলময়ি, তুমি দয়া কর। পরসেবায় যেন এই দুর্লভ মানবজন্মকে সফল করিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। হে পিতা, পৃথিবীতে তোমার কি আদর থাকিত যদি তুমি দয়াসিন্ধু না হইতে? মার গৌরব যদি দয়া হইল, তবে মার সন্তানেরা কেন নির্দ্দয় হইবে? উপাসনা-নদীর ধারে যেন আমাদের মনের কোমল ভাব সকল প্রস্ফুটিত হয়। চাকর হইয়া পৃথিবীতে আসিলাম

দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য, সে অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়, এই তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

যোগ *।

শ্রীআচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ।

হে প্রেমের আকর, হে চিন্ময় স্বরূপ, আমি কে চিনাইয়া দিবে না? যে উৎসব ভোগ করিবে সে কে? সে কেমন? হে মন, পিতার বাড়ী ছাড়িয়া বাসাতে আসিয়াছ কেন? এই ভগ্নগৃহে মাকে ছাড়িয়া বাসা করিয়া আছ কেন? ওরে আমার মন ১১ই মাঘের সময় ঘুম? উঠ, বাড়ী ছাড়িয়া আসিলে কেন? সেখানে আদর হইত না? এখানে কেন? শরীরের পচা গন্ধের ভিতরে তোর বাসা, দেবগৃহ ছাড়িয়া হাড়ি পাড়ায় বাসা করিয়া রহিলি? কার পুত্র—তোর বাপের নাম কি? ছিলি কোথায়? ধাম কোথায়? তোর ভাইদের নাম বল্। এমন লোকের পুত্র, এমন সকল সোণার চাঁদ ভাই, তুই এসেছিস্ ইন্দ্রিয়গ্রামে? কি খাচ্চিস্ সেখানে? চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্র, অন্ধকারে আসিলি কেন? ৫০।৬০ বৎসরের জন্য দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী সন্তানের মত ইন্দ্রিয়গ্রামে থাকিবি? মন, তোমার অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। এখানে সামান্য বিষয়ভোগে

---

* ভক্তিভাজন শ্রীআচার্য্যদেব প্রারম্ভিক উৎসবের শেষদিনে, (অর্থাৎ ৩০ পৌষ ১৮০২ শকে) এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮০৫ শকের ২৫ পৌষ, তাঁহার স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে ইহা এখন উক্ত দিনে পঠিত হয়।

ধীরে ধীরে ডুবলে। পৈতৃক গৌরব, পৈতৃক মহিমা স্মরণ কর। বাড়ী চল, আর বসিয়া থাকিতে দিব না। স্বদেশ থাকিতে বিদেশে; মাতৃভূমি থাকিতে পরের জায়গায়? হায়রে ভ্রান্ত যুবা, ইন্দ্রিয়গ্রামে যে আসে তার দুর্দ্দশা হয়। তোমার তনু,—ভাগবতী তনু—দেব-তনু,—পশুতনুতে কাজ কি? তোমার মার বাড়ী চল। ভাব, আত্মা, এখন কোথায় চলিলে। তোমার মার চিঠি আসিয়াছে উৎসব আসিতেছে তিনি বলিয়াছেন, আমার ছেলে এল না? চলরে আমার মন। বাপ মা ছাড়িয়া উৎসবের সময় বিদেশে থাক্‌তে আছে? জয় জয় জগদীশ বলে জাগ। ঐ তোমার ভিতর থেকে তেজ বাহির হইতেছে। তুমি হরিসন্তান, ব্রহ্মপুত্র তুমি। এই ঘরের পাখী উড়িয়া গেল। আত্মন্, চলিয়া গেলে? আর ভাল লাগিল না। মার নাম শুনেছে আর দৌড়েছে। অশরীরী আত্মা দৌড়েছে। মা, তোমার বিপথগামী সন্তানকে লয়ে যেতে এগিয়ে এসেছ? মা, তোমার সন্তান তোমার ভিতরে এক হইয়া গেল, আর দেখিতে পাই না। ব্রহ্মে ব্রহ্মপুত্রের যোগ। আয় কে দেখবি আয় মজার জিনিষ। আমার তবে পঞ্চভূত ছায়া, সে বেরিয়ে গিয়েছে, আমার প্রেতদেহ পড়িয়া আছে। আমার সোণার চিন্ময় কোথায় গেল? রাঙ্গা পাখী, আজ কোথায় উড়িয়া গেলে? পাখী আমার প্রিয় ছিলে, আমার খাঁচার দাম তোমার জন্য, আর কেহ এই খাঁচার আদর করে না। হরি বুঝি হরে নিলেন। আত্মা তাঁর কাছে চলে গেল। আর, জননি, খাঁচা কি কথা কহিবে? যে আমার কথা কহিবে, সে মানুষ তোমার ভিতরে গিয়াছে। আর প্রেতের মুখে ব্রহ্মোপাসনা কি সম্ভব? মনের মানুষ বেরিয়ে গেল। উপাসক ভাই, আমার ভাঙ্গা খাঁচার

ভিতরে ছিলে যে তুমি, তোমার কণ্ঠের স্বর আর আমরা শুনিতে পাই না, তোমায় আর বাঁধিতে পারি না। দড়া দড়ী ছিঁড়ে গিয়াছে, শিরাগুল পড়িয়া আছে। মাকে ভালবাস বলে চলে গেলে। আমাকে ছলতে এসেছিলে তুমি। সংসারের কত সুখ তোমাকে দিলাম। মাকে এত ভালবাস! তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তুমি গোপনে কি বলছ? ভগবান্‌, ও ভগবান্! পিতা পুত্রের কি কথোপকথন হয়, খাঁচা কি শুনিতে পায়? তোমার সঙ্গে উড়িতাম, যদি ক্ষ তা থাকিত। দয়াল তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া গেলে? আমাদের হাতে আর তোমার পুত্রকে রাখিবে কেন? রাখ সুখে, তব পাদপদ্মে স্থান দিও। তোমার ধনকে তুমি নেবে, খাঁচার অধিকার কি তাকে রাখে? যারে মন, যা। হে ঈশ্বরি, নাও; ভগবতি, তব পুত্রকে নিয়ে সুখে রাখ। প্রেমময়ি, তোমার ছেলেকে যোগঅন্ন ভক্তিব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইয়া একখানি বৈরাগ্যকাপড় দিও। তোমার স্তনের প্রেমানন্দরস তৃষ্ণার সময় দিও। খেলা করিতে চাহিলে তাহার বড় ভাইদের ডেকে দিও। আমার আত্মাকে আমি প্রণাম করি। আত্মা, পরমাত্মার পুত্র, আমার চেয়ে বড়। ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ, তুমি এখন প্রসন্ন ভগবানের নিকটে। তোমার গৃহাশ্রম সেখানে নির্ম্মিত হইবে।

মহাজনগণ।

ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৬ পৌষ, ১৮০২।

উৎসব নিকটবর্ত্তী। এসময়ে ঋণচিন্তা আমাদিগের কর্ত্তব্য। সামান্য শ্রেণীর ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক, ও ব্রাহ্মসমাজের

পুষ্টিসাধক মহোদয়দ্বয়ের নিকটে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণত হইবে। সামান্য ব্রাহ্ম বলেন "এই দুই জনের নিকট আমি ও দেশ উপকৃত, সুতরাং ইঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।" উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম বলিলেন "না, আমি কেবল এই দুই জনের নিকট ঋণী নহি, যদি এই সপ্তাহে আমার ও ব্রহ্মসমাজের ঋণ গণনা করা উচিত হয়, তাহা হইলে অনেক মহাজনের নিকট আমি ও আমার দেশ ঋণী।" দুই জন কেন. শতাধিক ব্যক্তির কাছে আমরা ঋণী। সর্ব্বপ্রথমে যিনি আমাদের সকলকে জীবনদান করিয়াছেন সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকটে আমরা সকলেই ঋণী। তারপর সাধু মহাত্মাদিগের নিকটে আমরা ঋণী। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত সাধু দেশে দেশে, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট ব্রাহ্মসমাজ ঋণে বদ্ধ। আপাততঃ দেখিতে গেলে গ্রীকদেশের মহামতি সক্রেটিসের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক নাই। বৃদ্ধ সক্রেটিস তুমি ভারতে না আসিয়াও ভারতে মনোবিজ্ঞানের গুরু হইয়াছ। তোমার নিকট ভারত মনোবিজ্ঞানের জন্য ঋণী। য়িহুদীদিগের প্রধান নেতা মুসা, নববিধান আগমনের পূর্ব্বে তুমি কেবল স্বজাতির নিকটে গৌরব পাইতে, এখন নববিধানের প্রভাবে তুমি ভারতবর্ষের আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র হইলে। মহর্ষি ঈশা, তুমি পৃথিবীর অনেকাংশ অধিকার করিয়াছ, কিন্তু আর্য্যজাতি কেন তোমাকে গ্রহণ করিবে? চিন্তাহীন অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মেরা বলিতেছে "বিজাতীয় মহাজনেরা আমাদের নিকট এক কড়া কড়ীও পাইবে না।" কিন্তু প্রত্যেক সরল ব্রাহ্ম উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সমুদায় বিদেশীয় মহাজনদিগের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিতেছেন।

বিদেশীয় মহাজনদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘরে আসিয়া দেখি, সমুদায় হিন্দু মহাজনেরাও আমাদিগের কাছে দাওয়া দাবী করিতেছেন। যোগপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুভক্ত নারদ, প্রজাবৎসল রাম, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং ভারতের অন্যান্য সমুদায় সাধু ও মহাত্মা আমাদিগকে রাশি রাশি সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়াছেন। আর এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে বসিয়া আছেন। হিন্দুস্থানে শাক্যসিংহের নাম বিলোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানের অস্থির ভিতরে শাক্যসিংহের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাক্যের নিকটে ব্রাহ্মেরা অশেষ ঋণে ঋণী। ওহে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ভক্তির অবতার চৈতন্য, তুমি কি ব্রাহ্মদিগকে কিছু ঋণ দিয়াছ? জ্ঞানগর্ব্বী ব্রাহ্ম বলিতেছে, জ্ঞানী সুসভ্য ব্রাহ্মেরা কেন শ্রীচৈতন্যকে মানিবে? চৈতন্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন, সুতরাং ব্রাহ্মেরা চৈতন্যকে কিরূপে ভক্তি দিবেন? হে অহঙ্কারী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, ভয়ানক ঋণের ভার কমাইবার জন্য তোমার মনে অকৃতজ্ঞতা ও নীচ ভাবকে স্থান দিও না। অনন্ত ঋণে তুমি ঋণী। সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক জীবের নিকট তুমি ঋণী। নববিধানের ব্রাহ্ম, তুমি কোন জাতির সাধু গুরুকে অনাদর করিতে পার না। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য সকলেই তোমার ভক্তিভাজন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল আপন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধুদিগকে সমাদর করে কিন্তু নববিধানের নিকট বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধুগণ আদৃত। নববিধানের লোকের ঋণ অনেক। এই ঋণনদী যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কতদূর গিয়াছে, কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। এই ঋণনদী সমস্ত আসিয়া, ইয়োরোপ,

আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদায় ভূখণ্ডে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীর সমুদায় জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, সাধুদিগের ঋণজাল আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। হে ভ্রান্ত অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, তুমি কি এ কথার বিচার করিয়া দেখিলে না, যে তোমার ধর্ম্ম-জীবনের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে পৃথিবীর সাধু মহাজনদিগের ঋণ রহিয়াছে। তুমি কি এ কথা ভাবিয়া দেখিলে না যে কাহার নিকটে তুমি ব্রহ্মস্তবস্তুতি, ব্রহ্মারাধনা শিখিলে, কাহার নিকট তুমি যোগধ্যান শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সাধুসেবা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সংসারে বৈরাগ্যসাধন শিখিলে। তুমি যে আপনার রাজ্যমধ্যে বিবেককে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি কাহার নিকটে শিখিলে? তোমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিতেছে—আমার গুরু অমুক অমুক। মিসরদেশ, আরবদেশ, চীনদেশ, পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলিতেছে বাঙ্গালীর মাথার মুকুটে যত রত্ন আছে সমুদায় আমাদের হইতে। অস্বীকৃত হওয়া পাপ, ঋণ অস্বীকার করা ও অসত্য বলা পাপ। ভারত যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে কত ধার করিয়াছেন তাহা গণনা করা যায় না। ইংরাজ রাজা ভারতকে কত ঋণ দিয়াছেন। রাজসম্পর্কে সাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে ভারত ইংলণ্ডের নিকট কত ঋণে ঋণী। ভারত, তুমি কি ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ এবং কবিদিগকে অস্বীকার করিতে পার? বিলাতের বিজ্ঞান কবিত্ব ভারতকে কত উন্নত করিয়াছেন; কত লোকের কাছে ভারত ঋণ করিয়াছেন তাঁহা-দের সংখ্যা করা যায় না। পৃথিবীর মহাজনদিগের চরণ ধারণ করিয়া বল,—"দাও বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নির্ব্বাণ নিশান দাও; মহর্ষি ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার

ইচ্ছাপালনের নিশান দাও; মহম্মদ, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ঈশ্বরের নিশান দাও, শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি আমাদিগকে প্রেমোন্মত্ততার নিশান দাও।" অদ্যকার দিন মহাজন স্মরণের দিন। আজ সাধু মহাজনদিগের নামে এই মন্দিরের প্রাচীর সকল সুশোভিত হউক। তাঁহাদিগের সাধু জীবনের শোণিত এই মন্দিরের উপাসকদিগের শোণিতে প্রবেশ করুক। আমরা কেবল হিন্দুস্থানে বসিয়া আছি তাহা নহে, বিশ্বেশ্বরের সমুদায় বিশ্বমধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। হৃদয়, আজ পৃথিবীর সমুদায় সাধুদিগকে প্রণাম কর, তাঁহারা সকলে আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

জনহিতৈষী।

কমলকুটীর, সোমবার, ২৭ পৌষ ১৮০২।

হে দীনশরণ, হে মঙ্গলদাতা, পৃথিবীর হিতৈষী সাধুদিগের কাছে নমস্কার করিতে অনুমতি দাও, ক্ষমতা দাও। আমরা স্বার্থপর জীব। আপনার ও পরিবারের কিসে ভাল হয়, তাহাই দেখি, আর একটু একটু ইচ্ছা হইলে জগতে ধর্ম্ম প্রচার করি, এই আমাদের অবস্থা। যাঁহারা পরদুঃখ মোচন জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন সমর্পণ করেন, তাঁহারা আজ জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভের ন্যায় আমাদের নিকটে দণ্ডায়মান হউন, আমরা তাঁহাদের চরণে প্রণাম করি। তাঁহারা অন্যের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্য আপনাদের সুখ ছাড়িলেন। সেই সকল মহানুভবদিগকে আমরা প্রণাম করি। গরিবের দুঃখ যে দূর করে সে কি সাধারণ পুরুষ?

জনহিতৈষী মহাজনেরা তোমার কাছে পরোপকার করিতে শিখিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে গত কল্য নমস্কার করিয়াছি। আজ যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া পৃথিবীর সুখ বৃদ্ধি করিলেন, সেই সকল উদারস্বভাব প্রেমিক মহাত্মারা আমাদিগের রক্তের ভিতরে প্রবেশ করুন, তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ে দয়া ঢালিয়া দিন। আপনার জন্য জীবন ধারণ করে ছাগল, কুকুর। আপনার ছেলের মুখে অন্ন দেয় সকলেই। তাঁহারা আপনার জন্য পৃথিবীতে রহিলেন না। সেই হাওয়ার্ডশ্রেণীর লোকেরা পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। আমরা স্বার্থপর জীব, বড় নীচ, কেবল আপনার পরিবার লইয়া ব্যস্ত, প্রাণ কিছুতেই পরদুঃখে দয়ার্দ্র হয় না। সাধকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তাঁহাদিগের হৃদয় পরদুঃখে দুঃখী হয়। তাঁহারাই এই উৎসবের অধিকারী যাঁহারা অন্যের জন্য প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছেন। সে মানুষ অত্যন্ত নীচ, পোকার মত, যে কেবল আপনার পরিবারের জন্য ভাবে। আমরা রাত্রি জাগরণ করিয়া লোকের দুঃখ শোক কমাইব। মন যার ছোট হয় সে অন্যের সেবায় নিযুক্ত হইতে চায় না। তোমরা সেই উচ্চ শ্রেণীর সন্তান। বড় বড় পরহিতৈষিণী নারীগণ পরদুঃখ দেখিয়া কাঁদিতেন। একটু সুখ আপনি সম্ভোগ করেন নাই। ঈশ্বরপরায়ণ সাধকদিগের মনে যদি স্বার্থপরতা থাকে তবে তাঁহারা এ বিধানের উপযুক্ত নহেন। মন প্রশস্ত হউক। আমরা পৃথিবীর জন্য আসিয়াছি। কেবল দেশহিতৈষী হইব না, মনুষ্যকুলহিতৈষী হইব। হে ঈশ্বর দয়া কর। কতকগুলি ভগ্নী প্রস্তুত কর যাঁহারা দয়ার ভগ্নী হইবেন। করুণাময়ি, কেবল দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার জন্যই কোথায় ক্ষুদ্র মানুষের কি হইল

তোমার ঈশা দেখিতেন। তুমি যে সকলের চেয়ে বড়, তুমি সর্ব্বপ্রকারে জনহিতৈষী। কোন্ মানুষ পাপের জ্বালায় অস্থির, কে খেতে পায় না, তুমি সংবাদ লইতেছ। যত জনহিতৈষী তাঁহাদের কাছে যেন ভক্তিভাবে বসিয়া দয়া শিক্ষা করি। যাঁহারা দুঃখীর দুঃখ দূর করেন তাঁহারা আমাদের নমস্কার গ্রহণ করুন। চীন দেশ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত যত পুরুষ যত স্ত্রীলোক ধন সুখ, বাড়ী, ঘর দিয়া পরের দুঃখ দূর করেন, তাঁহারা আসিয়া আজ আমাদিগকে উৎসবের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিন। তোমার নাম কাঙ্গালবন্ধু, আমাদের বুকের উপর তোমার পা রাখিয়া স্বার্থপরতা চূর্ণ কর। প্রচারকেরা যেন বলেন না—অন্যের দুঃখ দূর করা আমাদের কর্ম্ম নহে। এই যে পাঁচ জন খেতে পেলে না তার জন্য চক্ষে জল পড়িবে না কেন? যদি প্রাণের ভিতর দয়ার মিষ্টতা না থাকে যোগ বিফল। নিশ্চয় তোমরা সাধকেরা উপহাসাস্পদ হইবে, যদি গরিবের জন্য প্রাণ না কাঁদে। কাঙ্গালবন্ধু তোমাদের মা, তাহা কি জান না? পরদুঃখ শুনিবামাত্র তাহা দূর করিতে যত্ন করিবে, দুঃখ দেখিয়া যেন তৎপ্রতি উপেক্ষা না থাকে। তোমাদের দীনবন্ধু প্রজাহিতৈষী নাম আপনাদের মধ্যে মহিমান্বিত হউক। এস এস, যত সাধু এস, তোমাদিগকে দেখিয়া যেন আমরা উপেক্ষা না করি। দয়াময়ি মা, দয়া আমাদের প্রাণদাত্রী, দয়া আমাদের মুক্তিদাত্রী। যেখানে প্রেম দেখিব, যেখানে স্বার্থনাশ দেখিব, সেখানে প্রণাম করিব. মা, দুঃখীর বন্ধু, তুমি দয়া করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। হে দীনবন্ধু, যথার্থ কাঙ্গালশরণ তুমি। কাঙ্গাল তোমাকে বশীভূত করিয়াছে। আমাকে কাঙ্গাল বশীভূত করিতে পারে না। হরি হে, তোমার

সন্তান কি আর নাই? আমার মন কেন কাঠের মত কঠিন রহিল? আমরা যোগ সাধন করি, প্রচার করি, কিন্তু আমাদের প্রাণ কাঁদিল না। দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক, নানা প্রকার দুঃখ দেখিয়া আমরা আকুল হইলাম না। আমরা দুঃখী কাঙ্গালদের কাছে ঋণী হই নাই, এমন যমের কথা তোমার পুত্রের মুখ হইতে কেন বাহির হয়। ব্রাহ্মের কাছে দয়ার অভিযোগ। মা, পরের দুঃখ দূর করিব, পর্ব্বতসমান দুঃখ। কিন্তু মা, তুমি কার্য্য বিচার কর না, তুমি আর্দ্র ভাব দেখ। মা, তুমি জনহিতৈষীর প্রাণের অস্থিরতা দেখ। কটা স্কুল করিল তাহা দেখিতেছ না, কিন্তু প্রাণের দয়ার্দ্রভাব দেখিতেছ। মা তুমি স্বার্থপরকে বলিতেছ, "তোর দয়া মায়া তোর ছেলেরা একচেটে করে রেখেছে, পরের জন্য তুই প্রাণ দিস্ নাই। অতএব সাধন ভজন করে মনুষ্যনামের উপযুক্ত হয়ে আয়।" মা, যে তোমার উপাসক হইবে সে জনহিতৈষী হইবে। এই জন্যই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনা হয়। বিধবার চক্ষের জল যে মুছাইয়া দেয়, অনাথ শিশুকে যে স্নেহ করে, সেই ধার্ম্মিক। মা, ধার্ম্মিক হইবে অথচ মন স্বার্থপর থাকিবে ইহা ঠিক নয়। দয়া নাই, সহানুভূতি নাই, পরদুঃখে কাতরতা নাই। ইহাতো ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে। উৎসবের সময় ধারাল অস্ত্র দিয়া স্বার্থপরতা কাটি। বালকের দুঃখ, স্ত্রীলোকের দুঃখ, বৃদ্ধের দুঃখ, সকলের দুঃখ দূর করিব। জনহিতৈষীদিগের দয়া আসিয়া আমাদিগের প্রাণে সঞ্চারিত হউক। পরের হিতাকাঙ্ক্ষারূপ সুধা আমাদের কঠোর প্রাণে ঢালিয়া দাও। দুঃখীদের সেবা করি, জনহিতৈষী, বিশ্বহিতৈষী হই, সকলকে ভাই ভগ্নী জানিয়া ভালবাসি ও সেবা করি। মা, যে কয়টি লোকের সেবা করিতে পারি

তাহাদিগের সেবায় নিযুক্ত কর। হে জননি, হে কল্যাণদায়িনী তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন পরসেবা করিতে করিতে তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারি।

উপকারিগণ।

কমলকুটীর, মঙ্গলবার ২৮ পৌষ, ১৮০২।

হে বন্ধু হরি, হে পিতা ব্রহ্ম, অদ্য কৃতজ্ঞতার দিন। প্রধান ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা বিধানবিরোধী। কৃতজ্ঞ ভক্ত তোমার প্রেমে প্রেমিক। হে প্রেমময়, যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নাই তাহাকে কি মানুষ বলে? পুরাতন দানের প্রতি, সর্ব্বক্ষণ হইতেছে যে দান তাহার প্রতি, মন এরূপ উদাসীন হয় যে কালক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা পরস্পরের কাছে বিবিধরূপে উপকৃত। আমাদের রক্ত বন্ধুদিগের পরিশ্রম ভিন্ন থাকে না। যদি বন্ধুরা অনুগ্রহ করিয়া পয়সা না দেন তাহা হইলে সাধকদের বিপদ হয়, নিমতলার ঘাটে বাস হয়; অন্নাভাবে জীবন নাশ হয়। সেই অন্ন দেয় যে, প্রাণের বন্ধু সে। রোজ রোজ তাঁহার অন্ন খাই। লবণ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই লবণের পয়সাটী হয়তো চট্টগ্রাম অথবা কাশ্মীর হইতে আসিল। কে দিল, কে জানে? কোন সাধুর সহধর্ম্মিণী হয়তো ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া সেই পয়সাটী দিল। রক্তের রক্ত এই লবণ। দেখ, জননি, শুনিতে ভাল, জননীকে ছাড়িয়া কে দিচ্ছে ভাবিব কেন? অন্নদাতাকে প্রচারক স্মরণ করে না। ডালের ভিতর যে গয়ার বন্ধু বসিয়া আছেন, আর ভাতের ভিতর যে অযোধ্যাবাসী বসিয়া আছেন, ভাবি না। না

দিত যদি অন্ন আজই যমালয় দর্শন করিতে যাইতে হইত। বহুমূল্য ঐ দান, কিন্তু রোজ রোজ হয় বলিয়া আমরা মূল্য বুঝি না। এ সকল তোমার চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়। পেলাম যে দিন সে দিন বিনয়ী হইলাম না। স্ত্রী খেতে পান নাই, ছেলের কাপড় নাই, ৩৬৫ দিনের মধ্যে এক দিনের এরূপ কষ্টে অকৃতজ্ঞ হই, আর ৩৬৪ দিন যে দয়া করিলেন তাহা বিস্মৃত হই। যদি ১০ বৎসরের মধ্যে আমাকে কেহ কিছু দিয়া থাকেন, চিরস্মরণীয়। আমার বন্ধু কয়দিন আমাকে খাওয়াইয়াছেন আমি তাহার হিসাব নেব, আর যে খাওয়াইলেন না সে হিসাব তুমি নেবে। আমাকে খাওয়াবে কেন? যদি একদিন না খেলাম, তা বলিয়া যে ১৭ দিন খেয়েছি তাহা ভুলিব? আমাকে খাওয়াইয়া তার আহ্লাদ? সে আপনার স্ত্রী ছেলেদের খাওয়াবে, আমাকে কেন ৪০০০ ক্রোশ থেকে পয়সা পাঠাইবে? আমি বেগুন পুড়িয়ে খেতে ভালবাসি, লাহোর থেকে বেগুন তুলে পাঠাইয়াছে। দেরে লিখে রেখে যাই, নিগুর্ণে বেগুন পড়েছে; অধম সন্তানের উদরে পড়েছে। যা কিছু সামান্য দান হইতে রক্ত হয়। তবে যদি কেহ পেলেন না বলে বিরক্ত হন তাঁহার ছোট মন। রোজ রোজ পাচ্ছে বলে ইহারা অধিকার সাব্যস্ত করে। যাঁহারা চাল ডাল দিলেন তাঁরা আমার বাপ মা। কেহ যদি আলু পোড়া দেন, তাঁহারা বাপ মা। মা, ভাল জিনিষটি ঘরে কেন? মা তুমি লক্ষ্মী, দাঁড়াও, তুমি লক্ষ্মী দ্বারা প্রেরিত হইয়াছ তুমি মা। এই যে দয়ার্দ্রহৃদয় আমাদের প্রাণের বন্ধুগণ যাঁহারা প্রচারের জন্য টাকা দেন, মাসিক দান দেন, অদ্যকার দিন সেই উপকারী বন্ধুদিগের পদতলে শত শত নমস্কার। আবার যে ডাক্তার চিকিৎসা করেন তাঁহার পায়ের

নীচে বসিয়া থাকা উচিত। দেখ প্রেমময়, আমরা যদি প্রচারক না হইতাম ডাক্তারকে টাকা দিতে হইত; ঔষধের মূল্য কত লাগিত। কেন চিকিৎসক আমাদিগকে দেখিতে আসিবেন? মরে যাব, আমাদের শেয়াল কুকুরে খাবে, গরিব কাঙ্গাল কত মরে যাচ্ছে। লক্ষ্মীপ্রেরিত চিকিৎসক। প্রচারক যে সে অনাথ। লক্ষ্মী ডাক্তারকে পাঠাইলেন। তাঁর চরিত্র যাই হউক, তিনি ঔষধ নিয়ে আসিলেন, তাঁহার সংস্পর্শে স্বর্গের দূতের সংস্পর্শ। মা, তুমিই রোগের সময় ডাক্তারকে পাঠাইলে। এক রাত্রের মধ্যে ব্যারাম আরাম হইয়া গেল। মা তোমায় কৃতজ্ঞতা দিব, আর ঐ লোকটাকে কেন উপেক্ষা করি? তারপর আবার রোগের সময় ঐ লোকটার আসিতে একটু দেরি হইয়াছে, ওর উপর গরম হইয়া বসিয়া আছি। ঈশ্বর, তুমি দয়া করে একটি লোককে প্রেরণ করিলে, প্রাণটা ১৪ শত বার নমস্কার করুক। ব্যারামের সময় কে কাছে বসেছিলেন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। ঈশ্বরের প্রচারক, ইহাদের বাড়ী তৈয়ার তুমিই করিয়া দেও। লক্ষ্মীর সংসার লক্ষ্মী করিয়া দেন, মানুষ কি বুঝিবে! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অনেক দিন প্রচারকদিগের ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছেন সকলে তাঁর দোষ দেখে গুণ আলোচনা করে না। ইহা ছোট মনের ভাব। অন্যেরা বিচার করে আমি তাতে নাই। আমি কেবল নমস্কার করিব। খাওয়ায় যে তাহাকে নমস্কার, কাপড় দেয় যে তাহাকে নমস্কার। কি হে ফুল দিচ্ছ? নমস্কার। উপকার করে পরে নয় মরিলে, এক সময়তো উপকার করিলে। সেই ডাক্তার কৃষ্ণধন ওলাউঠার সময় কত খাটিল—সে মন হইতে যায় না। উপকারী বন্ধু জীবন দিয়া জীবন কিনে রাখলে। সে কি

উপকার করে নাই? একদিন রাত জেগে উপকার করেছে। এর ভিতরে যেন কেহ অকৃতজ্ঞ না থাকে। যাদের কাছে উপদেশ পেলে তাঁদের নয় অগ্রাহ্য করিলে, কিন্তু যারা টাকা দিয়ে খাওয়াইল তাহাদিগকে কেন অগ্রাহ্য করিবে? তাঁহাদিগকে যেন বাপ মা মনে করি। একদিন হাসিতে হাসিতে একজন বাড়ীতে এসে একটি ফল দিয়ে গিয়াছিল। কৃতজ্ঞতার সহিত তাকে ভাবিব। যাঁহারা পয়সা কাপড় দিয়ে উপকার করেন তাঁহারা কৃতজ্ঞতাভাজন। লক্ষ্মী, এই যে তুমি একে দিয়ে পয়সা, ওকে দিয়ে কাপড় দিচ্ছ, এ তোমার লীলা খেলা। মা, দয়ালু বন্ধু যাঁহারা, ধন জ্ঞান, পরমার্থ, উপদেশ দিয়া উপকার করিয়াছেন, মা লক্ষ্মী, তোমার সেই প্রেরিত উপকারী দূতদিগকে সম্মান করিব। কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার লোকগুলিকে নমস্কার করি। মা, দুঃখীর বন্ধুদিগকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর। যাঁহাদের নাম প্রচারের দানের খাতায় আছে তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদি সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। দুঃখী যদি দুই হাত তুলিয়া বলে, ভগবান সুখী করুন, কেউ কি দুঃখীর কৃতজ্ঞতা নেবে না? মা, চাকরী করিতে হইল না, ফাঁকি দিয়া ভাত খাই, চোর ডাকাতের চেয়েও এ যে ফাঁকির ব্যাপার। ওরে দুষ্ট অলস মন, তুই তিসির কারবার করিলি না, তুই বিষয়ীদের সঙ্গে দেখাই করিস্‌নে। এই কটা লোক ফাঁকি দিয়ে খায়। পয়সা দিলে না, দোকান থেকে কাপড় এল, স্ত্রী পুত্রকে দিলে। ঔষধ আনিল সিকি পয়সাও দিল না। কৃতজ্ঞ লোক মরে না। তোমার এই যে তিন টি লোক কান্তি, মহেন্দ্র, রাম, প্রচারকদের উপকার করেন— এঁদের শান্তি দাও। ধন্য তাহারা যাহারা অন্য লোকের দুঃখ দূর করে। আমায় এক মুট ভাত যারা দেয় তারা কি সামান্য। ওরে

বন্ধুগণ, লবণ খাইয়েছিস্ তোরা। মা, বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া যাহাতে তোমার বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। সকলের প্রাণ কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হউক।

বিরোধিগণ।

কমলকুটীর, বুধবার, ২৯ পৌষ ১৮০২।

হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়ার অনন্ত প্রস্রবণ, হরিভক্তেরা অদ্য ক্ষমার ব্রত পালন করিবার জন্য তব সন্নিধানে উপস্থিত। কঠিন ধর্ম্ম ক্ষমার ধর্ম্ম। অঙ্গীকার করি যদি তোমার ক্ষমাগুণ তবে এই হয়, যে মা ক্ষমা করে না, সে মা পরিত্রাণ করিতে পারে না। যে মা শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে না, সে শত্রুকে উদ্ধার করিবে কিরূপে? দেবতা যদি ক্ষমা না করেন ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। তুমি যদি ক্ষমাশীল না হইতে, ভয়ানক দণ্ডদানে আমাদের হৃদয় চূর্ণ করিতে। হে প্রেমস্বরূপ, তোমার বক্ষে যে ক্ষমাগুণ তাহা অন্তরিত করিয়া রাখ দেখি এখনি আমরা মরিব। এই পাপীমণ্ডলী আমরা আছি তোমার ক্ষমাগুণে। তোমার জ্ঞান থাকে থাকুক, সাধুর প্রতি প্রেম থাকে থাকুক, ক্ষমা যদি ব্রহ্মহৃদয় হইতে বাহির হয় পাপীরা মরিবে. এক খেই সূত ক্ষমার উপরে পাপীদিগের জীবন। তোমার পুণ্য ও শক্তিতে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি তাহা নহে, তোমার ক্ষমাগুণে বাঁচিয়া আছি। তোমার ক্ষমার চরণ সেবা করি। ঈশ্বর, তবে আমরা আমাদের দ্বারে যে শত সহস্র শত্রু আছে তাহাদিগকে কেন ক্ষমা করিব না? ধনহানি, স্বাস্থ্যহানি, মানহানি, এ সকল উত্তেজনায় মন গরম হয়। আমরা বিচারকের

আসন গ্রহণ করি, তখন ভুলিয়া যাই পাপীর গতি নাই ক্ষমা বিহনে। ভাইকে দিলাম না সেই ভালবাসা ক্ষমা, যাহা মা বাপের কাছে চাহিতেছি? হে ঈশ্বর, আমরা যে প্রতিদিন তোমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিতেছি, দয়া কর, তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইতে দাও। আমরা তোমার কাছে যাই, যেন ছোট পাপের জন্য ক্ষমা চাই, ভাই বন্ধুদের পাপকে বড় মনে করি। পিতা, ক্ষমা যদি আমাদের মধ্যে বিরাজ করিত এই পাড়া শান্তি-নিকেতন হইত। দোষির প্রতি উত্ত্যক্ত হইয়া দণ্ড দিতাম না। এখন রাগের রাজ্য আসিয়াছে। পয়সা পেলাম না বলিয়া রাগ, বন্ধুদিগের প্রতি, দেশের প্রতি জগতের প্রতি রাগ; অনুরাগ কোথাও রহিল না। কত সুখী তাঁরা যাঁরা দিন রাত্রি ক্ষমা করেন। মানুষের জঘন্য চালাকীর কথা শুনিতে শুনিতে মন অবসন্ন হয়। আমার বন্ধুরা বলেন ক্ষমা করা উচিত নহে, দণ্ড দেওয়া উচিত। যেখানকার শাস্ত্র অক্ষমা, সেখানে নববিধান নাই। যখন তুমি নববিধান প্রেরণ কর, তখন তুমি বলিলে সকল সম্প্রদায়কে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিও। তোমার এই ক্ষমা নববিধানরূপ ময়ূর পাখীর সুন্দর পুচ্ছ। যারা ক্ষমা করে না তাহারা ধর্ম্ম-কাক। সুন্দর ময়ূর পাখী সেখানে বসিবে কেন? আমরা মুখে বলিলেই তো নববিধানের লোক হইব না। শত্রু আমাদের ঢের হইয়াছে। সকলে যদি খোঁচা মারেন, আর তোমাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না। শত্রু-গুলিকে দেখিলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে। পৃথিবী থেকে শত্রু নিপাত হয় এই ইচ্ছা। এই অপরাধ কোন সমুদ্রের জলে ধৌত হইতে পারে? যদি শত্রু না থাকিত, আমাদের দোষের কথা বলিত কে? আমরা সুখ্যাতির বাতাসে স্ফীত হইতাম। যাতে তোমার নববিধান

জয়ী না হয় এজন্য বিরোধীরা কত চেষ্টা করিতেছে। শত্রুতাতে তোমার উপরে নির্ভর বাড়িতেছে, এই কয়েক বৎসরে তোমার নববিধানের নিশান ফড়্ ফড়্ করিয়া উড়িয়াছে। বিধাতা, কে জানে তোমার বিধি। মানুষ বিচার করিয়া বলিয়া কি করিবে, শত্রুদল এত প্রবল হওয়া উচিত নহে। যদি তোমার ইচ্ছাতে শিক্ষা দিবার জন্য শত্রুদল উঠে, তবে সেই শত্রুকে শিক্ষক করিয়া দাও। যখন শত্রুদল ঢাল তরবার লইয়া ঝক্‌মক্ করে, তখন তোমার শ্রীচরণকে জড়াইয়া ধরিয়া কত সুখ পাই কে জানে। যখন বন্ধুদের সান্ত্বনা নির্ব্বাণ হইয়াছে, যখন ভয়ে গা কাঁপিতেছে, সে সময়ে দীনবন্ধু, দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিলে কত সুখ হয়। সুমতি দাও, এই আক্রান্ত জীবকে এই আশীর্ব্বাদ কর, ক্ষমা দ্বারা শত্রুতা জয় করিয়া শত্রুবক্ষেও বিধানের নিশান নিখাত করি। রেগে মারিলে সুখ কি? আমরা আচ্ছা করিয়া শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছি, একথা কাপুরুষতা। তাহারা আমার পরিবারের কিসে অসুখ হয় এই চিন্তা করিতেছে, আহা, ঠাকুর জল ঢাল। আমার উপর রেগে কষ্ট পাচ্ছে কেন? বৈরনির্য্যাতন করিবার জন্য তাহার রাত্রে ঘুম হয় না। আমার মত এক মানুষকে অপদস্থ করিবার জন্য এত কষ্ট! আহা এতক্ষণ হরিনাম করিলে কত সুখ হইত, চিন্তামণির চিন্তা করিয়া কত সুখী হইত! আকাশে নিক্ষেপ করিলে কি তীর বেঁধে। বাতাসকে গুলি দিয়া মারিবে? চিন্ময় আত্মাকে কি মানুষ বধ করিতে পারে? জ্বরে মরে যায় দেখিলে দুঃখ হয়, কিন্তু তোমার উপরে রাগ করে যদি উপাসনা না করে, যদি কেহ বৈরনির্য্যাতন করিবার জন্য রেগে মরে যায়, তবে তার জন্য কেন দুঃখ হইবে না? মা, নববিধানের লোক শত্রুনির্য্যাতন করে না। মরিবার পথে যাবে

যে, তারজন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে হইবে। মা, শরীর কুণ্ঠিত হয় এই কথা শুনে। দশ হাজার লোকের কুবুদ্ধির উপরে আঘাত পড়িতেছে বলিয়া তারা রণক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আত্মা শরীরকে বুঝাইল, শরীর, এ শত্রুরাও আমার ভাই। এক ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িব, কি অস্ত্র জান? প্রেম, এক ফোটা জল, ঢেউতে টেনে নেবে। এরা ক্ষমাশীল দয়াশীল হউক, এরা জীবের পরিত্রাণের জন্য কাঁদুক। শত্রুদিগকে তোমার পথে আন। এই সময়ে যদি আমরা অমুক অমুককে স্মরণ করি, তারা যদি তোমার শ্রীচরণতলে ফিরে আসে! মা, আসিবে না তারা তোমার কাছে? হাজার বৎসর পরেও আসিবে না? তোমার প্রত্যেক সন্তান আসিবে। এখন আমাদের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতেছে শিক্ষা দিবার জন্য। হে ঈশ্বর, তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় করিয়া দেও। ভক্তের পক্ষে কোন ঘটনা অনিষ্টকর হইতে পারে না। প্রহ্লাদ মরিবে না স্থির হইয়াছে, তবে আর যেন গালাগালি না দি। আমাদের হৃদয় প্রশান্ত কর। নববিধানের লোক স্বর্গীয় দূতের মত। ভাই, উপাসনা করিলে হইবে কি, রাগ ছাড়। নববিধানের প্রথম ওঁকার ক্ষমা। আমাদের উপাসনা কেন সুমিষ্ট হয় না? এক উপাসনা নিয়েও ঠাট্টা করিবে? হে হরি, ভাবিতে গেলে মনুষ্যহৃদয় বলে, আর শত্রুতার ভার সহ্য করিতে পারি না। মা, তুমি যদি ক্ষমা না করিতে, আজ আসিতে না। পৃথিবীতে যত শত্রুতা অপমান, তোমার মস্তকে। আমাদের জননী, আমাদের শ্রীমতী লক্ষ্মী, এমন সুন্দরী লাবণ্যময়ী, এমন কোমল দুগ্ধপূর্ণ স্তনের উপরে কামানের গোলা মারিয়াছে! মা জননীর মুখের হাসি কমিল না। মাতো কখন রাগিলেন না। একদল সুরাপায়ী নাস্তিক বলিতেছে, আবার

মা তুই এসেছিস্? আবার বৈরাগ্য নিরামিষ ভোজন শিখাচ্চিস? কিন্তু মার তাতে কি হইল? শত্রু বর্ষণ করিতেছে বাণ, হাস দেখি। মার মত হাস দেখি। লক্ষ লক্ষ লোক না হয় অপমান করিল। মা, বলে দেও, শিখাইয়া দেও, বৈরনির্য্যাতনের ভিতরেও কেমন করিয়া "মঙ্গল হউক' "মঙ্গল হউক" বলা যায়। তোমার সাধু পুত্র বিমল হৃদয়ে শত্রুদিগকে ক্ষমা করিয়া চলিয়া গেলেন। ওরে বুকের ধন মহর্ষি ঈশা, তোর মাথায় যে কাঁটা দিল! যে কাঠে তোকে মারবে সেই কাঠ তোকে দিয়ে বহন করাইল। ওরে সেই দুরন্ত-গুলো তোর কোমল বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিল। তোর বাপকে সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলে, সে ঐ অসুরগুলোকে শাস্তি দিতে পারে না: ও যে বলে গেল "আমার বাপের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে এসেছি।" কেমন বাপ সে যে ছেলের দুঃখ দূর করে না। ঈশা ধন পরম ধন যদি চত, কাঁটার মুকুট ফেলে দিয়ে সোণার মুকুট পরে আমাদের বাড়ীতে আসিত। হায়রে ঈশা তোর প্রাণ থেকে একটা অভি-সম্পাত বাহির হইল না, তুই ক্ষমা করে চলে গেলি। কোলে করে নেরে ঈশা, তোর রক্ত মেখে দে, ক্ষমা শিখি। আমরা শত্রুতার বিনিময়ে শত্রুতা দিব? ঈশার মা, মায়ে পোয়ে ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাইলে; নববিধানের লোক বিধানবিরোধীদিগকে ক্ষমা করে না। মা তুমি ছেলেকে নিয়ে মেঘের উপরে বসে আছ। ১৮০০ বৎসরের ঈশা ক্ষমা শিখাইতেছেন। মা, আমাদের মুখ কাল হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা নাই। খুব প্রাণ দিয়ে যাই, তাহা হইলে শত্রুতাকে পরাস্ত করিতে পারিব। ও শত্রু, তুই চল্‌না মার কাছে? ভাই শত্রুদল দাঁড়াও, তোমাদিগকে নমস্কার করি। সমস্ত শত্রু ভাই, সারে সারে এদেশে ওদেশে দাঁড়াও। বন্ধুদিগকে প্রণাম

করিয়াছি আজ শত্রুদিগকে প্রণাম করি। কেন না তোমাদের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডপতি আছেন। তোমরা না এলে কি নববিধান আসিত? লড়াই হইতেছিল, এমন সময় আকাশ থেকে মাকে লইয়া নববিধানরথ আসিল। শত্রুদের দ্বারা কত উপকার? জয় বৈরনির্য্যাতনের জয়! জয় গালাগালি দ্বারা সংবাদপত্র পূর্ণ করার জয়! কেন না তদ্দ্বারা নববিধান আসিল। মা, রাগ ছেড়ে ভেড়ার মত বিনীত হয়ে যেন শত্রুদের কল্যাণ সাধন করি, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

* *, * * * * * * জান আমরা উপাসনার সময় পরামর্শ করিয়াছি, ক্ষমার দ্বারা তোমাদিগকে পরাস্ত করিব। মা, আমাদিগকে আগুনে পোড়ায়ে খাটি সোণা করিয়া দিবেন। মার আজ্ঞা তোমাদিগকে ক্ষমা করিব। মা বিলাতে Miss Collet Voisey, বিরোধী আছেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রাণও তোমার কাছে আসে এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। জয় দয়াময়ের জয় বলিতে বলিতে সকল শত্রুতা পরাজয় করিব।

জাগরণ।

কমলকুটীর, নিশীথ সময়। ২৯ পৌষ ১৮০২ শক।

গুরু কাছে বস, প্রশ্ন করি উত্তর দাও, জ্ঞানদানে পরিত্রাণ কর। হে প্রেমসিন্ধু, আবার তোমাকে ডাকি, এই গম্ভীর সময়ে উপাসনাস্থানে তোমার নববিধানের লোকদিগের মধ্যে তোমাকে ডাকি, দয়া কর। আমাদিগের মধ্যে তোমার নববিধানের প্রত্যাদেশ স্তম্ভ স্থাপন কর।

অঘোর, অমৃত, গৌরগোবিন্দ, তিনজন সমক্ষে বস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর, তিন ভাই একমন, একহৃদয় হও, দেবদেব মহাদেবের প্রতি দৃষ্টি কর; ছয় চক্ষু এক চক্ষু, তিন হৃদয় এক হৃদয় কর, তিন বুদ্ধিকে এক বুদ্ধি কর। আর কোন চিন্তা করিও না। নির্ব্বাণে সমুদায় আগুন নিবাইয়া দিয়া এক লক্ষ্যের প্রতি তিন জনের দৃষ্টি স্থির রাখ।

এই তিনজন ব্যতীত আর আর যত লোক ঘরে আছেন, "সদ্‌গুরু এই ঘরে এস" "সদ্‌গুরু এই ঘরে এস" "সদ্‌গুরু এই ঘরে এস" বারংবার এই কথা বলুন। হে সদ্‌গুরু, দয়া করিয়া এই ঘরে এস; ঈশার গুরু, মুশার গুরু, শ্রীচৈতন্যের গুরু এই ঘরে এস। আকাশের ঈশ্বর, এই ঘরে নিঃশব্দে এস। এই তিনজনের বুকে এস, তিন শিষ্যের প্রাণকে এক কর। তোমার এই তিন জনের হৃদয়কে এক কর। মহাদেব এই কয়জনের রক্তের ভিতর যাও। তিনজন নাই, একজন। সদ্‌গুরুতে তিনে তিনের মিলন। সদ্‌গুরুর বুদ্ধি তিনের বুদ্ধি। সদ্‌গুরুতে তিন এক। এক সমুদ্রে তিন নদী মিলিত, এক শব্দ তিনজন শুনিতেছেন। এখন প্রশ্ন করি, তিনে এক। এখন তিন ব্রহ্মশিষ্য এক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। সদ্‌গুরুর নিকট সেই উত্তর প্রার্থনা কর। আজ না হয় পরে উত্তর দিও। আজ সদ্‌গুরুর কাছে জানিয়া লও। স্থির, শান্ত, অভেদ। আমি এখানে আছি, আমার সঙ্গে তিনের মিলন। এক হই চারি জন। চারিজন একাকার হই। জিজ্ঞাসা কর। উপযুক্ত হইলে? আবার স্মরণ করাইয়া দি, শান্ত স্থির হইয়া একদিকে দৃষ্টি কর।

(১) যে দুঃখ বৈরাগ্য আমাদের মধ্যে আছে তদপেক্ষা

আরও দুঃখ বৈরাগ্য বাড়িবে? সদ্‌গুরু, আরও বৈরাগ্য আরও কষ্ট সাধন আরও গরিবানা না হইলে চলিবে না? ঠিক বল। তোমার সমক্ষে তিনজন শিষ্য এক হইয়া বসিয়াছেন।

এক কাণে শুনিলাম, এক বুদ্ধিতে ধরিলাম, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, এক সিদ্ধান্ত করিলাম।

(২) সদ্‌গুরু, কি উপায়ে তোমার নববিধানের ভক্তদিগের মধ্যে চিরদিনের অনৈক্য নিবারণ হয়, সাম্প্রদায়িক ভাব নষ্ট হয়, এক হৃদয় কিসে হয়? স্বর্গীয় গুরু তুমি বল, এই প্রণালী, এই জীবের ভিতর দিয়া বলিতে হইবে। তিন জীবে এক জীব, শুন। শুনেছ কাণ? ব্রহ্মের অভিপ্রায় বুঝেছ? এত ভক্ত এক হইবে, সম্প্রদায় আর থাকিবে না। স্থির হও, খুব স্থৈর্য্য ধারণ কর। এবার বল মা, সদ্‌গুরু বল।

(৩) কিসে তুমি নববিধানের আশ্রয়ে আনিতে পার তাহার রহস্য বল। সকলের প্রাণকে বিমোহিত করিতে পার, হে প্রণালী, তুমি বল। সঙ্কেত জিজ্ঞাসা কর মাকে। এই প্রত্যাদেশের ঘর। ভিতরে ভিতরে সুবুদ্ধি দিয়ে বল সদ্‌গুরু, উত্তর দানে কৃতার্থ কর! হইল বিচার নিষ্পত্তি, প্রশ্নের উত্তর আসিল!

(৪) স্থির হও, শান্ত হও, সদগুরুর পানে তাকাও জিজ্ঞাসা কর, প্রধান উপায় কি কি করিলে আগামী বর্ষে নববিধানকে মহিমান্বিত করিতে পার, যাহা করিলে নববিধান জয়ী হইতে পারেন, লোকে নববিধানকে শ্রদ্ধা করিবে। গুরুবাণীর প্রতি কর্ণপাত কর।

গুরু, এই সকল সাঙ্কেতিক কথা পূর্ণ করিবার জন্য বল। ব্রহ্মপদে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থান গ্রহণ কর।

ত্রৈলোক্য এবং দীন সমক্ষে বস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর।

মা সরস্বতি, অবতীর্ণা হও, বীণা ধারণ করিয়া তোমার প্রিয় কমলকুটীরের পবিত্র উপাসনাস্থানে এস। এই দুই জনের প্রাণ এক কর, হৃদয় এক কর, আকার দুই, ভাব এক। সরস্বতী এক, বাহন ছিল দুই, এক হইল। মা, সঙ্গীত বিদ্যাধারিণি, তব প্রত্যাদেশের আকাঙ্ক্ষা করি। ভারতের অসুর মরিবে সঙ্গীতে, স্বর্গপ্রেরিত সঙ্গীতে। সরস্বতি, সদুপদেশপ্রদায়িনি, সঙ্গীতের সুস্বরপ্রদায়িনি, সুধাসাগর আনন্দলহরীতে এই দুই এক হইল। সরস্বতি, তোমার উত্তর দিতে হইবে। এই দরবার সঙ্গীতে যদি সম্বন্ধদল না হয়, সঙ্গীতের উৎসাহে যদি মত্ত না হয়, তাহা হইলে কি সঙ্গীতের দ্বারা জনসমাজের পরিত্রাণ হয়? একখানি প্রকাণ্ড সঙ্গীত যদি না হয়, তবে কি এত বড় ভারত উদ্ধার হইতে পারে? দলেতে যে সঙ্গীত জমাট হয়, তদ্দ্বারা কি নববিধানের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে? ত্বরা করিয়া বল, হে সরস্বতি। মা, কি রকম করিয়া চলিলে সঙ্গীত প্রচারক—সুস্বরে পক্ষী—নির্লিপ্ত সংসারী হইবে, কি রকম জীবন হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার মুখ হইতে স্বর্গের কবিত্ব বাহির হইতে পারে। আদর্শ জীবনের কথা বলিয়া দাও। দৃষ্টান্ত শুদ্ধ বলিয়া দিলে। এমন কোন সুর আছে কি না যাহা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যা শুনিলে নববিধানের দল ক্ষেপিতে পারে? সমস্ত দল শুদ্ধ ক্ষেপিতে পারে কি না? রামপ্রসাদের রামপ্রসাদী সুর, নববিধানের কি সুর? ক্ষেপাইবার সুর, ক্ষেপাইবার মন্ত্র, উন্মাদিনী শক্তি। যেমন শুনিবে ঘরের বউ, রাস্তার লোক, আফিসের কর্ম্মচারী, ক্ষেপিবে। বর্ত্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কি? প্রণালীর ভিতর এই উত্তর দাও। আছে কি না বল? এতেও কি নূতন সুর, নূতন সুরা আছে কি না, বল।

আমাদের সকলের জীবন গদ্য না পদ্যপ্রধান হইবে? নববিধান—পদ্য কবিত্বের সময়; না গদ্য? তোমরা পরস্পরের হস্তত্যাগ কর। ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থান গ্রহণ কর।

তোমরা মনে করিও না, উপস্থিত বন্ধুগণ, সরস্বতী এখানে নাই। এই গম্ভীর সময়ে সরস্বতী প্রত্যাদেশ দেন। শান্ত হও, নববিধানের রহস্য সকল শুন। ধন্য সে যে একবারও সরস্বতীমুখে কথা শুনিতে পায়। প্রত্যাদেশের গুরু এবার সকলকে কিছু কিছু দিয়া কৃতার্থ করুন।

হে আনন্দময়ী জননি, কি সুখে আছি আমরা ঘরে গেলেই এ সকল শব্দ শুনা যায়। এ কাণে নহে ভিতরের কাণে। আনন্দময়ি, যাই টুং টুং করে শব্দ হল, সুখের খবর পেলাম। বৈকুণ্ঠ থেকে খবর এল। বাইবেল কোরাণ পড়িতে হয় না। মা, তুমি হাস না, হাসি পাঠাইয়া দিলে আমরা হাসিব বলিয়া। হাসাইলে হাসিলাম। আনন্দময়ি, প্রত্যাদেশের ব্যাপার দেখাও। মা বাগ্দেবী কথা কহিতেছেন, শুনে মুগ্ধ হই। হে প্রেমময়ি, হে মোক্ষদায়িনি, আমরা যেন তারের ঘরে বসে তোমার কথা শুনি, হৃদয় মনকে শুদ্ধ করিতে পারি, দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনন্তর নিম্নলিখিত প্রণালীতে উদ্বোধন হইয়া উপসনা আরম্ভ হয়—

পৃথিবীর কোলাহল কোথায় গেল. মানব যাহা বহু চেষ্টায় পারে না, দয়াময় ঈশ্বর অন্ধকার রজনীকে আনিয়া সহজে তাহা করিলেন, সমুদায় প্রকৃতি নিস্তব্ধ হইল। নিদ্রা বলিয়া তিনি একটী অবস্থা আনিয়া দিলেন। এত গোল করিয়াছিল যে পৃথিবী

নিদ্রাদেবী যাই স্পর্শ করিলেন, সব তেরি মেরি চলে গেল। এখন মনে হয় যেন পৃথিবী নাই। কেন ঈশ্বর এ সকল করিলেন? তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ডাকিবে, প্রেমসিন্ধু তাই এরূপ করিলেন। সমুদায় স্থির করিয়া দিয়া বলিলেন, সাধক এখন আমার পূজা কর। প্রেমস্বরূপ কোথায়? রাজর্ষি, মহর্ষি কোথায়? এই রজনীতে চুপ করে বসে আছেন? এ সময়ে মানুষ সহজে আপনার স্রষ্টাকে দেখিতে পায়। ঠাকুর, এই অন্ধকারের ভিতরে যে তুমি চুপ করিয়া বসে আছ? ইসারা করে বলিলে, সব যোগীরা জাগচ্ছেন চেঁচাস্ নে। ভয়ানক যোগ ধ্যান আত্মবিসর্জ্জন! সমস্ত সৃষ্টি যেন বল্ছে, চুপ চুপ, যোগ ভঙ্গ হবে। মহাযোগ হইতেছে। পৃথিবীর লোক ঘুমাইল, যোগীরা জেগে উঠিলেন। আমরাও যোগ সাধন করি। আমরা কি এই রাত্রে প্রকাণ্ড যোগে যোগ দিতে পারিব? আমাদের যত টুকু ক্ষমতা, ঈশ্বরের ভরসায় যোগ ধ্যান। যোগীদের ভাব আমাদিগকে অধিকার করুক। এই সময় মন একবার অনন্ত কালসমুদ্রে ভাস। এই কালসমুদ্রের তীরে যত যোগী মুনি বসে গিয়াছেন। আমরা যেন একান্ত মনে দীনদয়ালের পূজা করিয়া জন্ম সফল করিতে পারি।

যথা নিয়মে আরাধনা ধ্যান ধারণান্তে নিম্নলিখিত প্রার্থনা হইয়া সঙ্কীর্ত্তনান্তে উপাসনা পরিসমাপ্ত হয়—

হে প্রেমময়, সমক্ষে নূতন উৎসব, পশ্চাতে পুরাতন জীবন। নব উদ্যমের সহিত যেন উৎসবে যোগ দি। মহারাজাধিরাজ, তুমি আমাদিগেকে অনুতাপ করিতে দেও। নববিধান আমাদিগের জীবন, এই আমাদিগের জীবনের কর্ম্ম। বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে, আমরা কয় জন তাহার দূত। ঠাকুর,

কেবল নববিধান কিসে পূর্ণ হইবে ইহাই আমাদের জীবনের কার্য্য। হে পরম পিতা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের পুরাতন জীবন কাড়িয়া লও। যাও পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ জীবন যাও। হে নূতন মানুষ, তুমি অণ্ড ভেদ করিয়া এস। তোমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পথের কড়ি নববিধান। এই জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটী প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির হইবে। একেবারে নবীন। এইদিকে ছেলেমীর চূড়ান্ত ঐ দিকে বুড়োমির চূড়ান্ত। ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি এবার কি না দিলে? তাহাতেও তৃপ্তি হয় না। খুব ক্ষমা দীনতা বৈরাগ্য শিখিতে হইবে। পুরাতন মানুষ মরিয়া গিয়া আমাদের প্রত্যাদেশের নূতন মানুষ বাহির হইবে। যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়া যাইবে। হে বিধাতঃ এই মানুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আরতি।

ব্রহ্মমন্দির ১লা মাঘ, ১৮০২ শক।

শঙ্খঘণ্টাধ্বনিসহকারে আরতি আরম্ভ হইল, আরতির বাদ্য বাজিল। স্বর্গ এবং পৃথিবী যোগ দিল। যোগী ঋষি সকলে নববিধানাশ্রিত ভক্তদিগের সঙ্গে যোগ দিলেন। গম্ভীর আরতির বাদ্য নির্জীবকে উৎসাহী ও প্রফুল্ল করে। সেই উজ্জ্বল দেদীপ্যমান মূর্ত্তি দর্শন কর, ব্রহ্মের বিরাট-মূর্ত্তি দর্শন কর।

হে ঈশ্বর, আমরা তোমার নিয়োজিত ভৃত্য। আমরা তোমার স্বত সাধুদিগকে প্রণাম করিয়া তোমার আরতি করি। ব্রহ্ম,

আমরা তোমার আরতি করি। পুণ্যের প্রদীপ প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ, নিরাকার বিবেক প্রদীপ আমাদের হস্তে। এই পঞ্চ প্রদীপ লইয়া তোমার মুখের কাছে ঘুরাইতেছি। জয় ব্রহ্ম, জয় হৃদয়ের ঈশ্বর বলি, আর তোমার মুখের চারিদিকে দীপ ঘুরাই। প্রচ্ছন্ন ব্রহ্ম আরও উজ্জ্বল হইতেছে. ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখা দেও। আকাশ জোড়া তোমার রূপ। সাধকের প্রদীপ দেখ। সামান্য জীবের কাছে বৃহৎ তুমি, ক্ষুদ্রের কাছে বড় তুমি। গগন-থালে সূর্য্য চন্দ্র দীপস্বরূপ হইয়া তোমার আরতি করে। আজ ব্রহ্মমন্দির ছোট হইল। প্রকাণ্ড আকাশ তোমার সিংহাসন। প্রকাণ্ড মহাদেব, ক্ষুদ্র নর নারী তোমার আরতি করে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র পাপীরা তোমার আরতি করিতে আসিয়াছে। বিভু, আরও সমুজ্জ্বলিত হও, আরও সমুজ্জ্বলিত হও, শত সহস্র প্রদীপ হাতে করি। সমাগত নর নারী তোমার মুখ দর্শন করিবে। ঐ আকাশ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার দর্শন করি, বিরাটরূপে। জয় মহিমান্বিত বিশ্বপতির জয়, জয় ভূমা মহান্ পরাৎপর ঈশ্বরের জয়। সমস্ত আকাশ ব্রহ্মমূর্ত্তিতে পূর্ণ হইল; সেই ব্রহ্মতেজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। আমরা সহস্র সুর একত্র মিলাইয়া তোমার আরতি করি। আমরা ঐ মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইব। অচল, হব না চঞ্চল? জ্যোতির্ম্ময়, হইব না অন্ধকার, পবিত্র, হইব না অশুদ্ধ, মহান্ হইব না ক্ষুদ্র। মহান্ তুমি, ঠাকুর তুমি, অত্যন্ত সুন্দর তুমি। আমাদের প্রেম-প্রদীপ, ভক্তিপ্রদীপ বলিয়া দিল তুমি লাবণ্যময়ী সুন্দরী সর্ব্বারাধ্যা দেবী। আমাদের প্রদীপ উত্তর হইতে দক্ষিণে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে নৃত্য করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। ভক্তহাতে প্রদীপ

নাচে, তোমার মুখ আরও উজ্জ্বল হইল। ব্রাহ্মেরা কেন এতদিন তোমার আরতি করে নাই। না, আবার আলোকটি ধরি। দেখি তোমার স্নেহ-নয়ন কেমন? আলোক, দেখাও ত মার রূপ। মার মুখ দেখাইয়া দেও। এই যে আমার জননীর মুখ। মার মুখ। মার মুখ সন্তানের কাছে প্রকাশ কর মা, ইচ্ছা হয় মার স্তনের দুগ্ধ খাই। মা পঞ্চ প্রদীপের কি মহিমা। আজ তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া কেহ আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চান না। বঙ্গদেশ, ভারত, পৃথিবী, আজ জগজ্জননীর আরতি কর। আজ তোমার স্নেহগুণে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মারতি প্রবর্ত্তিত হউক। ভক্ত-হৃদয়বিলাসিনীর আনন্দ মুখদর্শনে কৃতার্থ হইলাম, সুখী হইলাম। মা, তোমার যত যোগী, যত ভক্ত, মা তোমার যত ধর্ম্ম যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদয় স্মরণ করি; নববিধানের জয় ঘোষণা করি। প্রাচীনকাল হইতে যত অমূল্য তত্ত্বকথা সোণার থালে সাজাইয়া লইয়া নববিধান অবতীর্ণ। উৎসবক্ষেত্রে আগত যাত্রী-দিগকে পুণ্য শান্তি বিতরণ করিতে জননী কর্ত্তৃক নববিধান প্রেরিত হইয়াছেন। আজ আমরা আরতির বাদ্য সহকারে উৎসবের দ্বার খুলিলাম। রাজা সম্রাটদিগের মুকুট পদতলে রাখিয়া সেই নিশান আজ আমরা উড়াইলাম। তোমার প্রেরিত নববিধান নিশান হস্তে ধারণ করি। এখন ভক্তের বিনীত প্রার্থনা, ভীরুতা অপ-বিত্রতা অসরলতা দূর কর। মা, তোমার পবিত্র দর্শন বিধান কর। দ্বার খুলিল ঝনাৎ করিয়া, দেব দেবী দেখা দিলেন। সকল লোকের সঙ্গে সকল ভাই ভগ্নীর সঙ্গে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে এক হইলাম। গুণ-নিধি তোমার সেবকের বক্ষে দাঁড়াও। যদি ইচ্ছা হয়, মা, যোগী ফকীর কর। এবারকার উৎসবে স্বর্ণকলস পূর্ণ করিয়া কি

আনিয়াছ জানি না। এই তোমার সমক্ষে নববিধান-নিশান নিখাত হইল। নিশ্চয়ই নববিধান, অক্ষয় অমর দশদিগ্বিজয়ী হইবে। আমরা মা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। আমাদের সেনাপতি ব্রহ্মাণ্ডপতি। এস, ব্রহ্মমূর্ত্তি একবার কোল দেও। আজ সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ হই। ব্রহ্মমূর্ত্তি, যেমন আছ গগনে, তেমন আছ নয়নে। মা, বন্ধু, তোমায় ছাড়িব না। মা কোল দেও, আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হউক। তোমার শ্রীপাদপদ্ম বুকের উপর ধরিয়া, কলঙ্কিত নর পরব্রহ্মকে কি বলিতেছে। পাপীর বন্ধু যথার্থই তুমি বন্ধু হইলে। আর কেন কাঁদিব। বেদের ব্রহ্ম—পবন যাঁহার আরতি করে, প্রকাণ্ড সূর্য্য যাঁহার দীপ—সেই প্রভুকে আমরা ধরিয়াছি। তোমায় ছাড়িব না। একবার যদি দীন, ধন পায় তবে কি ছাড়ে? আজ তোমাকে বক্ষে বাঁধিব, সেই বিষয় আলোচনা করিব। তুমি এই পাপ হৃদয়কে গ্রহণ কর। লোকে দেখিল কি না, কেন তা ভাবিব? তবে তোমার বাড়ী হ'ল? আমার কুটীরে তুমি থাক্‌বে? হলেই বা তুমি ঋষিদের দুর্লভ রত্ন। বাজাও, হে ভাই বন্ধু, একবার কাঁশর ঘণ্টা [কাঁশর-ঘণ্টাধ্বনি]। হে স্নেহময়ী, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উৎসবের প্রচুর ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হই, দেশশুদ্ধ লোক মেতে যাই। মা জগজ্জননি, মা পতিতোদ্ধারিণী, মা, আমার মা, আমার ভাই বন্ধু সকলের মা, দুঃখিনী ভারতমাতার মা, পৃথিবীর মা, পাপীর মা, আমার মত পাপাসক্ত অহঙ্কারী লোকের মা, মা আরও কাছে এস। আর মা ছাড়া হইয়া কাঁদিব না, স্তন ধরে ঝুল্‌ছে তোমার এই সন্তান। এবার লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে, ভক্তিসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। আমার সুখী মা

আমাকে সুখী করিবেন। অতুলৈশ্বর্য্যধারিণী মা, হে কল্যাণ-দায়িনী মা, উৎসবের প্রারম্ভে আশীর্ব্বাদ কর। শুন মা, আদর করে শুন, জগজ্জনে তোমায় মা বলে ডাকে, মা উত্তর দাও। যদি উত্তর না দেও, তবে আমাদের চলে না। আমরা কথা কয়ে বাঁচি। আমি তোমায় মা বলে ডাকি, ছুত করে মা বলে ডাকি। উৎসব খোলা হইল, মা, একবার মুখভরে আনন্দমনে তোমায় মা বলে ডাকি ; আশা ভক্তির সহিত বার বার তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।

শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ।

পায়রা উড়ান।

মল্লিকের ঘাট, ৩রা মাঘ ১৮০২ শক।

এদেশের বড় মানুষ ও নবাবদের মধ্যে আমোদ প্রমোদ করিবার অনেক উপায় আছে। পায়রা উড়ান তার মধ্যে একটা। লক্ষ্ণৌ সহরে কত নবাব পায়রা পুষিয়া আমোদ করেন। সময়ে সময়ে নূতন নূতন কৌতুক আমোদে বাবুদের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। বড় মানুষেরা সময় যাহাতে সুখে খাটে সেজন্য কপোতদলকে আকাশে উড়াইবার চেষ্টা করেন। কলিকাতায়ও বড় মানুষেরা পায়রা উড়ান। পায়রা উড়ান একটা অসার সামান্য ব্যাপার হইলেও ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে। পায়রা দলবদ্ধ হইয়া উড়ে কেন ? আমার মনে হয়, এই উপস্থিত ভদ্রলোকগুলি পায়রার খাঁচা। চিন্ময় জীবাত্মা পাখী, এক খাঁচার ভিতর থাকে, পাখী স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহে থাকে না। সে যখন প্রথমে ভাল

ছোট খাঁচার মধ্যে সতেজ হইল তখন উড়িল। ভাই বন্ধু এখনো কি সবল হইয়াছ? জীবাত্মা পক্ষী, বিবেক বৈরাগ্য তার দুইটি পক্ষ। পাখী ঐ দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িয়া যায়। পাখী তুমি কি এখনও স্ত্রী পুত্রে বদ্ধ থাকিবে? আমরা আর্য্যসন্তান আমাদের শরীরে আর্য্যরক্ত এখনও বিদ্যমান। এই শরীর কাট, দেখিবে সেই রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। যোগী ঋষিদিগের আত্মা পক্ষী উড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমাদের পাখী উড়ে না। তাঁহারা যোগমন্ত্রে সব উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সেই মাটীতেই আছি। আমরা যদি বলি, ওরে বাড়ী ছোট হ, ছোট হয় না, ওরে সোণা তুই ধূলি হইয়া যা, সে ধূলি হয় না, ওরে পাখী শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়া যা, মায়াবন্ধন ছেঁড়ে না, পাখী উড়ে না। তবে কি আকাশের বিহঙ্গ উড়িবে না? আমি বলি ইহার একটি উপায় আছে। খুব উচ্চ স্থানে যাও দেখিবে পৃথিবীর বস্তু সব ছোট হইয়া গিয়াছে। তখন ৭০ বৎসরের বৃদ্ধকে শিশু মনে হয়, প্রকাণ্ড বৃক্ষকে তৃণের মত বোধ হয়। উচ্চ স্থানে স্ত্রী পুত্র কোথায় পড়ে আছে, সব পায়েব তলায়। তখন কোথায় আমি আর কোথায় ঘর বাড়ী। আমি এত বড় হইয়া যাই যে পৃথিবীকে সরাখানা দেখি; আর লোকগুলি যেন কীট পতঙ্গ। অত্যুন্নত পায়রা জীবাত্মা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এত বড় বড় উপাধি পান, এত ধন উপার্জ্জন করেন, কিন্তু একটী পায়রার সঙ্গে তুলনা কর দেখি? সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, সে খাবারও ভাবনা ভাবে না, ঘর বাড়ীরও চিন্তা করে না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী এমন আর কে আছে? পায়রা আপনার আনন্দে বিচরণ করে, সুখে বিহার করে। সেইরূপ মানুষ যখন উড়িতে থাকে, উড়িতে উড়িতে সে

কতদূর যায়, পৃথিবীর লোকে আর তাহাকে দেখিতে পায় না, চিদাকাশের এমন উচ্চস্থানে উঠে যে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। পায়রা কি একা উড়ে? বিধাতার কৌশল অতি অপূর্ব্ব। সাদা কাল লাল নানাবিধ রঙ্গের পায়রা উড়িতে উড়িতে আকাশে উঠে। যখন সূর্য্যের আলোক সমস্ত পায়রার গায়ে পড়ে, তখন তদুপরি স্বর্ণরশ্মির বিস্তার হয়। কি চমৎকার শোভাই দেখা যায়। মানুষ পক্ষী! তুমি বিবেক বৈরাগ্যের পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়, অগ্রসর হও, উর্দ্ধে উঠ। যোগসাধন পায়রাকে কেউ কখন শিখাইনি, পায়রার গুরু স্বয়ং ঈশ্বর। যখন তাহারা হেলিতে দুলিতে ঢেউ খেলিতে খেলিতে তরঙ্গের মত আকাশের পানে উড়িতে থাকে তখনকার দৃশ্য মনোহর। যদি দুইটা পায়রা দল ছাড়া হয় তাহারা আবার আসিয়া দলে মিশিয়া যায়। কি আশ্চর্য্য ঐক্য? পাখী যখন পৃথিবীতে থাকে, তখন এটা তেঁতুল গাছের পাখী, সেটা বট গাছের পাখী, এই এইরূপ ভেদাভেদ থাকে। পৃথিবীতেই জাতিভেদ, কিন্তু আকাশে এক। পৃথিবীতে থাকিলেই অমুকের পায়রা, কলিকাতার পায়রা, কোন্নগরের পায়রা, ফরাসডাঙ্গার পায়রা গণনা করা যায়। আকাশে ভেদাভেদ নাই, সব একাকার। গ্রামে থাকিতে গেলেই দাগ দিবে। তুমি বাঙ্গালী কাল, তুমি কাফ্রি আরও কাল, তুমি ইংরেজ শাদা। কিন্তু আকাশে এক। চিদাকাশে আত্মা পায়রা উড়িল, জ্ঞানসূর্য্যের আলোক পক্ষীর পক্ষের উপর পড়িল, সত্যসূর্য্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ করিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গসকল উড়িতেছে। হিংসা নিন্দা নীচে, চিন্তা দুর্ভাবনা পৃথিবীতে; কাম ক্রোধ স্বার্থপরতা মাটীতে বাস করিলেই হয়; আকাশে এসব কিছুই নাই।

অতএব পায়রা হও দেখি, যোগবলে আকাশে উড় দেখি? আমাদের যোগিগণ পাখী হইতেন, ধ্যান সমাধিতে চিদাকাশে উড়িয়া যাইতেন। আমার মন পাখীও উড়িয়া গেল, ঐ পায়রার দল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পায়রা ত আকাশের, আকাশ তার বাড়ী, আকাশ তার ঘর, ভূমানন্দসাগর তার পানীয় জল। দেবত্ব এসেছে মনের ভিতর, জ্ঞানবল ভক্তিবল পুণ্যবল প্রেমবল সকলই পাইতেছি। আরও উপরে উঠি, আরও আনন্দ শান্তি লাভ করি, চিদানন্দ আকাশে বিহার করা যাউক। পৃথিবীতে কেবল গণ্ডগোল। ধার্ম্মিকগুলো ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ করে, হিন্দু মুসলমানের বক্ষে অস্ত্র চালায়, আর মুসলমান হিন্দুর মস্তক কাটে। শাক্ত বৈষ্ণবকে ঘৃণা করে, বৈষ্ণব শাক্তকে দেখিতে পারে না। ছেলের দেবতা এক, আর বুড়োর দেবতা কি আর এক? পৃথিবীতে মারামারি ভিন্নতা, আকাশে সব এক জাতি। আমরা যে মূলে এক জাতি, সকলে যে এক আর্য্যসন্তান। ইহা সত্য কিনা দেখ, ডাক্তার ডাক, পরীক্ষা করিয়া দেখ। জলস্রোতের বেগ বরং থামান যায়, কিন্তু আর্য্যরক্ত থামান যায় না। অতএব আমার মধ্যে তোমার মধ্যে সেই আর্য্যরক্ত। তোমার সঙ্গে আমার এক প্রাণ। তবে কি আমরা তোমাকে মারিব? এস আমরা সকলে শাখা, মূলে এক হইয়া যাই! দেখ বিষয় ধন লইয়া কেবল দলাদলি, আমাদের ও সব এখানেই পড়ে থাক্। আত্মা তো ঈশ্বরের দাস। সে তো এসব ভোগ করে না। চন্দ্র, তুমি এসেছ? ঐ তুমি আমার প্রেমচন্দ্রের প্রতিনিধি, এক বৎসর পরে আবার এসেছ? জ্ঞানসূর্য্য এবার পায়রাকে উড়াবেন বিধাতার এই ইচ্ছা। আমার নববিধানের পায়রা উড়ে কোথায় গেল,

সুখের পায়রা আনন্দরস পান করিয়া কোথায় ভুলিয়া রহিল আর ফিরিল না। পৃথিবীর পায়রা আমার গুরু হইয়া আকাশে উড়িতে শিক্ষা দিল, উহাকে আমি গুরু পাইয়াছি। "রামকে চিড়িয়া, রামকে ক্ষেৎ, খা লে চিড়িয়া ভব্‌ভর্ পেট্" রামের চিড়িয়া রামের ক্ষেত সে সর্ব্বত্র গিয়া পেট ভরিয়া খায়, তার ভয় ভাবনা কি? মানুষ পাখী আফিসে যায় টাকার ভাবনা ভাবিয়া অস্থির। কিন্তু ইহারা কেমন বৈরাগী, ইহারা স্বাভাবিক বৈরাগ্যে বৈরাগী হইয়াছে। আমরা খাবার জন্য ভেবে ভেবে সারা হই, ভাবনাতে জ্বর আর পীলে ভাবনাতে ডাক্তারের বিল, ভাবনাতে টাকা আসে কৈ, কেবল ভাবনার ফল প্রকাণ্ড জ্বর আর পীলে। নির্ভাবনা পায়রা উড়ে যায় ও সুখে গান করে। আত্মা পাখী আসেন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী হইয়া। আত্মা আকাশে চলে যায়, আকাশের পাখী আকাশে উড়িয়া যায়। আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। অপবিত্র দৃষ্টিতে দেখে দেখে দুই চক্ষু মলিন হইল। এখন যোগানন্দে বিমলানন্দে প্রাণ মোহিত না হইলে আমার আর সুখ কোথায়? বৈরাগ্যের শিক্ষাদাতা পাখী, তুমি আমায় বৈরাগ্য শিক্ষা দেও—বৈরাগ্যের শিক্ষাদাতা পাখী, তুমি আমায় বৈরাগ্য শিক্ষা দেও, গুরু পাখী, বাড়ী তোমার আকাশে, গম্য স্থান তোমার চিদানন্দ। দুটি চক্ষু বন্ধ করে আকাশে উড়। আরও তুমি আমায় তোমার সুমিষ্ট কথা বল। চিদানন্দের পাখী, তুমি আর এখানে কেন? আর তোমার স্ত্রী কৈ, স্বামী কৈ, বালক বালিকা পিতা মাতা কৈ। এখানে স্বামীও নাই, পিতাও নাই, সব চিদানন্দের পাখী। তুমি যদি হরিতে মগ্ন না হও, খাঁচায় বদ্ধ থাকিবে। এই আকাশে যোগ যানে গমন কর। হরি যখন

শিকারী হয়ে এই পাখীকে আকাশে লইয়া যান, তখন আর সে ফেরে না। পাখী, সেই সচ্চিদানন্দের আকাশে যাও, সেই পিত্রালয়ে গিয়া নিত্যসুখ ভোগ কর।

সতিউদ্ধার।

বিডেন পার্ক, ১২ই মাঘ, ১৮০২।

বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ! চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, ঐ পশ্চিমে সূর্য্য অস্তমিত হইল। পূর্ব্বে যে সূর্য্য গৌরবের সহিত আর্য্য ঋষিদিগকে আনন্দ দিত, এখন আর কি সে সূর্য্য নাই? তবে কি দেশেরও সূর্য্য অস্তমিত হইল? তবে কি সত্যসূর্য্য প্রেমসূর্য্য অস্তমিত হইল? অসত্য অপ্রেম অধর্ম্ম অন্ধকার কি ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? ভারতে এখন চুরি ডাকাতি হইতেছে। এমন সুখের দিন কোথায় গেল! আর্য্যকুলতিলক যোগী ঋষিগণ চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সেই সূর্য্য কোথায় গেল। হায়! ভারত তোর ললাটে এত দুঃখ লেখা ছিল। তোমার সে সুখ কোথায় গেল, তোমার সে সুখসূর্য্য কোথায় পলায়ন করিল। ও গো তোমাদের সামনে যে চুরি হইয়া গেল, সোণার সীতাকে কে লইয়া গেল। সেই সোণার সীতা আজ যে রামের রাজ্ঞী হইবার কথা! হায় কে লইল? কোথায় রাম রাজা হইবেন, না একেবারে বনে গেলেন, আর তাঁর প্রিয়তমা সীতা শ্রীরামের অনুগামিনী হইলেন। অযোধ্যা রামবিহনে কাণা হইল। কোথায় সূর্য্য উদিত হইয়া আলোক দিবে, না সোণার রাজা চলিয়া গেলেন। কোথায় সতীত্ব মঙ্গল বিস্তার করিবে,

না সীতাও চলিয়া গেলেন। কি অবিচার! সীতা ঠাকুরাণী কেন পলায়ন করিলেন। সীতা কেন বনবাসিনী হইলেন। এস তোমরা আমরা তাঁহাকে ডাকি মা জানকী তুমি কোথায় গেলে? আবার ভারতের মুখ উজ্জ্বল কর। অসুর আসিয়া সোণার হরিণ দেখাইয়া তোমায় লইযা গেল। ভারতের ধর্ম্ম সীতা শত্রু হাতে পড়িলেন, ব্যভিচারও নাস্তিকতা রূপ দশানন আমাদের মা জানকীকে লইয়া গেল। যদি তিনি বনেও স্বামীর সঙ্গে থাকিতেন তাহা হইলে এত কষ্ট হইত না। বিধাতা ভারতেব কপালে কি সুখ লেখেন নাই? বাম বিহনে তিনি অসুরের হাতে গিয়া পড়িলেন। তাঁব পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ কবে কে? ইহা তো মানুষে পারে না তাই শত্রু যোগীর বেশ পবিল। যোগী ভিন্ন ধর্ম্মকে আর কে লইতে পারে? আমার সীতা আশ্রমবাসিনী বনচারিণী সোণার হরিণ দেখিলেন। যেমন লইতে গেলেন আর রাক্ষসের হাতে পড়িলেন। তিনি অদৃশ্য হইলেন। বন উপবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ওরে দশানন! তুই বীরত্বে পারিস না শ্রীরামচন্দ্র বর্ত্তমান থাকিলে তুই সীতাকে লইয়া যাইতে পারিতিস না, ওরে ধুর্ত্ত ওরে শঠ! তুই প্রবঞ্চনা করিয়া লইয়া গেলি। আমার সীতার অদর্শনে অযোধ্যার প্রজারা মাথায় হাত দিল। আমাদেব প্রাণের সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল বলিয়া তাহারা কাঁদিতে লাগিল। এমন দুঃখে কে দুঃখী করিল? হায় রে! কে এমন শেল বিঁধিল। নিষ্ঠুর দশানন! ফিরাইয়া দেও আমার সতীত্বরত্ন। আমাদের মাথায় কাঁটা রোপণ কর, পাণবধ কর, শরীর ক্ষত বিক্ষত কর, কিন্তু নয়নরঞ্জন সতীকে ফিরাইয়া দেও। ধর্ম্মসীতার অদর্শনে ভারতমাতা রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখিনীর দুঃখিনী

ভারতমাতাকে কেন হরণ করিলি? ভারতবন্ধুগণ! এখন যে ভারত কাঁদিলেন, কাঁদিয়া ভগবানের নিকট দুঃখ জানাইলেন। কান্না শুনিয়া ভগবান্ কি বলিলেন! এখনও ভারতে আর্য্যরক্ত আছে। আমার সীতা উদ্ধার কর, পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার কর। জানকীহারা অযোধ্যাকে আবার প্রাণ দেও। দেখ জানকীকে হারাইয়া রাম বলিলেন আমার আর আছে কে? সামান্য কাটবিড়ালী সীতা উদ্ধারের উপায় করিয়া দিল, সেতুবন্ধন করিল। ক্ষুদ্র জীব রামের সহায় হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যোদ্ধা পারিল না সেতু বাঁধিতে, যোগবলে সেতুবন্ধন হইল। কাটবিড়ালী সেতু বন্ধন করিল বলিয়া সমুদ্র বলিল কি ক্ষুদ্র জীব আমায় বন্ধন করিল? বিঘ্নবাধা তার কি করিতে পারে রামচন্দ্র যার সহায়। ক্ষুদ্র জীবেরা বুদ্ধিতে ইঞ্জিনিয়ারকে অতিক্রম করিয়া সাগর বাঁধিল। দর্পহারী সকলের দর্প চূর্ণ করিলেন। সেতুবন্ধন সম্পন্ন হইল কাটবিড়ালীর দ্বারা, রামচন্দ্র যাইবেন সৈন্য লইয়া। সঙ্গে ইংরাজ গোরাও নাই, সুপণ্ডিত ইঞ্জিনিয়ারও নাই, তবে সীতা উদ্ধারের কে সহায়তা করে। কে রামের প্রধান সহায় হইল। সেই হনূমান্। শুনিলে হাসি পায়। মানুষ আকৃতিতে হনূমান্ সহায়।

রাম, তুমি এত বড় বড় ক্ষমতাশীল পুরুষ থাকিতে হনূমানকে বন্ধু করিয়া লইয়া গেলে। রাম হাসিয়া এই বিডনপার্কের ভক্ত-দিগকে বলিলেন, হাসিও না, ভক্ত হনূ অভক্ত মানুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তোমার আমার ন্যায় কত সুসভ্য, হনূর পদতলে গড়াগড়ি যায়। রাবণের প্রাণ বধিবার সঙ্কেত কে বলিতে পারে? এ সকল বীরত্বের কার্য্য কে করিতে পারে? সেই এক ক্ষুদ্র ভক্ত। জ্ঞানী

অপেক্ষা ভক্ত বড়। ভক্তের ন্যায় বীর আর কেহই নাই। হরি নাম তাঁর রক্তের ভিতর রহিয়াছে। যখন সেই হনু গেলেন লঙ্কাতে প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড হইল, হনূ পৃথিবী ছাড়িয়া উড়িলেন আর অগ্নিতে লঙ্কা পুড়িল। বিশ্বাসের আগুন এমন জ্বলন্ত, ভক্ত বিশ্বাসের আগুনে সব ছার খার করিয়া দেন; শত্রুপুরী এক মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করেন। বিশ্বাস আগুনে সমস্ত পুড়িল। হনুমানের প্রতাপ কি সামান্য? সীতা উদ্ধার করা আর কাহারও কার্য্য নয়। ভক্তই কেবল এই অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন, অসম্ভব সম্ভব দেখাইতে পারেন। হরিনামের বলে দশানন কেন সহস্রাননও পরাস্ত হইয়া যায়। যার বাড়ীতে চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত দাস ছিল, সে কিনা একটা জানোয়ারের কাছে হার মানিল? দেখ ভক্তের কি বল, হরিনামের কি বল। তোমরা শুনিয়াছ, বিলাতের ডারউইন সাহেব বলেন আমরা হনুমানের বংশ তবে বিডনপার্কের সকল লোক হনুমান্, আচ্ছা লাফ দিয়া আকাশে উড় দেখি, পাপের লঙ্কা পোড়াও। তবে ১৯ শতাব্দীতে আমরা হনুমান্ সন্তান বলিয়া কি পরিচয় দিব? এই প্রকার জঘন্য কথা ছাড়। কিন্তু ভক্তের মধ্যে হনু শ্রেষ্ঠ, ভক্তের রক্ত হরিভক্তিতে আচ্ছাদিত। হনু বলিলেন আমি কেবল ঐ চরণ জানি আর কিছুই জানি না। যখন সোণার হার বানরের হাতে দেওয়া হইল সে হারে রাম নাম নাই বলিয়া তৃণের মত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ভক্তের কাছে হরিনাম অমূল্য, মণি মুক্তা অসার। তুমি আমি মুক্তার মালা বড় বলিব, হনু তা বলেন না, যখন তাঁর বুকের ভিতর হরিপাদপদ্ম আছে। হনু বুক চিরিয়া দেখাইলেন এই আমার প্রাণপতি। শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডালকেও কোল দিলেন, প্রজাদের জন্য আপন পত্নীকেও পরি-

ত্যাগ করিলেন। তিনি হনুমানকে ঘৃণা করিলেন না। ভাই, তোমার বক্ষ বিদীর্ণ কর আর তোমার যোগীর বুক চের প্রভেদ দেখিতে পাইবে। তোমার বুক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, হরিভক্তি নাই। হরিভিন্ন নাকি হনু আর কিছু দেখিতেন না। তাই তিনি বুকের ভিতর হরি দেখিতেন; কিন্তু তুমি বুক চিরিয়া দেও তোমার বুকের ভিতর হরি নাই। যে ভক্ত হয় সে যদি চণ্ডাল হয়, যদি জন্তু হয়, তাহাকেও ঈশ্বর আদর করিবেন, কোলে বসাইবেন। ভারতের সীতা রাবণ ব্যভিচার লইয়া গেল, নাস্তিকতা হরণ করিল। ঐ রাবণ নাস্তিকতাই প্রতি ঘরের সীতা লইয়া যায়। ভারতে আর্য্য সন্তানেরা কাঁদিতে লাগিল, হায়! কত যুবা ব্যভিচারে ডুবিল, কত অধার্ম্মিকদের উপদ্রবে সতীত্বরত্ন গেল। কি ভয়ঙ্কর নাস্তিকতা এল। সে দুরাত্মা বিলাত হইতে আসিয়া আমাদের সতীত্বরত্নকে আক্রমণ করিল। সীতার কলঙ্ক! আর যে ভারতের নাম কেহ লইবে না। এখন রাবণবধ কে করিবে? হনু ভিন্ন কেহ পারিবে না। হনুর ন্যায় সরলা ভক্তি চাই, অহঙ্কারীর কর্ম্ম নহে। স্বয়ং রাম উপস্থিত হইলেও হইবে না, ভাই লক্ষ্মণ চাই। তাঁর মত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ভিন্ন কে রাবণবধে সহায় হইবে? ভাই লক্ষ্মণ ১৪ বৎসর নারীর মুখ দেখেন নাই, সীতার পদতলে দৃষ্টি রাখিতেন। নারীর প্রতি অপবিত্র চক্ষে দর্শন করিলেন না। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা লক্ষ্মণের কঠোর ব্রতপালন কর যদি সীতা উদ্ধার করিতে চাও। ভারত যে কাঁদিতেছে। হায়! সীতা! কোন্ রাবণ তোমাকে লইয়া গেল? ভারতের মাণিক কে তোমায় অবমান করিল? ভারতের আর্য্যঋষি তোমরা কোথায় গেলে, তোমাদের সেই সতীরত্ন যে আর নাই। মা জানকী, আর

কি আসিবে না? অযোধ্যাবাসী অযোধ্যাবাসিনীরা যে তোমার জন্য কাঁদিতেছেন। হায়! বেদবেদান্তের সত্য সীতা, পুরাণের সীতা, ভারতের সীতা, কোথায় গেলে? মা তুমি কোথায় রহিলে। মা জানকি ফিরে এস, হনু তোমার কাছে গেল। এবার সীতা উদ্ধার হইবে, লঙ্কা দগ্ধ হইবে। জানকীর গায়ে হাত তোলে কাহারও সাধ্য নাই। ওরে রাবণ! ওরে নাস্তিকতা? ওরে ব্যভিচার! তোকে বধ করিবে হনুমানের ভক্তি। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা এস আমাদের বুক চিরিয়া দেখ হরি কোথায়? হরিপাদ-পদ্ম আমাদের রক্তের মধ্যে ভাসিতেছে। কার সাধ্য ভারতের মহিমা বিলোপ করে? আর্য্যগণের ভারত, পুণ্যভূমি ভারত কলঙ্কিত? আজ রাত্রির মধ্যে যদি দুরন্ত রাবণ সীতার গলায় ছুরী দেয়, মা জানকী কি আর ফিরিয়া আসিবেন? যদি ভক্ত সন্তান কেহ থাকেন তবে সীতা উদ্ধার করুন। বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হবে কে? ঐশ্বর্য্যশালী প্রতাপশালী বীর। তারা যদি বলে, ওরে সাগর, তুই জানিস্ না, আমরা তোর রাজা, সাগর বক্ষস্ফীত করিস্ না, সে শুনিবে না; কিন্তু ভক্ত বলিলে তাহা শুনিতেই হইবে। সে যেমন বক্ষস্ফীত করিবে অমনি কাটবিড়ালীর গায়ের ধূলি পড়িবে। তোমার আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ভক্তিতে এতবড় সাগর বন্ধন হইবে। কার্য্য বড়, উপায় ছোট। তারা যখন সুড় সুড় করিয়া ধূলি ফেলিয়া দেয়, তখন প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হয়। এতগুলি লোকের ভক্তি একত্র যড় হইলে কি সীতা উদ্ধারের উপায় হইবে না? আর কি ভয়! গৌরাঙ্গ ঈশা বুদ্ধের প্রকাশ হইল নববিধানে। নববিধানের নিশান উড়িল, আর ভয় কি, সীতা উদ্ধার হইবে। ফের রামায়ণ, ফের রামভক্তি। রাম ছাড়া

সীতা থাকেন না, বিষ্ণু ছাড়া লক্ষ্মী থাকেন না, বিশ্বাস ছাড়া ভক্তি থাকে না। ঐ দশানন প্রকাণ্ড বীর পারিবে না। সাধ্য কি যে সে মা জানকীর গায়ে হাত তোলে, এখনও ভগবান্ বেঁচে আছেন। এদেশে যে এত অধর্ম্ম তবু আমাদের ভগবান্ বেঁচে আছেন। তাই বলি এস ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্মরত্ন সীতাকে উদ্ধার করি রাবণ সীতাকে হরণ করিল তাইত ভারত ডুবিল।

জানকী ভারতে সতীত্ব অর্থাৎ স্ত্রীভাব। শ্রীরাম যেমন ব্রহ্ম-তেজ, সীতা তেমনি ব্রহ্মপ্রেম। একদিকে যেমন রামের বৈরাগ্য বনবাস সত্যপালন ; আর একদিকে তেমনি প্রেম কোমলতা। রাম যেমন সত্যপালন জন্য বনে গেলেন, ধর্ম্ম তেমনি তাঁর সতী-লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মপ্রেম সঙ্গে সঙ্গে নাচে ও দোলে। এক হরি, তাঁর একদিকে পুরুষ ও একদিকে স্ত্রীভাব, একদিকে রাম একদিকে সীতা, যুগলমূর্ত্তি। রোজ দুইটীকে ভক্তি করিতে হইবে। এখন ভগবানকে ডাক।

আবার যে ভারত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, আর সে সূর্য্যা-লোক নাই, গভীর অন্ধকারে পরস্পরকে চিনিতে পারা যায় না। শমনের রাজ্য এল। এমন সময় একজন ভাই কতকগুলি ভাই সঙ্গে এনে বলিলেন, ভারতের সতীত্ব নাই, সতীকে উদ্ধার কর। ভাই! হরিপ্রেমে মুগ্ধ হইলে নিশ্চয় সীতার উদ্ধার হইবে। হরিভক্তিতে গড়াগড়ি কৈ হইল? গড়াগড়ি দিতে পারিলে কৈ? অসার টাকার জন্য লোক পাগল, কিন্তু আমার হরির জন্য পাগলামি কৈ? কয়জন হরিভক্তিতে পাগল হইলে বল দেখি? পাগল হইলে তবেত সীতা উদ্ধার হবে। এই যে দেখিতে দেখিতে সব অন্ধকার হইল। ভবপারে যেতে হবে তার করিলে কি?

ভবের ঘাটে পড়ে আছি, যশ দেখাইলাম, মান আনিলাম, টাকা কড়ি আনিলাম, পার করে না, ভাল জরির কাপড় দেখাইলাম ভবকাণ্ডারী তাহাতেও পার করেন না, অন্ধকার হল এখন কেমনে ভবপারে যাব। ঘাটের মাঝী নৌকা আনে না, ভব-সাগরের তুফান ভারি। হরিনাম করে যে, ভবপারে যায় সে। তাই নামে পাগল হও। ঐ দেখ আকাশের তারা ডাকিতেছে, আয় ভাই বঙ্গবাসী, আয় প্রতিজ্ঞা কর, বুকে হরিনাম লেখ, রামের বামে সীতা, ধর্ম্মের বামে ভক্তি। যোগী সন্ন্যাসী রামচন্দ্র, আর তাঁর পাশে সীতা শোভা পাইতেছেন। ভক্ত হনুমান ও রামসীতার পুনরুদ্ধার হইল। তোমরা শুনিয়া হাসিবে, আবার এইদেশে হরির প্রেম বিশ্বাস আর ভক্তি আসিল। সকলে প্রণাম করিয়া বলিব জয় রামচন্দ্রের জয়, জয় সীতার জয়।

ভাই তোমরা নড়না যে? আমার আরও যে উৎসাহ বাড়িল। এস ভাই কোলাকোলি করি। তোমরা পাঁচশত, সাতশত, হাজার, দুহাজার হরিপ্রেমে গড়াগড়ি যাও। টাকার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, আর কেন? অনেক ধন উপার্জ্জন করা হইয়াছে। এখন হরি পাদপদ্মধন সঞ্চয় কর। রক্তের কালীতে বিশ্বাসের কলম দিয়া লেখ, রাম সীতা, বিশ্বাস ভক্তি। ষড়রিপু ঐ সীতা হরণ করিল। আত্মার ঘরে রোজ সীতাচুরি? আজ্ঞা হইয়াছে চোর ধরিতে। আত্মার ঘরে রোজ সীতা চুরি হইতেছে ভাই! তাহা কি কেহ দেখিতেছ না? ভাই পুলিষ! সীতা চুরির দাবি দিয়া নালিষ করিব। তোমরা থাকিতে আমাদের ঘরে রোজ চুরি হইবে? এমন সংস্কৃত কালেজ, কাশীতে কালেজ ও বড় বড় পণ্ডিত থাকিতে সীতা চুরি হইয়া গেল? হবেইত, বিবেক যে

ঘুমাইয়া পড়ে। কালেজের বড় বড় উপাধিধারী বাবুরা রাত্রে নিদ্রা যান, আর ষড়রিপু মিলে বিবেককে ঘুম পাড়াইয়া রাখে। এবার কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য এস দেখি ব্রহ্মনামের বলে ব্রহ্মতেজের বলে তোমাদিগকে নিপাত করা যায় কি না? আর কি ভয়, তোমরা জমাট বাঁধিয়া সীতাকে উদ্ধার কর, মা জানকী আসিবেন। মা, আজ তোমায় উদ্ধার করিতে চেষ্টা করি। কোন্ ভয়ঙ্কর রাবণ তোমায় হরণ করিয়াছে, সমুদ্রপারে লইয়া গিয়া তোমাকে লৌহশৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রেখেছে? মা জানকী! মা লক্ষ্মী! লক্ষ্মীছাড়া করিয়া গেলে ভারতকে, ভারতের সিংহাসন আজ খালি। এস ভারতের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীও যাহা হরিও তাহা। হরি বলি প্রাতে, হরি বলি সায়ংকালে, জলে হরি, স্থলে হরি, এইরূপে হরিনামে ও হরিভক্তিতে ভারতকে উদ্ধার কর।

ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১১ মাঘ, ১৭৮৭ শক।

"স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে॥"

আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আমরা অদ্য এখানে উৎফুল্ল হৃদয়ে সমাগত হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে মহা সমারোহ; এই উপাসনামণ্ডপ কেমন সুন্দর বেশ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের উৎসব বাহিরে নহে, অন্তরে। ইহা বাহ্যাড়ম্বরের উপর নির্ভর করে না, সামান্য উপকরণ লইয়া আমোদ প্রমোদ করিলে ইহার মহান্ তাৎপর্য্য সংসিদ্ধ হয় না।

আমরা যে উৎসবে আহূত হইয়াছি; তাহা অতি উন্নত, তাহা আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয়। ইহার নিগূঢ় তত্ত্বে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইহার প্রকৃত গৌরব সম্পাদনে যত্নবান্ হও। একবার স্মরণ করিয়া দেখ, যে দিবস ও যে ঘটনাকে মহীয়ান্ করিতে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা কেমন গুরুতর ও মহৎ। কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে ও পাপের বিজাতীয় দাসত্ব হইতে আমাদিগকে এবং সমুদায় ভারতবর্ষকে বিমুক্ত করিবার জন্য যে দিবস ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হইল, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে দেশ কালজাতি নির্ব্বিশেষে একত্র. করিয়া অদ্বিতীয় অনন্ত পরব্রহ্মের পদানত করণোদ্দেশে যে দিবস ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল; অদ্য সেই .১ই মাঘ। ইহার কি অসামান্য মাহাত্ম্য! ইহা স্মরণমাত্র সকলেরই হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয় এবং কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়। আবার যখন মনে করি যে সেই চিরস্মরণীয় দিবস উপলক্ষে, সেই অনন্তদেবের উপাসনা উৎসবে আমরা অদ্য সম্মিলিত হইয়াছি; তখন বুঝিতে পারি এ উৎসব গভীর ও অতলস্পর্শ, উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে আমরা উপরে ভাসিতেছি; কিন্তু যতই ইহাতে নিমগ্ন হইব, ততই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপভোগ করিতে সমর্থ হইব। অদ্য অনন্ত পূজার সাম্বৎসরিক উৎসব—যে পরিমাণে অনন্তে মনোনিবেশ করিতে পারিব, ক্ষুদ্র ভাব ও পরিমিত উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হইব; সেই পরিমাণে অদ্যকার উৎসব সুসম্পন্ন হইবে এবং আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। অতএব আইস, এই উৎসব ক্ষেত্রের বাহ্য শোভার আবরণ ভেদ করত আমরা প্রকৃত ব্রহ্মোৎসবে প্রবেশ করি। বহির্জগতের সমুদায়

পদার্থের নিকট বিদায় লই, সাংসারিক চিন্তা ও বিষয় কামনার নিকট বিদায় লই। সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ হইল, জগৎ বিলুপ্ত হইল, সময় অন্তর্হিত হইল যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু ক্ষণভঙ্গুর, সকলই অদৃশ্য হইল। আমরা অনন্ত রাজ্যে উপস্থিত, কেবলই অনন্তের ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে। দিবা নিশা, পক্ষ মাস, ঋতু বর্ষ একীভূত হইয়া অনন্তকালে নিলীন হইয়াছে। যেমন কালে কেবল অনন্ত, সেইরূপ ব্যাপ্তিতেও কেবল অনন্ত দেখা যাইতেছে। ঊর্দ্ধে অধোতে, দক্ষিণে বামে, কিছুই ব্যবধান নাই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা, ভূলোক ও দ্যুলোক সকলই অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা কোথায় রহিয়াছি ? অনন্ত রাজ্যে যেখানে অনন্ত আকাশ ও অনন্তকাল ঈশ্বরেতে ওত-প্রোত ভাবে স্থিতি করিতেছে। অনন্ত ঈশ্বর দেদীপ্যমান, সম্মুখে অনন্ত জীবন প্রসারিত ; এখানে কেবলই অনন্ত। সেই অনন্ত রাজা ধর্ম্ম নিয়মে তাঁহার রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই "সত্যস্য সত্যং" সত্যের আলোক প্রকাশ করিতেছেন, সেই "আনন্দরূপ-মমৃতং" শান্তি ও আনন্দ ও কল্যাণ বর্ষণ করিতেছেন। বিশুদ্ধচিত্ত সাধকেরা অভিন্ন হৃদয় হইয়া পরিবার নির্ব্বিশেষে সেই সাধারণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন এবং অনন্ত জীবনে অগ্রসর হইতে-ছেন। তাঁহাদের উপাসনা মৌখিক নহে, ইহা বাহ্য আড়ম্বর নহে, ইহা ক্ষণকালের উৎসাহ নহে ; ইহা সমস্ত জীবনের অবিশ্রান্ত কার্য্য। ইহাতে সংসারের চাঞ্চল্য নাই, বিষয় লালসার উত্তেজনা নাই, স্বার্থপরতার কুটিলতা নাই, ইহা প্রশান্ত নিষ্কাম অনন্যগতি হৃদয়ে আত্মসমর্পণ। ইহা কঠোর ব্রত নহে, ইহা প্রেমার্দ্র হৃদয়ের আনন্দোৎসব। এই জীবন্ত গম্ভীর উপাসনা দ্বারা সাধকেরা

গূঢ়রূপে অনন্তের সহিত অধ্যাত্মযোগ নিবদ্ধ করিতেছেন। দেশ, কাল ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা জ্ঞান, প্রীতি ও পবিত্রতা সহকারে ক্রমশঃ পবিত্র স্বরূপের সহবাসজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অধিকতর উপভোগ করিতেছেন, এবং অনন্ত জীবন সঞ্চয় করিতেছেন। দেখ অনন্তের উপাসনা কেমন গম্ভীর ও আধ্যাত্মিক, ইহাতে আনন্দ ও পবিত্রতা, প্রীতি ও জ্ঞান, কেমন সুন্দররূপে সম্মিলিত হয়। এই অধ্যাত্মযোগ সমন্বিত উপাসনাই অনন্তদেবের প্রকৃত পূজা। আমরা ইহারই উৎসবে এখানে একত্র হইয়াছি। অতএব যাঁহারা অদ্যকার উৎসব সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বাহ্য শোভা দর্শন করিয়া তৃপ্তি বোধ করিবেন না, তাঁহারা হৃদয়মধ্যে অধ্যাত্মযোগের জন্য প্রস্তুত হউন। তাঁহারা সংসারের পাপ তাপ নীচতা ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া, ইহকাল ও ইহলোক বিস্মৃত হইয়া, আত্মাকে অনন্তেতে সমাধান করুন। অদ্য সকলে অনন্তদেবকে প্রত্যক্ষ কর; ও অনন্ত জীবন সম্মুখে দর্শন কর এবং উভয়ের সহিত যোগ নিবদ্ধ কর; অদ্যকার এই কার্য্য, এই লক্ষ্য, এই আনন্দ। এ যোগ সাধনের জন্য দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—বিবেক ও বৈরাগ্য। যে পরিমাণে এই দুয়ের সহিত আমাদের সদ্ভাব, সেই পরিমাণে আমরা অনন্তের উপাসনাতে সমর্থ এবং অদ্যকার উৎসবে অধিকারী। বিবেক ও বৈরাগ্য অমৃতের সেতুস্বরূপ। বিবেক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্মিলন করে, বৈরাগ্য মনুষ্যকে অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর করে। বিবেক পাপকে বিনাশ করে, বৈরাগ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে। বিবেক অসত্য হইতে আত্মাকে সত্যস্বরূপে লইয়া যায়। বৈরাগ্য মৃত্যু হইতে আত্মাকে অমৃতেতে লইয়া যায়। অতএব

এই দুয়ের শরণাপন্ন হইলে আমরা নিশ্চয়ই অধ্যাত্মযোগ দ্বারা অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। যাহারা বিবেকী ও বৈরাগী, তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মোপাসক, তাহারাই ব্রহ্মবান্ হয়। যাহারা অবিবেকী হইয়া এই সংসারের ভ্রম প্রমাদে ভ্রাম্যমাণ এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অন্ধের ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয় সেবায় রত তাহাদের চঞ্চল আত্মা সত্যের পথে ঈশ্বরের পথে, যাইতে অক্ষম; তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া কার্য্য করে এবং দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মুহুর্মুহু পাপের হস্তে পতিত হয়। সত্যের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা নাই, পাপের প্রতি ঘৃণা নাই। তাহারা সদসদ্বিবেচনাবিরহিত হইয়া কেবল আপনাদের পশুবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে যত্নবান। যতই মনুষ্য ধর্ম্ম ও বিবেকের শরণাপন্ন হন, যতই তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন ততই তিনি স্বাধীন হন, ততই তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করেন, সত্যপ্রিয় হন এবং ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত হন।

পাপগ্রস্ত হৃদয় কখন পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিতে পারে না, পাপান্ধকার সত্যের নির্ম্মল আলোককে আলিঙ্গন করিতে পারে না। যদি পবিত্র স্বরূপকে লাভ করিতে চাও, বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হৃদয় মনকে পরিশুদ্ধ কর। বিবেক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে মনুষ্য মনে বিরাজমান থাকিয়া তাহাকে পাপ তাপ হইতে রক্ষা করে এবং পুণ্যপথে লইয়া যায়। বাহিরে শত শত প্রলোভন, অন্তরে কাম ক্রোধাদি ভীষণ রিপু সকল, আমাদের দুর্ব্বল মনকে অধর্ম্মের দিকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে, কিঞ্চিৎ অনবধানতা হইলে আমরা পাপহ্রদে পতিত হই। ইহারই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে বিবেক

সংস্থাপন করিয়াছেন। অহোরাত্র প্রহরীর ন্যায় বিবেক সত্যের আলোক ধারণপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রেয়ের পথ দেখাইতেছে এবং প্রেয়ের পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে। যদি আমরা শ্রেয়ের পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হই অমনি বিবেক মাভৈঃ মাভৈঃ রবে আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করে যদি কখন ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া আমরা প্রেয়ের পথে ধাবিত হই এবং নিষিদ্ধ সুখ সেবনে প্রবৃত্ত হই, তৎক্ষণাৎ বিবেক বিচারকের উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া আমাদের সুখ সন্তোষ হরণ করে এবং দণ্ড বিধানপূর্ব্বক আমাদিগকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। বিবেক কিঞ্চিন্মাত্র পাপকেও মনে তিষ্ঠিতে দেয় না, অতি সামান্য দোষও ইহার নিকট উপেক্ষণীয় হয় না। ইহা সম্পূর্ণ পবিত্রতার ও সমগ্র ধর্ম্মের আচার্য্য। পূর্ণ পরব্রহ্মের পবিত্রতা অনুকরণ কর, ইহাই বিবেকের নিত্য উপদেশ। ক্ষুদ্র আদর্শ, নীচলক্ষ্য ইহা অনুমোদন করে না; ইহা সীমাবিশিষ্ট আংশিক উন্নতির প্রতিপক্ষ। সমুদায় জীবনের উপর ইহার আধিপত্য ও শাসন। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন করাই ইহার অভিপ্রায়। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এ তিনকে বিশুদ্ধ ও উন্নত করিয়া সমুদয় জীবন পরব্রহ্মে সমর্পণ কর, ধর্ম্মের প্রত্যেক আদেশ পালন কর, সকল কার্য্যেতে সত্যের অনুসরণ কর বিবেক এই নিয়ম সহকারে মনোরাজ্য শাসন করে। ধনীর উৎকোচে এ নিয়ম শিথিল বা সঙ্কুচিত হয় না, মানীর অনুরোধে ইহার বৈলক্ষণ্য হয় না, জ্ঞানীর প্রতি ইহার পক্ষপাতিতা হয় না, অবস্থা ভেদেও ইহার রূপান্তর হয় না। যদি একটি চিন্তা অথবা কামনা অপবিত্র হয়, একটী কথা যদি অলীক হয়, একটী কার্য্য যদি অসৎ হয়; আমরা সে অপরাধের জন্য

অবশ্যই বিবেক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইব। হয়ত দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কিম্বা ভয়ানক ক্ষতির আশঙ্কায় আমরা অধর্ম্মে পতিত হইয়াছি, কিন্তু ইহা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইতে পারি না; এমন কি, যদি আমরা মৃত্যুভয়ে সত্যপথ হইতে স্খলিত হই; বিবেকের নিকট আমরা অবশ্যই অপরাধী ও দণ্ডনীয় হইব। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি গণনা করিয়া আমাদের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুসারে প্রত্যেককে বিভিন্ন ও আংশিক ধর্ম্ম দ্বারা চরিতার্থ করিবে; ইহা বিবেকের স্বভাব নহে। অবিকল ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করাই ইহার কার্য্য; মনুষ্যাত্মাকে ঐ অভিপ্রায় অনুসারে সমগ্র ধর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করাই ইহার লক্ষ্য। পরিশুদ্ধ ঈশ্বরের নির্ম্মল ইচ্ছা বিবেকে প্রতিভাত হয়, বিবেক সমুদায় জীবনকে সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করে; সেই ইচ্ছা যেমন অপরিবর্ত্তনীয়, বিবেকের আদেশও সেইরূপ। ইহারই জন্য বিবেকপরায়ণ ব্রাহ্মেরা সর্ব্বদা পবিত্র হইতে ও পাপের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়াছেন যে একটী পাপ থাকিলে সমুদায় আত্মার কেমন দুর্গতি হয়; কণামাত্র দোষে জ্ঞানচক্ষু অন্ধীভূত হয়, এক বিন্দু পাপে প্রীতি সরোবর বিষাক্ত হয়, দেহ মন মৃতপ্রায় হয়। আর যতই চিন্তা ও বাক্য এবং কার্য্য পরিশুদ্ধ হয়, ততই আত্মা পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হয় এবং তাঁহার আনন্দে নিমগ্ন হয়। সমভাব না হইলে কখনই যোগ সম্ভাবিত নহে, তবে পাপ দূষিত হৃদয়ের সহিত পরিশুদ্ধ ঈশ্বরের যোগ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? ঈশ্বর পবিত্রতার আকর, পবিত্রতা ঈশ্বরের স্বরূপ, যদি পবিত্রতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না থাকে, আমরা কখনই

ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে পারি না। যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত তাঁহারাই ঈশ্বরপ্রিয় তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত দুশ্ছেদ্য প্রীতিযোগে আবদ্ধ। যাঁহারা লঘু ও গুরু সকল পাপকে ঘৃণা করেন; ক্ষুদ্র ও মহান্ সকল কার্য্য, সকল কথা, সকল চিন্তাকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবান্ হন: অতএব বিবেকের শরণাপন্ন হও; ঈশ্বরের জ্ঞানের সহিত তোমাদের জ্ঞানের যোগ হইবে, তাঁহার প্রীতির সহিত তোমাদের প্রীতির যোগ হইবে, তাঁহার ইচ্ছার সহিত তোমাদের ইচ্ছার যোগ হইবে এবং তাঁহার সহিত এই গাঢ় আধ্যাত্ম যোগ নিবদ্ধ করিয়া মুক্তি লাভ করিবে।

বিবেক যেমন আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, পবিত্র করিয়া, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করে; বৈরাগ্য সেইরূপ আত্মাকে মোহ ও সংসারাসক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরলোকের জন্য, অনন্ত জীবনের জন্য, প্রস্তুত করে। এমন ব্যক্তি কে আছে, যে সংসারের অনিত্যতা স্বীকার না করে, যে পরীক্ষা দ্বারা পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্যের অস্থায়িত্বের পরিচয় না পাইয়াছে? এমন ব্যক্তি কে আছে, যে বলিতে পারে যে এই পৃথিবী তাহার নিত্যকালের আবাসস্থান এবং এখানকার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব চিরদিনের সঙ্গী? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মানবমণ্ডলীর কার্য্য ও জীবনে অন্যথা প্রকাশ পায়। সংসারের প্রতি কি প্রগাঢ় আসক্তি, পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য্যের প্রতি কি উন্মত্ততা! কত শত লোকের মৃত্যু হইতেছে, কত জনপদ বিলুপ্ত হইতেছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইতেছে, কত সবল শরীর রোগ ও ব্যাধির আধার হইতেছে, কত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিরা দুঃখ দারিদ্র্যে পতিত হইতেছে; কত ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্ধন হইয়া অন্ন বস্ত্রাভাবে বিলাপ করিতেছে; এসকল ঘটনা চতুর্দিক হইতে

উচ্চৈঃস্বরে জীবন ও সংসারের অনিত্যতা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু ভ্রান্ত প্রমাদী বিষয়-লোলুপ মানব শুনিয়াও শুনে না; বারম্বার এসকল দর্শন করিলেও চৈতন্যলাভ করে না। সাগরবক্ষ যেরূপ বায়ুর আঘাতে কখন কখন তরঙ্গায়িত হয়, কিন্তু ক্ষণকাল পরে আবার পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থির হইয়া যায়; সংসারী ব্যক্তিদের অগাধ মোহসিন্ধু সেইরূপ সময়ে সময়ে জ্ঞান সহকারে আন্দোলিত হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় স্থির ভাব প্রাপ্ত হয়। সংসারের কি মোহিনী-শক্তি! বিষয়ের কি অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ! অস্থায়ী জানিয়াও সহস্র সহস্র লোক স্থায়ী বিবেচনায় উহার অনুসরণ করিতেছে। এবং উহাতে জীবন মন সকলই সমর্পণ করিতেছে। এ প্রকার হতচেতন মোহ পরবশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে পরলোকেব সাধন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ইহলোক ইহাদের সর্ব্বস্ব, এখানকার সুখসম্পদকে ইহারা প্রাণ হইতেও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখে, পরলোক ইহাদিগের নিকট কল্পনা ও স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। যেমন সংসারের অতীত ধর্ম্মকে ইহারা অসার মনে করে, সেইরূপ মৃত্যুর পরপারস্থিত পরলোককে ছায়া মনে করে। ইহাদের প্রীতি কামনা আশা, শরীর মন আত্মা, সকলই ঐহিক ব্যাপারে বদ্ধ রহিয়াছে, ঐহিক সুখের প্রতি ধাবিত হইতেছে এবং ঐহিক কার্য্যে পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহারা সংসারচক্রের মধ্যে সর্ব্বদা ঘূর্ণ্যমাণ, সংসার ইহাদের সর্ব্বস্ব, ইহারা কেন পরলোকের বিষয় চিন্তা করিবে? যাহারা মোহশৃঙ্খলে বদ্ধ, তাহারা কিরূপে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইবে? যাহারা ধন ঐশ্বর্য্য মান মর্য্যাদাতে তৃপ্তি সুখ অন্বেষণ করে, তাহাদের মন কি প্রকারে পরলোকের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, যে লোকে ধন ঐশ্বর্য্য মান মর্য্যাদা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

মনে বৈরাগ্য না জন্মিলে, হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুরাগ স্থান না পাইলে, মনুষ্য কখনই পরলোকের জন্য ব্যস্ত হয় না বৈরাগ্যেরই সাহায্যে আমরা সংসারের অনিত্যতা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করি, এবং প্রকৃত কল্যাণ উদ্দেশে ব্রহ্ম-সাধনে উদ্‌যুক্ত হই। বৈরাগ্য মৃত্যুকে বিনাশ করত ইহলোক ও পরলোককে একত্রীভূত করিয়া অনন্ত জীবনের স্রোত অসীমরূপে প্রসারিত করে। ইহার নিকট এ জীবন অনন্ত জীবনের এক ক্ষুদ্র কণা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা অনন্ত সাগরের একটি তরঙ্গ মাত্র; সুতরাং ধীর ব্যক্তিরা ইহলোককে সর্ব্বস্ব মনে না করিয়া এখানে অনন্তকালের জন্য সম্বল আহরণ করেন। মাতৃগর্ব্ভে অবস্থানকালে যেমন ইহ জীবনের ক্ষুদ্র অংশ এবং মনুষ্যশরীর যেমন ক্ষুদ্র জরায়ু মধ্যে প্রস্তুত হইয়া সংসারে অবতীর্ণ হয়; আমাদের আত্মাও সেইরূপ শৈশবাবস্থায় এই ক্ষুদ্র সংসারে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বৈরাগ্যসহকারে পরলোকের জন্য প্রস্তুত হয় এবং অনন্ত জীবনের যোগ সাধন করে। এ বৈরাগ্য কেবল জ্ঞানের কার্য্য নহে, ইহা সমুদায় জীবনের লক্ষণ। কেবল বুদ্ধি দ্বারা ইহজীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি ও স্বীকার করাকে প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায় না; আত্মীয় স্বজন বিশেষের মৃত্যু অথবা বিপুল ধনহানি অথবা অন্য কোন নিদারুণ শোকের কারণ সংঘটিত হইলে কিয়ৎ-কালের জন্য যে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা ও জীবনের প্রতি অনাদর হয়, তাহাও বৈরাগ্য নহে। গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থান অথবা সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া কেবল ধ্যানে নিমগ্ন থাকাও বৈরাগ্য নহে। আহার বা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ঔদাস্য অথবা শরীর নিগ্রহও বৈরাগ্য নহে। সংসার ত্যাগ করিয়া কোন নির্জ্জন

স্থানে কেবল আপনার উন্নতি সাধন করাও বৈরাগ্য নহে। বৈরাগ্যে তীর্থ নাই, স্বার্থ নাই। ইহা অন্তরে, স্বার্থনাশই ইহার সাধন। নিষ্কাম হইয়া ফলভোগের কামনাবিহীন হইয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করাই বৈরাগ্য; এখানকার সুখ ও কল্পিত স্বর্গের সুখ উভয়ই ইহার অস্পৃহনীয় ও অগ্রাহ্য। কামনাবিবর্জ্জিত হইয়া অনন্ত জীবন ধর্ম্ম পালন করা বৈরাগ্যের লক্ষণ। "ইহামুত্রার্থফল-ভোগবিরাগঃ"—ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের ফলভোগে যে বিরাগ, তাহাই বৈরাগ্য। যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হইয়া ইহলোক ও পরলোকে কেবল তাঁহাকেই চায়, সেই বিরাগী। তিনি সংসারে বাস করেন, আত্মসম্বন্ধীয়, পরিবারসম্বন্ধীয়, সমাজসম্বন্ধীয়, যাবতীয়, কর্ত্তব্য পালন করেন; জনকোলাহলে উপস্থিত হন; বিষয়ব্যাপারে কখন ব্যাপৃত হন; কিন্তু আসক্তি জন্য নহে, মোহবন্ধন জন্যও নহে। তাঁহার লক্ষ্য ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন—যতদিন এসংসারে থাকেন, ইহা তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র। তাঁহার শরীর ইহলোকে কার্য্য করে বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা দেশ কাল ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবনে সঞ্চরণ করে। তিনি এখানে কিছুদিনের জন্য ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন, কিন্তু তাঁহার গৃহ অনন্ত ব্রহ্মলোকে। এজন্য তিনি ঐহিক হর্ষ শোক, সম্পদ বিপদ, মান অপমান, জীবন মৃত্যু, কিছুতেই বিচলিত হন না; যেখানে তাঁহার গৃহ, সেখানে এসকল প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তন নাই। তিনি সংসারের সুখ নশ্বর জানিয়া ইহাতে প্রমুগ্ধ হন না, ইহার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তিনি ইহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং ইহাতে মুহ্যমান হন না; মৃত্যুকে পরলোকের দ্বার জানিয়া ইহাকে তিনি উপেক্ষা করেন। তিনি

অনন্তকালের ব্রহ্মানন্দে এত গভীররূপে নিমগ্ন যে তিনি এখানকার হর্ষশোকের প্রতি একপ্রকার স্পন্দহীন; তিনি যে অতলস্পর্শ অনন্ত সাগরে বিচরণ করেন, তাহা ঐহিক দুঃখ বিপদের ফুৎকারে তরঙ্গিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। এইরূপে বৈরাগ্য আত্মাকে বিষয় লালসা ও মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়া অনন্তকালের সহিত ইহার যোগ নিবদ্ধ করে এবং ইহাকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করে।

হে অমৃতের পুত্রগণ! অমৃত লাভের জন্য বিবেক ও বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অতএব ইহা অবলম্বন কর। আমরা মুক্তি-লাভের উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন জ্ঞান সহকারে ইহার তত্ত্ব সমালোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে অনন্ত পরব্রহ্মে শ্রদ্ধা ও পরলোকে বিশ্বাস এই দুইটী সত্য ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস। যখন ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হই, তখন প্রত্যক্ষ দেখি, সেই অনন্ত পরব্রহ্ম ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্মান্ এবং অনন্ত জীবনের সাগর নিম্নে প্রসারিত। আবার যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে যাই, তখন ব্রহ্মসাধনের জন্য বিবেক ও পরলোক সাধনের জন্য বৈরাগ্য এই দুইটী উপায় উপলব্ধ হয়। বাস্তবিক পাপ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর সহবাসের উপযুক্ত হওয়া এবং ইহকাল অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবনে উন্নত হওয়া ব্রাহ্মদিগের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। যখনি ইহা স্মরণ হয়, তখন মনে গাম্ভীর্য্য উপস্থিত হয়। তখন মনে হয় কি করিতেছি, অনন্তের উপাসক হইয়া এই হীন মলিন সংসারে নিমগ্ন রহিলাম! পরলোকের যাত্রী হইয়া এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরূপ পান্থশালায় বদ্ধ হইয়া রহিলাম! উন্নত জ্ঞান, প্রশস্ত প্রীতি, স্বর্গীয় বল চারি দিনের সুখের জন্য বিক্রয় করিলাম! কোথায় কেবল অনন্তেরই ধ্যান, অনন্তেরই সাধন করিব, না বিষয়াসক্ত হইয়া

আত্মার অমরত্ব একেবারে বিসর্জ্জন দিলাম! ঈদৃশ চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় মন না স্তম্ভিত হয়? অদ্য এই চিন্তা বিশেষরূপে আমাদের মনকে অধিকার করিতেছে। অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম উপলক্ষে আমরা এখানে সমাসীন হইয়াছি ব্রহ্মোপাসনার উৎসবে হৃদয়কে আনন্দিত করিব, জীবনকে সার্থক করিব, এই আশাতে এখানে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এমন আনন্দময় মহোৎসব, কিন্তু আমাদের আত্মা তাহার উপযুক্ত নহে; অনন্তদেবের উপাসনা করিতে হইবে কিন্তু আমাদের মন কেমন মলিন ও মোহাচ্ছন্ন। হে আত্মন্! আর চিন্তায় প্রয়োজন নাই, বিনীত ভাবে বিবেক ও বৈরাগ্যের শরণাপন্ন হও, হৃদি-স্থিত মোহপাপ বিনাশ কর এবং আনন্দমনে বিমল হৃদয়ে অদ্যকার উৎসব সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হও।

হে অনন্তদেব! অদ্য তুমি এই পবিত্র উপাসনা মন্দিরে বিরাজ করিতেছ। অদ্য সম্বৎসরের আশা পূর্ণ হইল। আমরা এক বৎসর কাল যে উৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই উৎসব আজি আসিয়াছে। অদ্যকার উৎসবে ভ্রাতা ভগিনী একত্র হইয়া এই সমাজ মন্দিরে উপস্থিত রহিয়াছেন, আমাদের সকলের হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিয়া সমুদয় বৎসরের আশা পূর্ণ কর, যেন শূন্য-হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া না যাই। যেমন আশা করিয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত উন্নতিলাভ করিয়া যেন গৃহে প্রতিগমন করি। আমাদের মলিনতা পরিহার কর, পাপতাপ হইতে আমাদের আত্মাকে মুক্ত কর। অদ্যকার উৎসবে সকলের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হও। অদ্য আমাদের পাষাণ হৃদয়ে কি আনন্দ হইতেছে! অদ্য এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে নরনারী একত্র উপাসনা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। এই

পবিত্র সমাজমন্দির যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে ইহার এতদূর উন্নতি হইবে? প্রথম তোমার সত্য যখন বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে তাহা অন্তঃপুরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিবে? কে মনে করিত যে আমাদের দেশের মহিলাগণ জ্ঞান, কর্ম্ম, পবিত্র প্রীতি, ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিবে? কিন্তু অদ্য আমরা যাহা নাও আশা করিয়াছিলাম, তাহার অতীত ফললাভ করিয়াছি। ধন্য সেই সকল সাধু, যাঁহাদের যত্নে ও সাধু-ভাবে এই পবিত্র সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যকার দিনে এমন উন্নতি লাভ করিল। ধন্য জগদীশ্বর! তুমি ধন্য তুমি ধন্য! তোমার প্রসাদে বঙ্গস্থান দিন দিন উন্নত হইতেছে। ধন্য তোমার করুণা! তোমার করুণাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার করুণাতে এই উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া আমার হৃদয় উন্নত ও কৃতার্থ হইতেছে। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, নরনারী, উজ্জ্বলরূপে তোমাকে এইক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাহারা তোমার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেছে। আমাদের ভগিনীগণ কোমল হৃদয়ে, প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে, তোমাকে জীবন সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। আমরা সকলে ভ্রাতৃভাবে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তোমায় সাধনা করিতেছি। হে পরমাত্মন্! তোমার বলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে, সত্যের বলে, কি না সংঘটিত হইতে পারে? হে জীবনের জীবন! তোমার প্রসাদে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ চিরস্থায়ী হউক। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হউক। আমাদের সকলের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার হউক। হে পরমেশ্বর! আমি অনন্যগতি হইয়া সম্বৎসর পরিশ্রমের

পর আবার তোমার নিকট অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। এই এক বৎসরের মধ্যে নানা ঘটনা নানা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার পবিত্র হস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে একই ভাবে ধারণ করিয়া আছে। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মঙ্গল ভাবের জয় পতাকা কেমন উড্ডীন হইয়াছে! হে পরমাত্মা! তোমার শরণাপন্ন হইতেছি গত বৎসর যাহা কিছু দোষ করিয়াছি, ক্ষমা কর! আমি গত বৎসরে আমার অসদ্ভাবের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি নির্য্যাতন করিয়া থাকি, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি তুমি ক্ষমা কর আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি পরিশুদ্ধ, পবিত্র; তোমার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করি না, গত বৎসর যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া আমাকে হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লও। সকল ভ্রাতা ভগিনীর তুমি সাধারণ জীবন আমরা যেন সকলে ঐক্য হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল হই। আপনার আপনার স্বার্থভাব লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে না নির্য্যাতন করি। তোমার সত্য যেন হৃদয়ে ধারণ করি, সদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে যেন চূর্ণ করি। আজি আমার মনে যে সদ্ভাব যে আনন্দ হইয়াছে, এই আনন্দকে এই সদ্ভাবকে যেন চিরদিন আলিঙ্গন করিতে পাই। এখানে আমাদের ভ্রাতারাও অদ্য উপস্থিত হইয়াছেন, ভগিনীরাও অদ্য উপস্থিত হইয়াছেন, এই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের গৃহ হইয়াছে, তুমি এই পরিবারের গৃহ-দেবতা হইয়া এখানে বিরাজ করিতেছ যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মঙ্গল কর। তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক।"

চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

নগর সংকীর্ত্তন।

কলিকাতা, ব্রহ্মমন্দির, ১১ই মাঘ, ১৭৯১ শক।

দয়াময় ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করিবার জন্য আজ এই নগর প্রতীক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে জগৎ কম্পিত হইবে বলিয়া চারিদিকে শত সহস্র লোক প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আমাদিগের ভক্তি আমাদিগের প্রেম এই সাম্বোৎসরিক দিবসে তাঁহার চরণে অজস্রধারে বর্ষিত হইবে বলিয়া মন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে ; ব্রাহ্মগণ, তোমরা বিলম্ব করিও না। দয়াময় ঈশ্বর এতদিন তোমাদিগকে কৃপা করিয়া যে সকল ধন দিলেন, কৃপা করিয়া যে সকল বিশ্বাস ভক্তি প্রেরণ করিলেন, সেই সকল বিনীতভাবে হস্তে লইয়া নগরের দ্বারে দ্বারে যাও। আজ সেই পরম ব্রত সাধন কর। আজ পিতার প্রেম চারিদিকে জগৎকে সিক্ত করিবে। তোমরা কি ওজর করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে ? যদি বল আমি ঘোর পাপী. পাপের গভীর কূপে নিমগ্ন আছি, আমার আবার উৎসব কি ? আমি জন্মদুঃখী, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী রোদন করিয়া দিন কাটাইব, ক্রন্দনই আমার উৎসব, কেমন করিয়া আমি নগরে নগরে দ্বারে দ্বারে দয়াময়ের পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে যাইব, যাঁহারা পুণ্যবান্ পবিত্রহৃদয় তাঁহারা এই কার্য্য করিতে যাউন।—একথা আমি এখন শুনিতে পারি না। দেখ তোমাদের হৃদয়ের এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও দয়াময় তোমাদের কত দিয়াছেন কত করিয়াছেন। এবিষয়ে জীবনকে জিজ্ঞাসা করিয়া

দেখ। এই উৎসবে সেই সমস্ত ব্যাপার প্রদর্শন কর, আজ আর কাঁদিবার দিন নহে। এই দুঃখ পাপের মধ্যে যাহা পাইয়াছ আজ তাহা স্বীকার করিবার দিন, তাহা পবিত্র আনন্দের সহিত সকলকে বলিবার দিন। মানিলাম যে তোমরা ঘোর পাপী, মানিলাম তোমাদিগের মনের মধ্যে এখনও এমন ভাব আছে যাহা দেখিলে হৃৎকম্প হয়। তোমরা যদিও এতদিন শত শত পাপ করিয়া থাক, কিন্তু সেজন্য তোমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, সে বিষয়ে তোমরা তাঁহার সহিত মীমাংসা করিয়া লও। কিন্তু বঙ্গদেশ— সমস্ত জগৎ যে তোমাদিগের নিকট কিছু লাভ করিবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের জন্য তোমাদিগের দুঃখী ভ্রাতাভগিনীদিগের জন্য, তোমরা কি করিলে? তাহারা যে তোমাদের মুখাপেক্ষা করিয়া আছে। আজ তোমাদিগের সেইদিন যে দিন তোমাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ব্রহ্মের নিকট যাহা পাইবে তাহা তাহাদিগকে দিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। যত পাপ দেখিবে তত বিনয়ী হইবে। একদিকে হৃদয়কে বিনয়ী করাই কেবল পাপের কার্য্য। পাপ স্মরণ করিয়া কেবলই বিনয়ী হইয়া থাক। কল্পিত অনুতাপে আর ডুবিয়া থাকিও না। সত্য বটে পাপ ভয়ানক মূর্ত্তিধারণ করিয়া বলে, যাও ব্রহ্মমন্দির হইতে দূর হও, যখন পিতার চরণে এত কাঁদিয়াও তোমার মনের অপবিত্রতা দূর হয় নাই তখন এখান হইতে এখনই দূর হও। শুদ্ধ পাপ স্মরণ করিলে এইরূপ অনুতাপ হয় বটে। ফলতঃ তুমি যেরূপ পাপে অপরাধী তাঁহার জন্য একদিকে কেবল দিবস যামিনী রোদন কর। চিরদুঃখী জানিয়া কেবল ক্রন্দন কর। তোমার এক উৎসব ক্রন্দনের উৎসব হউক। আর একদিকে দেখ ঈশ্বরের করুণা

পাপীর ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া গম্ভীরভাবে বলিতেছে—পাপী স্মরণ কর, যখন তুমি হাহাকার করিতেছ তখন পিতা তোমাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন, এবং তাঁহার প্রেমস্বরূপে বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে আনিয়া দিবেন। এইরূপে দেখ একদিকে যত পাপ আর একদিকে তাঁহার করুণা তত অধিক। পাপের সহিত ঈশ্বরের করুণার এইরূপ সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইতেছে দেবাসুরের যুদ্ধ এইরূপে মনুষ্য হৃদয়ে সর্ব্বদাই চলিতেছে। জীবনের সমস্ত পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া একটি উদাহরণও কি দিতে পার যেখানে ঈশ্বরের করুণা পাপের নিকট পরাস্ত হইয়াছে, দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরেরা জয়লাভ করিয়াছে? পাপী বলিয়া তবে এমন মনে করিও না যে আমরা ভ্রাতা ভগিনীর নিকট তাঁর সঙ্কীর্ত্তন করিতে উপযুক্ত নহি। ব্রাহ্মগণ, তোমরা এমন কখন মনে করিও না, উহা শুনিয়া জগতের লোকে তোমাদিগকে কি মনে করিবে? ইহা কি তোমরা জান না, বঙ্গদেশের লোকেরা একথা কি শুনিবে যে ঈশ্বরের দয়া পাপের নিকট পরাস্ত হইল? একথা আমি শুনিতে চাহি না, একথা কোন্ কথা? সাধুহৃদয়ে সাধুতা ও পুণ্য প্রকাশ করিবার জন্য, পাপীদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্যই তাঁহার নামের এত মহিমা। তাই 'দীনবন্ধু' নাম, যাহা আজ আমরা নগরের পথে পথে কীর্ত্তন করিব। আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা বলিয়া দিতেছে, এই যে পাপী ঘোর পাপে নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহার পাপ অন্ধকার তাঁহার করুণাতে বিলুপ্ত হইবে। আজ দেখিব যে হৃদয়ে পাপ পরিপূর্ণ ছিল সেই হৃদয় স্বর্গ হইল কি না, যে হৃদয় নিরুদ্যম হইয়াছিল, আবার সেই হৃদয় বিগলিত হইল কি না, যে হৃদয়কে অন্ধকার রাশি প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল সে হৃদয় আলোকে পূর্ণ

হইয়াছে কি না। আজ ব্রাহ্মসমাজই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বল, এমন ঘটনা কতবার হইয়াছে যে সময় অসাধুতার পর সাধুতা, দুঃখের পর আনন্দ, পাপের পর পুণ্য আমাদিগের জীবনকে ক্রমান্বয়ে শোভিত করিয়াছে। কতবার অন্ধকার দেখিয়া আবার দ্বিপ্রহর সূর্য্য দেখিলে। যদি বল এমন কেবল একবার দেখিয়াছি, তাহা হইলে সেটী তোমাদের মিথ্যা কথা। যদি বল সহস্রবার, তবে তোমাদের কথায় সায় দিতে পারি, প্রত্যেক জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিবে সহস্রবার, অগণ্যবার এইরূপ ঘটনা হইয়াছে। তখন কিরূপে বলিবে আমাদিগের অনেক পাপ আছে, তবে দয়াময়ের নাম প্রচার করিয়া কি করিব।

"ডাক দীনবন্ধু বলে" এই সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন নগরের পথে পদার্পণ করিবে তখন কি ভাব লইয়া যাইবে? তখন কি অহঙ্কার করিয়া বলিবে যে ঈশ্বর দয়াময় নাম বলিয়া দিয়াছেন, আমরা দেখ তাহা কেমন ঘরে ঘরে প্রচার করিতেছি! কেমন করিয়াই বা এরূপ ভাবকে মনে স্থান দিবে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমি একেবারে দয়াময় নাম বলিতে পারিব না এরূপ বিশ্বাস করিবে? পুরাবৃত্তে যে সকল ঘটনা হইয়াছে তাহা কি একেবারে বিনষ্ট করিতে হইবে? যদি তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া দীনবন্ধুর নাম কীর্ত্তন কর, কত কঠোর প্রাণী আসিয়া সেই নাম শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিবে। এ নাম হৃদয়ের সহিত কীর্ত্তন করিলে নিশ্চয়ই সেই নামের বলে জগৎকে মাতাইতে পারিবে? যাঁহার দয়া ৪০ বৎসর এই ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশিত হইতেছে, সে ঈশ্বরকে কি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিবে? এখনও কি বলিবে আমরা পাপী তবে দয়াময়ের নাম কেমন করিয়া বলিব? এতদিন ধর্ম্মের সাধন

করিয়াও এখন যে আপনাদিগকে এত অপদার্থ বলিয়া মনে করি-তেছ তাহা কাহার দোষ, ঈশ্বরের না ব্রাহ্মসমাজের? সে দোষ তোমাদিগের প্রত্যেকেরই। কিন্তু তোমরা যে দোষ করিলে তাহার ফলভোগ করিবে কি তোমাদের দেশ? না তোমাদের ভ্রাতা ভগিনীরা? তোমরা নিজে দোষ করিয়া শেষে কি বলিবে আমরা ভ্রাতা ভগিনীদিগের নিকট কেন ঋণী হইব? তোমরা যাহা কিছু পাইয়াছ তাহা যদি ভাল করিয়া ব্যবহার করিতে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা কত উপকার হইত এবং এতদিনে তোমাদের মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইত। যাহা হউক এখন আর সময় নাই, যথেষ্ট বৃথা কালাতিপাত হইয়াছে। কত লোকই না ভাল হইত। তোমরা যদি আপনাদিগকে অনুপযুক্ত মনে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক, অন্য অনেক ভাল লোক আছে, ঈশ্বরের কাজ কখনই পড়িয়া রহিবে না। ঈশ্বর অন্য ভ্রাতাকে ডাকিয়া তাঁহার কার্য্য সাধন করিয়া লইবেন, সত্য সত্যই এখানে আসিবেন, তিনি স্বহস্তে সকল লোককে প্রেরণ করিবেন। এস তবে যাই, দেখ সেই নাম অবলম্বন করিলে আমরা কি করিতে পারি। কেবল সেই নামে যদি আমরা বাঁচিয়া থাকি, এস সেই নাম আমরা ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে প্রচার করি। আজ নগরে কি ফল হইবে কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু আশাকে মনে স্থান দেও। যেখানে ধর্ম্ম, ঈশ্বরের হস্ত, কাহার সাধ্য বাধা দেয়। যেখানে ঈশ্বর নিজে আমাদিগের রক্ষক সেখানে কি পৃথিবীর সামান্য জীবেরা কোন বাধা দিতে পারে? তোমরা আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহার উপর নির্ভর রাখিয়া কর, ফল বিধান ঈশ্বর করিবেন। অতএব একদিকে দয়াময়ের নাম আর একদিকে তোমাদিগের জীবন পুস্তক লও, সকলকে বল

কি ছিলে দয়াময় নামে কি হইয়াছ, এতদিন কোথায় যাইয়া কি করিতে, আর এখনই বা পাপতাপ সত্ত্বেও কোথায় আসিয়া কি করিতেছ। যেমন একদিকে এই প্রকার সে নামের গৌরব প্রদর্শন করিবে তেমনি আর একদিকে আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব। কেনা সেই মধুময় নাম শুনিবে? এই নগরে যে নাম উত্থিত হইবে অপর নগরে সেই নাম গিয়া প্রচারিত হইবে! তোমাদিগের দুঃখী ভ্রাতা ভগিনীদিগকে তাঁহার নামের অমৃত আস্বাদন করাও। তোমরা দয়াময় নাম ধর। দেখিব তাঁহার করুণায় আমাদিগের সকল দুঃখ দূর হয় কি না। দেখিব চিরকাল হৃদয়ের মধ্যে যে দেবাসুরের যুদ্ধ হইতেছে তাহাতে অবশেষে ধর্ম্মের জয় হইল কি না। এই নাম জীবনের অলঙ্কার কর। আমাদিগের মনেত অনেক পাপ দেখিয়াছি, এক্ষণে ঈশ্বরের দয়ার গুণে যেটুকু পবিত্রতা পাইয়াছি সেইটুক দেশের ভ্রাতা ভগিনীদিগকে দিব। তোমাদিগকে বলিতেছি যতবার পার সেই শীতল চরণে গিয়া আশ্রয় লও। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা বলিয়া দিতেছেন, আমাদিগের সেনাপতি ঈশ্বর কত রকমে কহিতেছেন তাহারত কথাই নাই। অতএব সকলের দুঃখে দুঃখী হইয়া আজ সকলে তাঁহার নাম প্রচার কর। আজ করযোড়ে তোমাদিগকে নিবেদন করিতেছি তোমরা বিনয় সহকারে হৃদয় মন এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত কর। চেষ্টা কর কতজন ভ্রাতা ভগিনীকে পিতার ঘরে আনিতে পার। আহা, সেইদিন কেমন হইবে যেদিন দেখিতে পাইব নূতন ভ্রাতাভগিনীরা এই ঘরে আসিয়াছেন। ঈশ্বরের ঘর এখনও প্রশস্ত রহিয়াছে, সেখানে এখনও অনেক স্থান খালি পড়িয়া আছে। আমাদিগের পরিবার প্রবল হউক। সকল দেশে মিলিত

হইয়া, পৃথিবী একতান হইয়া বিভুর গুণগান করুক, তাঁহার অনন্ত দয়ার পরিচয় দিক। অনুরাগের সহিত, ভক্তির সহিত আজ এই মহৎ কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হই। আমাদিগের দুঃখ দূর হইবে, আর বঙ্গমাতার ক্রন্দন নিঃশেষিত হইবে।

সত্যং শিবং সুন্দরং।

ব্রহ্মমন্দির, ১৬ই মাঘ, ১৭৯১।

আমাদিগের ঈশ্বর কেমন ঈশ্বর? তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরং।" তিনি সত্য, তিনি মঙ্গল, তিনি সুন্দর। তিনি সত্যের আধার, মঙ্গলের আধার এবং পূর্ণ সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকর। তিনি ব্রাহ্ম-দিগের উপাস্য, জগতের পরিত্রাতা। তিনি পরম সত্য, তাঁহার তুলনায় আর সকলই ছায়া। যদি জড় জগৎকে কেহ সত্য বলে, তাহা কেবল এইজন্য যে সে সমুদয় ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যাহা কিছু চারিদিকে দেখিতেছি সকলই কল্পনা। আকাশের চন্দ্র সূর্য্যও তাঁহা ছাড়া কল্পনা মাত্র। ঈশ্বর পরম সত্য যদি স্বীকার কর, সকলই সত্য হইল; সকলই সার, সকলই দেদীপ্যমান, সকলেরই সত্তা স্পর্শ করা যায়। সকল সত্তার মূল সত্তা সেই জগৎ পাতা। জ্ঞান সাধুতা পুণ্য তাঁহাতে বিরাজ করে। সকল সত্যের সত্য তিনি। যত পবিত্রতা, স্রোত-রূপে তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে। চারিদিকে সাধুতা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া স্রোতস্বতীরূপে মনুষ্যের মনে নানা ফল প্রসব করিতেছে। সকলই অপবিত্র কেবল যদি ঈশ্বর পবিত্র ইহা স্বীকার করা না হইল। তাহা হইলে জগৎ অসত্য, এ সকলই

অসম্ভব! পবিত্রতার জন্মস্থান তিনি! সমুদয় সত্যের মূলকারণ যিনি তিনি সত্য, ইহা হৃদয়ের সহিত বল। তোমাদের সমুদয় ছায়া কল্পনা বিদূরিত হইবে, হস্ত দ্বারা যদি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পার যে যদি আমি আছি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে তিনি আছেন ইহা কোটিগুণে সত্য; যিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি এখানে বিদ্যমান, তিনি আমাদিগের সমক্ষে বলিয়া দিতেছেন যে আমি এইখানে বিদ্যমান আছি। কিন্তু বাহিরের চক্ষু কাহাকেও দেখিতে পায় না। আকাশে ভ্রাম্যমাণ আমাদের পদতলস্থিত এই পৃথিবী হইতে সামান্য ধূলিকণার মধ্যে পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ত্তমানতা সাধক প্রত্যক্ষ চক্ষে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করেন। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা তিনিই ব্রহ্মমন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি আমাদিগের প্রাণের প্রাণ ঈশ্বর। ভক্ত সাধক আপনার প্রাণকে অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরকে তিনি সর্ব্বদা ভক্তিনয়নে দেখেন। তাঁহাকে কিরূপে অলীক মনে করিবেন? যিনি সন্তানদিগকে পালন করিবার জন্য চারিদিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন তাঁহাকে সাধক স্পর্শ করিতেছেন। ঈশ্বর পরম সত্য। তিনি ছায়া, এরূপ বিশ্বাস যদি আমরা মনে ধারণ করি, তাহা হইলে আমাদিগের বাঁচিবার আর প্রয়োজন নাই। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে লইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন ধারণ করিতেছেন। এই পুস্তক হস্তে করিয়া যেমন ইহাকে স্পষ্ট সত্য জানিয়া ইহার অন্তর্গত বিষয় সকল পাঠ করি, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানী যেখানে বাস করেন তিনি অক্লেশে বলিতে পারেন ব্রহ্ম সত্য। আর সকলই মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার নির্ভর সেই পিতার উপর তিনি কখন তাঁহাকে মিথ্যা বলিতে পারেন না। এমনি করিয়া সাধক তাঁহাকে ধারণ

করিবেন, তবে জানিতে পারিব মনুষ্যগণ ব্রাহ্ম হইয়াছে কি না। যিনি আস্তিক তিনি বলেন আমার ঈশ্বর আছেন; যিনি আস্তিক নাস্তিক এ দুয়ের মধ্যস্থিত, তিনি কখন ঈশ্বরকে জাগ্রৎ দেখেন. কখন বা স্বপ্নবৎ দেখেন। তিনি কখন কখন প্রার্থনা করিতে মনে করেন কাহাকে ডাকিতেছি। এই মধ্য বিভাগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় অবস্থা। কল্পনার পথ পরিত্যাগ কর। প্রত্যেকে হৃদয়ে সত্য ধারণ কর। তবে ব্রহ্ম তোমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবেন।

শিবং—তিনি করুণার সাগর। আমাদিগের ঈশ্বরকে প্রথমে জানিলাম যে তিনি সত্য। সেইরূপ আবার দেখিতেছি, আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য তাঁহার অনন্ত মঙ্গল কামনা রহিয়াছে। ইহা কি ছায়া মনে করি? ঈশ্বরের রাজ্য কোথায়? নাস্তিকেরা বলিবে অন্ধকার ও কল্পনার সে রাজ্য কিন্তু আস্তিকেরা বলিবেন, ঈশ্বরের রাজ্য প্রেমরাজ্য। আমাদিগের প্রার্থনা আকাশে বিলীন হয় না। ক্ষুধিত রহিয়াছি, দেখিলাম একজন পুত্রদিগকে অমনি সম্ভাষণ করিয়া ডাকিলেন। কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অমনি সেই অপরিচিত ব্যক্তি পুত্রের মুখে অন্ন দিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার মনে কি শোক আছে বল? কে পুত্র হইয়া আমার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবে? অমনি পুত্রেরা তাঁহাকে চারিদিক বেষ্টন করিল, বলিল আমার এই দুঃখ আছে, আমার এই দুঃখ আছে। মা, দুঃখ দূর কর, আমি তোমার কোলে যাইয়া শীতল হইব। অমনি মা সেই দুঃখ অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন। মাতা কোলে লইলেন। আবার বলিলেন, কাহার কাহার পাপ আছে বল। আবার লক্ষ লক্ষ লোক আসিল। পাপী

পাপীকে সংবাদ দিল, অন্ধ অন্ধকে সংবাদ দিল। কথার স্রোত পৃথিবীময় বিস্তারিত হইল। দৌড়াদৌড়ি পাপী সন্তানগণ আসিল। ঈশ্বরের কথা সত্য হইল। যে যে রোগ লইয়া আসিয়াছিল তাহার পাপ রোগ তিনি অমনি আরাম করিয়া দিলেন। যাহার রোগ ৫০ বৎসরে যায় নাই, এই কয় বৎসরের মধ্যে তাহার পুনর্ব্বার প্রাণ হইল। তাহার দ্বারে আসিয়া কেহ ফিরিয়া গেল না। যাহারা মলিন বিষন্ন ছিল আনন্দের সহিত দ্বারে আসিয়া প্রবেশ করিল। এইরূপ সর্ব্বদাই দেখিতেছি একজন মা হইয়া সকলের দুঃখ মোচন করিতেছেন। এই মাই বা কে? এ সন্তানেরাই বা কে? তাঁহারা যাহা দেখিতেছেন তাহাই বা কি? এসমস্ত ব্যাপার এতবার দেখিয়া এখন কি বলিব, যে তখন নিমীলিত নয়নে আমরা সে সকল দেখিয়াছি, এখন জাগ্রৎ হইয়া যে দেখিতেছি সে সমুদয় ভ্রম; আগে যখন তাহাদিগকে সত্য মনে করিতাম তখন মোহিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি তখন নির্ব্বোধ ছিলাম। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সুসমাচার শুনিয়াও বলিল যে এ কল্পনার কথা। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এই সত্য লইয়া কত কুতর্ক মনুষ্যের মনকে বিচলিত করিয়াছে। সত্য হইল মিথ্যা, ঈশ্বরের কথা বিশ্বাসযোগ্য হইল না। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা কিন্তু জানিয়াছি যে ঈশ্বরের প্রেম সত্য, স্বভাবতঃই তিনি দীনবন্ধু। পাপীকে তিনি দয়া করিতেও পারেন, ইচ্ছা না হইলে না করিতে পারেন, এরূপ নহে; তাঁহার প্রকৃতি এই প্রকার যে তিনি দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি জগতে এমনি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন যে একটি পাপী কাঁদিয়া উঠিলে তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইয়া অমনি বলিয়া উঠেন, এই যে পাপী কাঁদিতেছে। ঈশ্বর অমনি তাহার দুঃখ দূর করেন।

তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দেন। আমাদিগের পিতা এমন নহেন যে তিনি আজ দয়াল কাল নির্দয়; আমাদিগের বঙ্গদেশের প্রতি প্রসন্ন এবং অন্য দেশের প্রতি বিষন্ন। ইহলোকে পরলোকে যে ব্যক্তি ভক্তহৃদয়ে কাঁদিবে, প্রেমময় এমনি দাতা যে তিনি প্রেম-ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাকে দিবেনই দিবেন। যদি বল কোটি লোককে একেবারে কেমন করিয়া তিনি দিবেন? তাহার উত্তর এই যে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে কাঁদিলে তিনি কাহাকেও নিরাশ করেন না। এমনি আমাদিগেব পিতা দয়াময় যে, যে ব্যক্তি যাহা চাহে তাহাকে তিনি তাহাই দেন। যে তাঁহাকে চাহে না দেখে না, তিনি তাহারও কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। দয়াময় মৃতকে সচেতন করিবার জন্য স্বহস্তে তাহার সম্মুখে অন্ন দিতেছেন দেখ অবাধ্য সন্তান কত পাপ করিতেছে, তথাপি পিতা তাঁহার জগৎ মধ্যে রাখিয়া অন্ন জল দিয়া তাহাকে স্নেহ করিতেছেন। দেখি, যে যে পিতার কথার বিরোধী রহিয়াছে তাহাদের উপরেও পিতার অসীম করুণা। দেখ সন্দেহ যেন তোমাদিগের চক্ষুকে ঢাকিয়া না ফেলে। অবিশ্বাস এমনি শত্রু যে ইহা একটুকু করিয়া তোমাদিগের মনকে আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তোমাদিগের বিশ্বাস ক্রমে একেবারে যাইবে, অবিশ্বাসের এমনি ভয়ানক কীর্ত্তি। ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লওয়া অবধি আমাদিগের নিকট হইতে ছায়ার রাজ্য চলিয়া গেল। আমরা সত্যের রাজ্যে বাস করিতেছি। ইহলোকে থাকি কিম্বা পরলোকে থাকি, ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বত্র। পিতার এমনি মহান্ স্বভাব যে আমাদের পরিত্রাণ জন্য তিনি আপনাকে দায়ী মনে করেন। তিনি মনে করেন যে, এই যে সন্তান আমাকে পাঁচ বৎসর ডাকে নাই সে সন্তান কোথা

গেল? দয়াময় দীনবন্ধু পিতা এইরূপে কোটি সন্তানকে আপনার চক্ষুতে দেখিতেছেন। তিনি জঘন্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকেও ক্রোড়ে লইয়া থাকেন। দয়াময় কাহাকেও ছুড়িয়া ফেলেন না। তোমরা আর আসিতে পারিবে না, পিতা এ কথা কাহাকেও বলেন না। একদিনও এ কথা শুনিতে পাই নাই যে তিনি একজনকেও ত্যজ্য করিয়াছেন। যদি এমন কখন দেখ নাই, তবে পিতার প্রেমের ব্যাপারকে নিশ্চয় বলিয়া জান না কেন? কত প্রকারে তিনি জগতে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিয়াছেন। পিতার কথা বার বার অস্বীকার করিয়াছ, তবু তাঁর এত করুণা। তবে তাঁহাকে কি বলিয়া অবিশ্বাস কর? দয়াময়ের ন্যায় অমূল্য ধন আর নাই। যিনি পরিত্রাণ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার আশ্রয় লইয়াছ, তোমাদিগের ভাবনা কি? দয়াময় এমনই আমাদিগের পিতা, তাঁহাতে একটুমাত্র অমঙ্গল বা অস্নেহ নাই।

সুন্দরং।—তাঁহার পবিত্রতার সঙ্গে তাঁহার মঙ্গল ভাবের যোগ কর। যিনি পবিত্রতার উৎস হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন তিনি আবার রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ, তোমরা প্রেমময় বলিয়া অনেকবার তাঁহাকে পূজা করিয়াছ। কিন্তু সুন্দর বলিয়া কি তাঁহাকে একবার ডাকিয়াছ? সত্য এবং মঙ্গল এই দুই মিলিত করিয়া যে সৌন্দর্য্য হয় সেই মনোহারিতা তাঁহার। এইটুকু কি আমরা জানি না যে তিনি অতিশয় সুন্দর? জগতের লোক কি তাঁহাকে কেবল ঈশ্বর বলিয়া ডাকিবে? কিন্তু কেহ কি বলিবে না যে আমাদের পিতা কি সুন্দর? দেখ নদীর কেমন গতি, দেখিলে মন মোহিত হয়। যখন নব নব পুষ্প বৃক্ষকে শোভিত করে, কত লোক তাহা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। পুত্র যখন প্রসব হইল,

মা তাহার মুখশ্রী দেখিয়া গলিয়া যায়। যখন ভাই ভগিনী দূরদেশ হইতে ফিরিয়া আসে, তখন মন বিমুগ্ধ হইয়া কেমন আনন্দ লাভ করে। বন্ধু বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া কত ব্যাধি মন হইতে দূর করে। যে যাহাকে ভালবাসে তাহার সেই পদার্থ কেমন সুন্দর বোধ হয়। হায়! জগতের বস্তুকে সকলে সুন্দর বলে, কিন্তু ভ্রাতৃগণ, কে ঈশ্বরকে সুন্দর বলে? ঈশ্বরের কাছে কোন সুন্দর পদার্থ কি দাঁড়াইতে পারে? ব্রাহ্মগণ, তোমরা যদি তাঁহাকে সুন্দর না বলিবে, তাহা হইলে কে আর তাঁহাকে সুন্দর বলিবে? একবার বিনীত হইয়া বলিতেছি, একবার পিতাকে সুন্দর বলিয়া দেখ। আমরা পিতার সৌন্দর্য্য দেখি না, আমরা কেবলই তাঁহার কঠোর ভাব দেখি, তাঁহার সম্মুখে থাকিয়াও আমাদিগের মন বিমোহিত হয় না। যখন জগৎবাজারে যাই, দেখি কত পুতুল সেখানে রহিয়াছে; দৌড়িয়া তাহা কিনিতে যাই, তাহাদের দেখিয়া মন বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ জগৎ একেবারে মনুষ্যের মনকে ভুলাইয়া রাখে। হে জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি সকল, তোমাদিগকে জগৎ একেবারে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। হায় তোমরা শেষকালে পুতুল পাইয়া ভুলিয়া গেলে! বলিলে কি না, পুত্র কি সুন্দর! এই বস্তুটি কি সুন্দর! সংসার সকলকে ছেলে ভুলাইয়া গেল। সংসার বড় ধূর্ত্ত। যাই দেখিল মনুষ্যের পক্ষে একটা কোন স্নেহময় পদার্থ পুরাতন হইল, অমনি পরদিনে আর একটি দ্রব্য আনিয়া দিল। যাই দেখিল সংসার হইতে ইহার মন ক্রমে বিচলিত হইতে লাগিল, তখনি আবার তাহার ত্রিশটাকা বেতন বাড়াইয়া দিল; সে আবার ধনদেবতার পদ চুম্বন করিতে লাগিল। এইরূপ মনুষ্যেরা কেমন বার বার মিথ্যা সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া জগতের চরণে

লুটাইতেছে। সকলে যে পাষণ্ড হইল। যিনি বড় সুশ্রী তাঁহাকে বিশ্রী বলিয়া ভুলিয়া রহিল, আর পাঁকের ভিতর পড়িয়া বলিল কর্দ্দম কেমন সুন্দর। ধিক্ পাপী সন্তান, যে সামান্য পৃথিবী তোমাকে এমন ভুলাইয়া রাখিতে পারিয়াছে। পিতার কি এমন সৌন্দর্য্য নাই যে তিনি লোককে ভুলাইতে পারিলেন না। জগদীশ্বর, তোমাকে লোকে দেখিল না, তোমার কথা শুনিল না, তোমাকে বৃথা দোষ দিল। হে ভ্রাতৃগণ, আর তোমরা সৌন্দর্য্যের আধার পাইয়া অন্য সৌন্দর্য্য চাহিও না। যেমন সংসার এখন তোমাদিগকে শৃঙ্খলে বাঁধিতেছে, তেমনি দেখিও যেন তাঁহার শৃঙ্খল তোমাদিগের মনকে বাঁধিতে পারে। সত্যং শিবং সুন্দরং যিনি, তাঁহার আরাধনা কর, সৌন্দর্য্যে তোমরা মোহিত হইবে, বুঝিবে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন সুন্দর ধর্ম্ম, এই মন্দির কেমন সুন্দর মন্দির। পিতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিবে না। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কাছে আর কোন সৌন্দর্য্যই নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্যে জগৎ সুন্দর হইয়াছে। দেখ তাঁহার সৌন্দর্য্য কেমন মধুর। পৃথিবীর চন্দ্র এত মধুর নহে। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখে আপনারা বিমোহিত হইবে, তোমাদের ভাব দেখিয়া জগতের লোক ধাবিত হইবে, এবং তোমরাও পিতাকে ডাকিয়া কৃতার্থ হইবে।

ঈশ্বরের অনন্ত করুণা।

ব্রহ্মমন্দির, উৎসবের রাত্রি।

স্বর্গ পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ধর্ম্ম অধর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সত্য অসত্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ঈশ্বর বিরোধী

সন্তানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কতবার আর কতবার তোমরা বিরোধী হইয়া কালযাপন করিবে? অধর্ম্ম ধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইল, আবার কিছুদিন পরেই ইহা ধর্ম্মের শত্রু হইয়া উঠিল। ঈশ্বরের পাপী সন্তানেরা অনেকবার তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইল, আবার তোমাকে চিনি না বলিয়া তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিল। ঈশ্বর সেইজন্য বলিতেছেন, কতবার পাপী সন্তান, কতবার আমার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে? আর কতবার এইরূপ ব্যবহার করিবে? এই তোমরা করযোড়ে আমার কাছে আসিয়া বলিলে, আর বিপক্ষাচরণ করিব না, তবে কেন আবার বিরোধী হও? বাস্তবিক এই প্রশ্ন গুরুতর প্রশ্ন। সময়ে সময়ে তাঁহার চরণে আমরা কাঁদিয়া পড়িয়াছি, আর কুপথে যাইব না বলিয়া তাঁহার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছি, তথাপি দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। যত পরিমাণে আমরা উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করি সেই পরিমাণে আবার নিম্নপ্রদেশে পতিত হই। যে ব্যক্তি এক সময় দেবভাব ধারণ করিয়াছে, কত উৎসাহময় বাক্য মুখ হইতে নির্গত করিয়াছে, তাহার চক্ষু হইতে এমন ভক্তিজ্যোৎস্না পড়িয়াছে যে তাহাকে দেখিলে বোধ হইত সে এ পৃথিবীর মনুষ্য নহে; তাহার অবস্থা আবার কয়েক বৎসর পরে দেখি, কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সে নরকমধ্যে বিচরণ করিতেছে! হা দুর্ভাগ্য লঘুচিত্ত মনুষ্য, তুমি না স্বর্গে বসিয়াছিলে, ধিক্ তোমাকে। এখন পাপসাগরে আবার কেন তোমাকে মগ্ন দেখিতেছি? তুমি এত উচ্চ অবস্থায় ছিলে, আবার এখন তুমি এত নিম্নস্থানে আসিয়াছ? তোমার যে অপরাধ কত হইয়াছে তাহা কে কহিতে পারে? যখন তুমি এতদূর করিতে পারিয়াছ তখন যে কল্য কি করিতে না পার তাহা কে বলিতে

পারে? তুমি যে তাঁহাকে ছাড়িয়া কেবল নরকমধ্যে বাস করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? যদিও এমন পাপী পৃথিবীতে নাই যে একেবারে ঈশ্বর ভ্রষ্ট হইয়াছে, এমন কখনই কেহ দেখে নাই যে জগৎ একেবারে অধর্ম্মের আলয় হইয়াছে, মনুষ্যের মন কখনই এত পাপপঙ্কে পতিত হয় না যে তাহাতে ধর্ম্মের কোন না কোন চিহ্ন দেখা যায় না; কিন্তু তাহাতে বিশেষ লাভ কি হইল? সত্য বটে, ঈশ্বরের যে আশ্চর্য্য দয়া, আমরা তাহা সময়ে সময়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি; সত্য বটে, কতবার পাপ করিয়া বিষম যন্ত্রণার জ্বালায় বলিয়াছি, পিতা ঘাট মানিলাম ক্ষমা কর, যে দুষ্কর্ম্ম করিবার তাহা করিয়াছি ক্ষমা কর, আর এমন করিব না; এবং দয়াময় ঈশ্বর তাহা শুনিয়া অমনি ক্ষমা করিলেন। সত্য বটে, পাপী ব্যথিত-হৃদয়ে বলিল অনেক পরহিংসা, অনেক পাপ করিয়াছি, এবার আর কোন আকর্ষণমধ্যে যাইব না; কিন্তু দুই দিন যাইতে দেও আবার দেখিব পাপী কি ভয়ানকমূর্ত্তি ধারণ করিল। আবার দুইদিন যাইতে না যাইতে তাহার হৃদয় কি হইল। আবার সেই পাপ, সেই পাপের পদতলে সেই পাপীকে অবলুণ্ঠিত দেখিলাম। যে ব্যক্তি একবার ভক্তিসাগরে সন্তরণ করিত সে আবার কেন নরকে আসিল? এখন তাহার কথা শুনিলে যে কাণে অঙ্গুলী দিয়া থাকিতে হয়। এই যে সে কাল আর এমন করিব না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল। হায়! মনুষ্যের মনে এত পরিবর্ত্তন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। এইরূপ দেখিয়াই জগদীশ্বর বার বার বলিতেছেন, আর কতকাল তোমরা বিলম্ব করিবে, এখনও মনের কি সাধ মিটিল না? বার বার পিতাকে বধ করিতে গিয়াও কি তোমাদের দুরভিসন্ধি গেল না? দেখ পাপীর কতবার ক্রন্দন, এবং

পিতারই বা কত দয়া! আবার পাপী একদিন হয়ত সংসারের শোক তাপ যন্ত্রণায় কাতর হইল, আবার হয়ত সে কাঁদিল। পিতা আবার সেই পাপীকে কাছে আসিতে দিলেন। সেই পাপী কতবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে, আবার যে তাহা করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? পাপী বলিল, এইবার দয়া কর, পিতা তাহার স্বভাব জানিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি বলেন না যে আর ক্ষমা করিব না, কিম্বা মূল্য দিতে হইবে। তিনি অপরাধ ক্ষমা করিলেন আর পাপী তাহা পাইয়া এবারই বা কি করিল? পরদিবস আবার সে নরকে গিয়া পড়িল। মনুষ্য যতবার এইরূপে বিরোধ করিতেছে, ঈশ্বর ততবার তাহাকে তাঁহার কাছে আসিতে দিতেছেন। পাপী বার বার ক্ষমা পাইয়া আবার বার বার অপরাধ অত্যাচার করিতেছে। যেমন আমাদের অবাধ্যতা, তেমনি তাঁহার দয়া ও ক্ষমাও কিন্তু আশ্চর্য্য। তিনি পাপীকে বলিয়া দিয়াছেন যে তিনি তাহাকে কখন ভুলিবেন না। দেখ তিনি এতবার ক্ষমা করিলেন। তাঁহার ক্ষমা কত বড়। আমরা অপরাধ করিলাম, তথাপি তিনি আমাদিগকে ভুলিলেন না। তোমরা ব্রাহ্ম হইয়াছ কিসের জন্য? তাহা কি এজন্য নহে যে তোমরা পিতার নিকট যাইবে? এত অত্যাচার করিয়াছ, তথাপি তাঁহার ক্রোড় তোমাদের জন্য প্রসারিত রহিয়াছে। যাঁহার ইচ্ছা তিনি যাইতে পারেন। তিনি সুললিত শব্দ বিন্যাস অথবা বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই চান না। যে পিতা বলিয়া তাঁর কাছে যাইতে চাহে তাকেই তিনি শীতল করেন। তবে কেন আমরা এখানে থাকিয়া মরিব? চল তাঁর কাছে সকলে যাই। তোমাদের কি তাঁহার কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না? সেখানে যাইলে কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে না, আবার তুমি এখানে আসিতেছ

কেন? জঙ্গলে বাস করিতে চাও বাস কর, তিনি তোমাদের কোলে করিয়া থাকিবেন। বন্ধু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে চাও থাক, সেখানে তাঁর ক্রোড়ে থাকিবে। এত অধিকার কে কাহাকে দিয়া থাকে বল দেখি? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, পিতা এত করেন কেন? পাপী যতবার পাপ করে, কিন্তু যখনই সরল ভাবে তাঁর নিকটে যাইবে, তিনি তখনই গ্রহণ করিবেন। তিনি কখনই বলেন না দূর হও। এমন পিতাকে আমরা নির্য্যাতন করিতে কুণ্ঠিত নহি। হায়, এমন পিতার এমন দুরবস্থা হইল! যে দয়াময় বলিতে কত ভক্তের প্রেমাশ্রু বহিয়াছে, এখন কিনা সেই দয়াময়কে বার বার তাঁর পুত্রেরা অপমান করিল! এমন দুষ্প্রবৃত্তি তাহাদের অন্তরকে কেন আচ্ছন্ন করিল? হয়ত পাপী বলিবে আপনার চেষ্টায় কি হইবে? এই কথাতে কখন কখন সাধুতা থাকে বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাতে কি প্রতারণা থাকে না? তোমরা এরূপ কখন করিতে পারিবে না যে কেবল ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া প্রতিদিন হে পিতা রক্ষা কর, তোমাকে ছাড়িব না; বলিবে, কিন্তু বাহিরে যাইবামাত্র সকল প্রতিজ্ঞা সকল ভক্তি বিস্মৃত হইবে। তোমরা যখন এখানে আসিয়াছ, তখন তোমাদিগকে পাপপথ ছাড়িতেই হইবে। দুই প্রভুর সেবা এখানে কখনই হইতে পারিবে না। পিতাকেও ডাকিব, পাপও ছাড়িব না, তাহা কখনই হইতে পারে না। যদি পিতাকে ডাকিতে চাও ভক্তির সহিত দয়াময় দয়াময় বল; কিন্তু তাঁহার সহিত আর একপ ব্যবহার করিতে পারিবে না! তিনি যেন আবার না বলেন, কতবার, আর কতবার তোমরা বিরোধী হইবে? তিনি দয়া করিতে ক্ষান্ত হন না। পাপী যতই তাঁহাকে ছাড়িয়া পাপপথ দিয়া পলায়ন করে, ততই দেখ পাপীর

পশ্চাতে তিনি দৌড়িতে আরম্ভ করেন। আমরা কতবার তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তিনি আমাদের কেবল ধরিয়া রাখিলেন। হায়! এই পিতার বিরুদ্ধে কত অপরাধ করিলাম। ইনি আমাদিগকে ছাড়িয়াও ছাড়েন না। পাপী তাঁহার নিকটে পরাস্ত হইবেই হইবে। ভ্রাতৃগণ, চিরকাল ধর্ম্মসাধন করা সহজ নহে। বার বার তাঁহার নিকট পাপ কর, এবং বার বার তিনি ক্ষমা করেন, এইরূপে পাপ করার শেষ হয় না। ঈশ্বরের নিকট একবার হৃদয়ের সহিত কাঁদিয়া না পড়িলে আর ক্ষমা হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই একটী বিশেষ লক্ষণ, যে দয়াময়ের যত ভক্ত হইব, তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তিরস যত বর্দ্ধিত হইবে, তত আর পাপ করিতে হইবে না, পবিত্রতা ও শান্তি আত্মাকে সিক্ত করিবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিবার বারও কমিয়া আসিবে! অতএব আর পাপ করিও না, তাঁহার ভক্ত হইয়া থাক, তিনি চিরকাল আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সত্য বটে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় সাধন, সময়ে সময়ে অত্যন্ত কঠোর; কত পুরাতন পাপ আসিয়া হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে, শুষ্কতা আসিয়া নিতান্ত নীরস করে, দুঃখ এবং অশ্রুপাতে বীজ বপন করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিবে যে এসমস্ত সহ্য করিতে পারিব না, আমার ধর্ম্মে প্রয়োজন নাই? কখনই একথা বলা উচিত নহে, একথা ব্রহ্মোচিত নহে। তোমরা কি জান না কি সামগ্রী দিয়া ঈশ্বর তোমাদের এখানে প্রেরণ করিয়াছেন? তোমাদের আত্মা ধূলি নহে, স্বর্গীয় পদার্থে তাহা সৃষ্ট হইয়াছে? তিনি আপনার স্বরূপ দিয়া আত্মাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমরা এমন আত্মাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছ। অল্পচেষ্টা করিলে আবার

সেই জয়মুকুট তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিবেন। কেন নিরাশ হও? তোমরা কি কখনও ভাল করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলে? ভক্তহৃদয়ে ভক্তবৎসলকে কি কখনও ভাল করিয়া ডাকিয়াছিলে? এরূপে ডাকিলে ভক্তির অগ্নিতে সকল পাপ দুঃখ পুড়িয়া যাইবে। ভাল করিয়া সাধন করিয়া একবার দেখ দেখি, পাপী দেবতার ন্যায় সাধু হয় কি না? দেখ অব্রাহ্মজগতের পিতা হইয়া তিনি ইহাকে ব্রাহ্মজগৎ করেন কিনা, পিতা করুণায় দেশ ভাসাইতে পারেন কি না। দেখ ভক্তিতে কি হইতে পারে। কেবল মুখের কথাতে কি বহুকালসঞ্চিত পাপ যাইবে? কেবলই তাঁহার নামের বলে সকল পাপ তিরোহিত হয়; তাঁর নামের ন্যায় আর কিছুই আমরা শুনি নাই। তাঁর দয়ার ন্যায় আর কিছু দেখি নাই; যে তাঁর কাছে একবার দৌড়িয়া যায় তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরেন। পিতা এমন দয়াল, পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁর এত চেষ্টা ও ব্যগ্রতা, সেই জন্যই তিনি কহেন, কতবার, আর কতবার এরূপ পাপকূপে পতিত থাকিবে, আর কতদিন পরে তোমাদের পাপ যন্ত্রণার শেষ হইবে? ভক্তহৃদয়ে তাঁর শরণাপন্ন হও। যে দিন তোমাদের ভক্তি চলিয়া যাইবে, ঈশ্বরকে ডাকা শেষ হইবে, অমনি নিশ্চয়ই সেদিন তোমরা অধর্ম্মে লিপ্ত হইবে। পিতা পাপীর এমন সহায় থাকিতে কেন তোমরা নিরাশ হও, বা কালবিলম্ব কর? ব্রাহ্ম হইয়া যাহা একবার অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা আর ভঙ্গ করিও না। কবে সেদিন হইবে যেদিন তোমরা বলিবে পিতা আর পাপ করিব না; অনেক পাপ করিয়াছি এখন তোমার করুণায় পরাস্ত হইয়া স্বীকার করিলাম আর তোমার বিরোধী হইব না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম, ইহা একদিন পৃথিবীর সীমা হইতে সীমান্তর যাইবে।

যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিবে তখন সকল দেশ সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। পৃথিবী সেই স্রোতে প্লাবিত হইবে। তাই এখন বলিতেছি, যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর পিতার বিরোধী না হই, তাঁহার বিপক্ষে একটি কথাও যেন না বলি। এখনি পিতার নাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর, তাঁর দয়ায় নির্ভর কর, দেখি বঙ্গদেশ টল্‌মল্‌ করে কি না। তখন অন্যান্য ভ্রাতা ভগিনীরাও কাঁদিয়া পড়িয়া বলিবে, আর কেন পিতার বিরোধী হই। অনেক ভুগিয়াছি, অনেকদূর আসিয়াছি। তোমরা স্বর্গের ধর্ম্ম পাইয়াছ, এমন পাপী হইয়াও সাক্ষাৎ পিতার সম্মুখে তাঁহার উপাসনা করিবার অধিকার পাইয়াছ, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার ভাগ্য পাইয়াছ। তাঁহাকে এখনই ডাক, এখনই উত্তর পাইবে, কল্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। তাই বলিতেছি, দয়াময়ের চরণে গিয়া এখনই পড়, আশ্চর্য্য ফল পাইবে। পিতার স্বভাব এমনি। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, পাপী ডাকিতে না ডাকিতে তিনি আমাদের নিকট আসেন বলিয়া তিনি সুলভ হইয়া গিয়াছেন, আমরা আর তাঁহাকে মানি না। পাপী ডাকিলে তিনি থাকিতে পারেন না বলিয়া কি তাঁর এত অপরাধ হইল? আমাদের নিকট তিনি মান খোয়াইলেন? তিনি যদি কঠোর হইতেন তাহা হইলে হয়ত তিনি পাপীদিগকে প্রহার করিতেন, তাহাদিগকে বিনাশ করিতেন। কিন্তু তিনি যে দয়াময়, সে প্রকার কখনই করিতে পারেন না। তিনি দয়া দেখাইয়া পাপীর কঠোর হৃদয়কে পরাজয় করিয়া লন এই তাঁহার স্বভাব। তোমরা তাঁহার সন্তান হইয়া তাঁহার কাছে কাঁদিয়া তাঁহার করুণা দেখিয়া মুগ্ধ হও। ভ্রাতৃগণ, বিলম্ব করিও না, চল্লিশ বৎসর গেল আর কতদিন পাপে উন্মত্ত থাকিবে? যেমন বর্ষ যাই-

যাইতেছে তেমনি আমাদিগের আশার আয়তন বাড়িতেছে। যে নাম এত কাল কর্ণে প্রবেশ করে নাই সেই নামে জগৎ টলিবে। এই নাম একবার আস্বাদন কর। যেমন উৎসাহী হইতেছ, যেমন উপাসনাবিষয়ে দৃঢ়ব্রত হইয়াছ, তেমনি কেমন পিতাকে দেখিতেছ এ কথা জগৎকে বল। এ সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া জগতে উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত হইবে। হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা তোমাদের পিতার এই কথাটির সদুত্তর দাও যে, "হে পাপী সন্তান, কতবার আর কতবার তুমি আমার বিরোধী হইবে, একবার আমাকে ধরা দেও।" ভ্রাতৃগণ, এস আমরা ধরা দি, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হইবে, জগতের কল্যাণ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণ হইবে ; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জয়পতাকা পৃথিবী ও স্বর্গেতে উড্ডীয়মান হইবে।